পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 52 Tuesday, 21 January, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৫২ সংখ্যা ❋ ৭ মাঘ ১৪৩১, মঙ্গলবার, ২১ জানুয়ারি ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

আদালতের রায়ে সন্তুষ্ট নন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা, জানালেন, আন্দোলন চলবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ আরজি কর মামলায় সোমবার চূড়ান্ত রায়দান সামনে এসেছে। ধর্ষণখুনে একমাত্র অপরাধী সঞ্জয় রায়কে ফাঁসির পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বিচারক অনির্বাণ দাস স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, সঞ্জয় রায়য়ের অপরাধ 'বিরলতম' নয়। তাই তাকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিচ্ছে আদালত। আদালতের এই রায় সামনে আসতেই এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের একাংশকে। আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ আসফাকুল্লা নাইয়ার বলেন, ''সঞ্জয় যে একা নয়, আরও অনেকে ওই ঘটনায় জড়িত এটা বোঝার জন্য কোনও আইনজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই শুরু থেকেই সিবিআই তদন্ত নিয়ে আমাদের প্রশ্ন ছিল।'' একই সঙ্গে তিনি বলেন, ''আদালতের এই রায়ে আমরা সন্তুষ্ট নই। আরজি করের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে আন্দোলন চলবে।'' বস্তুত, এদিন রায়দানের সময় বিচারক নিজেই জানান, কারও এই রায় নিয়ে আপত্তি থাকলে তাঁরা হাইকোর্টে যেতে পারেন। সূত্রের খবর, নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে শীঘ্রই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করবেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। একই সঙ্গে সিবিআই তদন্ত নিয়েও একাধিক

প্রশ্ন রয়েছে তাঁদের। বস্তুত, অনেকের মতো জুনিয়র চিকিৎসকরাও মনে করেছিলেন বিরলতম অপরাধ হিসেবে সঞ্জয়কে ফাঁসির সাজা শোনাবে বলে আদালত। এ প্রসঙ্গে আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের কথায়, যেভাবে ডিউটিরত একজন চিকিৎসককে কর্মস্থলে খুন করে ধর্ষণ করা হয়েছে, তাকে বিরলতম আখ্যা দেয়নি আদালত। এটা দুর্ভাগ্যের। তাই অপরাধীরে চূড়ান্ত শাস্তির দাবিতে আন্দোলন চলবে। তদন্তে একাধিক ফাঁকফোকর রয়েছে বলেও মনে করছেন তদন্তকারীরা। তাঁদের কথায়, শুধু সঞ্জয় রায় একা যদি দোষী হবে তাহলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ কেন ঘটনাটিকে ধামাচাপা দিতে এত তৎপর হয়ে উঠেছিল? কেন তড়িঘড়ি শেষকৃত্য করা হল? দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের দাবি জানালেও কেন তা গুরুত্ব দেওয়া হল না? মৃতদেহ উদ্ধারের দীর্ঘক্ষণ পর কেন মৃত ঘোষণা করা হয়, তাহলে কি উদ্ধারের সময় তিনি বেঁচেছিলেন, ইচ্ছাকৃতভাবেই বাঁচানোর চেষ্টা হয়নি? এমনই ৪২টি প্রশ্নকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে পুনরায় তদন্তের আর্জি জানিয়ে সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের একাংশ এবং নির্যাতিতার পরিবার।

সঞ্জয়ের অপরাধ 'বিরলতম নয়', তাই ফাঁসি নয়

যাবজ্জীবন

কারাদণ্ড দিলেন বিচারক অনির্বান দাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ সোমবার বিকেল পৌনে তিনটে নাগাদ আরজি কর মামলায় যখন সাজা ঘোষণা করছেন বিচারপতি অনির্বাণ দাস, তখন বাইরে রাস্তায় তুমুল স্লোগান উঠছে- ধর্ষকের ফাঁসি চাই। শুধু প্রতিবাদীরাই নয়, অনেকেরই ধারণা হয়েছিল ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় একমাত্র অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের মৃত্যুদণ্ডই হতে চলেছে। কিন্তু রায় ঘোষণা করতে গিয়ে বিচারক অনির্বাণ দাস জানালেন, সঞ্জয় রায়য়ের অপরাধ 'বিরলতম' নয়। তাকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিচ্ছে আদালত। গত শনিবার মামলার রায়দান করে সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করেছিল আদালত। এদিন সাজা ঘোষণার আগে প্রথা মাফিক সঞ্জয়ের বক্তব্য জানতে চাওয়া হয়। নিজেকে নির্দোষ বলে আজও দাবি করে ভাবলেশহীন সঞ্জয়। বলেন, ''আমি কোনওটাই করিনি। আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। আগের দিনও বলেছি। আমি শুনেছি, অনেক কিছু নষ্ট করা হয়েছে। আমার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ছিল। আমাকে মারধর করা হয়েছে। যার যা ইচ্ছা করছে। যেখানে খুশি সই করিয়ে নিচ্ছে।'' ওমনি সিবিআইয়ের আইনজীবী জোরালো সওয়ালে বলেন, সঞ্জয় যে অপরাধ করেছে, তা বিরলতম। তার সর্বোচ্চ সাজা হওয়া উচিত। দু'পক্ষের কথা শোনার পর সাজা ঘোষণার জন্য আরও কিছুটা সময় নেন বিচারক। তাঁকে একা দোষী হিসেবে দাবি করেছিল। সেই প্রেক্ষিতেই শনিবার শিয়ালদহ আদালতের বিচারপতি সঞ্জয় রায়কে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪ (ধর্ষণ), ৬৬ (ধর্ষণের পর মৃত্যু) এবং ১০৩ (১) (খুন)

তার পর বিকেল পৌনে তিনটে নাগাদ তা ঘোষণা করেন। গত বছরের ৯ আগস্ট ভোর রাতে কলকাতার আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছিল। সেই মূল ঘটনার ৫ মাস ১১ দিন পর অবশেষে সাজা ঘোষণা হল। সিবিআই প্রথম থেকেই অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ারের ফাঁসির আবেদন করেছিল। চার্জশিটেও ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। সঞ্জয়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শোনানোর পাশাপাশি বিচারক অনির্বান দাস জানিয়েছেন, তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। এ ছাড়া নিহত চিকিৎসকের পরিবারকে ১৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আরজি কর হাসপাতালের ভিতরেই কর্মরত অবস্থায় ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছিল ডাক্তারির পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রীকে। গত ১১ নভেম্বর শিয়ালদহ আদালতে শুরু হয় এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া। নির্যাতিতার বাবা-মা অবশ্য সিবিআই তদন্তে খুব একটা খুশি হতে পারেননি। তাঁরা প্রথম থেকেই দাবি করে এসেছেন যে, এই ঘটনা সঞ্জয় রায়ের একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আরও কেউ জড়িত থাকতে পারে। সিবিআই মূল দোষীদের আড়াল করছে বলেও সন্দেহ করেছেন তাঁরা। এছাড়া প্রতিবাদী জুনিয়র ডাক্তার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের একাংশও মনে করে, এই ঘটনায় আরও অনেকে জড়িত। তবে কলকাতা পুলিশের মতই সিবিআই এই মামলার তদন্তে নেমে দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির জড়িত থাকার প্রমাণ পায়নি। বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য, ফরেনসিক প্রমাণ-সবই একজনের দিকেই আঙুল তুলেছে। সে হল সঞ্জয় রায়। তবে অনেকে মনে করছেন, এই মামলা এখনও অনেক দূর গড়াবে। শিয়ালদহ আদালতের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে কেউ না কেউ উচ্চ আদালতে আবেদন করবেন। তা করতে পারে নির্যাতিতার পরিবারও।

মালদহে নিহত তৃণমূল নেতার বাড়িতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, অপরাধীদের কাউকে রেয়াত করা হবে না

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ২০ জানুয়ারিঃ উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে মালদহের নিহত তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন দুপুরে মালদহের ইংরেজ বাজারে নিহত তৃণমূল নেতার বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী। উপযুক্ত তদন্তের আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অপরাধীদের কাউকে রেয়াত করা হবে না। জেলায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষা করার জন্য এদিন এসপি, ডিএমকেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। পরে এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''এসপি, ডিএমকে যা বলার বলেছি। কোনও অবস্থাতেই আইনশৃঙ্খলার অবনতি বরদাস্ত করা হবে না।'' জানুয়ারির গোড়ায় পার্টি অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে খুন হন তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার। ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে নবান্নের বৈঠক থেকে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এসপির তীব্র সমালোচনাও করেছিলেন। যদিও বাবলা সরকার খুনের ১২ দিনের মাথায় ফের মালদহে খুনের ঘটনা ঘটে। বাবলা সরকারের মতো এক্ষেত্রেও দলীয় গোষ্ঠী রাজনীতির অভিযোগ উঠেছে। দুটি খুনের ঘটনাতেই তৃণমূলের দুই নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আইনের চোখে অপরাধী অপরাধীই। ফলে কাউকে রেয়াত করার প্রশ্নই নেই।'' একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, ''বাবলার সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচিতি। মন থেকে দলটা করতো, এলাকাতেও ভীষণ জনপ্রিয় ছিল ও।'' বাবলার অসমাপ্ত কাজ তাঁর স্ত্রী চৈতালী করবেন বলেও জানান রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। এরপরই মালদহের রাজনীতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। বস্তুত, লোকসভা কিংবা বিধানসভায় এখানে শাসকদল জিততে পারে না। অথচ, পঞ্চায়েত বা পুরসভায় তৃণমূল জেতে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''এখানে অন্যরকম খেলা চলে। এই জেলার রাজনৈতিক সমীকরণ আমি বুঝি না। এই রহস্য ভেদ করতে হবে।''

সঞ্জয় নরপিশাচ, আমাদের হাতে থাকলে ফাঁসি দিয়ে দিতাম । মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ আরজি কর কাণ্ডে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের অপরাধ বিরলের মধ্যে বিরলতম বলে মনে করেনি শিয়ালদহ আদালত। বিচারক অনির্বান দাস তাই সঞ্জয়কে আজীবন কারাবাসের সাজা শুনিয়েছেন। আদালতের এই রায় ঘোষণা হতেই চরম হতাশা প্রকাশ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ সফরে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি

বলেন, ''ক'দিন আগে আমরা তিনটে মামলায় ফাঁসির অর্ডার করিয়ে দিয়েছি। ৫৪ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ফাঁসির অর্ডার করিয়ে দিয়েছি। এই কেসে আমাদের সকলের দাবি ছিল, ফাঁসি হোক। বিচারের রায় নিয়ে কিছু বলব না ঠিকই। তবে আমাদের হাতে কেস থাকলে অনেকদিন আগেই ফাঁসির অর্ডার করিয়ে দিতে পারতাম।'' এই প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ''আমি মা-বাবাকে বলেছিলাম সময় দিন। কিন্তু তার আগেই সিবিআই-এর হাতে তদন্ত চলে গেল। সিবিআই কী করেছে বলতে পারব না, তবে আমি এই সাজায় সন্তুষ্ট নই। ফাঁসি হলে মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতাম।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এদিন প্রশ্ন করা হয়, সিবিআইয়ের আইনজীবীর কি কোনও খামতি ছিল? সিবিআইয়ের তদন্তে কি কোনও ফাঁক ছিল বলে মনে করেন? জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''তা আমি বলতে পারব না। ওরা কী করেছে। তবে আমি তো একজন আইনজীবী। এই ধরনের নরপিশাচদের চরম শাস্তি হওয়া উচিত। তাই বলছি, ফাঁসি হলে মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতাম।'' তাৎপর্যপূর্ণ হল, কদিন আগেই জয়নগরে এক নাবালিকাকে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে আদালত। তা ছিল এক প্রকার রেকর্ড। জয়নগরের মহিষমারিতে নাবালিকাকে খুন ও ধর্ষণের ঘটনার ৬২ দিনের মধ্যে ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে রায় ঘোষণা করা হয়। শুধু ওই মামলা নয়, এর পর এই রাজ্যেই আরও দুটি খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় আদালত ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে। সেই তুলনায় আরজি কর কাণ্ডের রায় বহু মানুষের কাছে হতাশাজনক তো বটেই। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বোঝাতে চেয়েছেন, তাঁর হতাশাও কম নয়। তবে অনেকের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৌশলে সিবিআইয়ের প্রতি অনাস্থা উস্কে দিতে চেয়েছেন। আরজি কর কাণ্ডের পর নির্যাতিতার পরিবারকে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী দশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল সরকার। তা নিয়ে বিস্তর বিতর্কও হয়েছিল। এদিন বিচারক জানিয়েছেন, মৃতার পরিবারকে ১৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য এদিন কিছু বলতে চাননি।

'বিরলতম ঘটনা প্রমাণ করতে ব্যর্থ সিবিআই', বললেন নির্যাতিতার বাবা-মা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ আরজি কর কাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির সাজা হয়নি। তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিয়েছে শিয়ালদহ আদালত। পাশাপাশি তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারকেও বিচারক অনির্বাণ দাস নির্দেশ দিয়েছেন, নির্যাতিতার পরিবারকে ১৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদিও সেই টাকা নেবেন না বলে জানিয়েছেন নিহত চিকিৎসকের বাবা-মা। বরং সিবিআই তদন্ত নিয়ে আবার একবার ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাঁরা। সোমবার আরজি কর কাণ্ডে শিয়ালদহ কোর্টের নির্দেশ শোনার পর নির্যাতিতার বাবা-মা স্পষ্ট বলেন, ''সিবিআই প্রমাণ করতে পারেনি এটা বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা। তাই এই রায় দিয়েছে আদালত।'' একই সঙ্গে তাঁরা এও বলেন, কোনও ক্ষতিপূরণের টাকা তাঁদের চাই না। শুধু বিচার চান। আর সেটা তাঁরা পাননি। যদিও বিচারক তাঁদের উদ্দেশে বলেন, ''আপনি মনে করবেন না টাকা দিয়ে ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাকে এমন বলা হলে আমিও তাই করতাম।'' গত শনিবার মামলার রায়দান করে সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত

করেছিল আদালত। এদিন সাজা ঘোষণার আগে প্রথা মাফিক সঞ্জয়ের বক্তব্য জানতে চাওয়া হয়। নিজেকে নির্দোষ বলে আজও দাবি করে ভাবলেশহীন সঞ্জয়। বলেন, ''আমি কোনওটাই করিনি। আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। আগের দিনও বলেছি। আমি শুনেছি, অনেক কিছু নষ্ট করা হয়েছে। আমার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ছিল। আমাকে মারধর করা হয়েছে। যার যা ইচ্ছা করছে। যেখানে খুশি সই করিয়ে নিচ্ছে।'' ওমনি সিবিআইয়ের আইনজীবী জোরালো সওয়ালে বলেন, সঞ্জয় যে অপরাধ করেছে, তা বিরলতম। তার সর্বোচ্চ সাজা হওয়া উচিত। দু'পক্ষের কথা শোনার পর সাজা ঘোষণার জন্য আরও কিছুটা সময় নেন বিচারক। তার পর বিকেল পৌনে তিনটে নাগাদ তা ঘোষণা করেন। সাজা ঘোষণার আগেও নির্যাতিতার বাবা-মার বক্তব্য ছিল, সঠিক তদন্ত হলে অন্তত ৫০ জন এই ঘটনায় গ্রেফতার হয়। যারা তাঁদের মেয়ের সঙ্গে সেই রাতে শেষ পর্যন্ত ছিল, তারাও জড়িত থাকতে পারে। তাঁদের প্রশ্ন, ''আমার মেয়ে সেমিনার রুমে ঘুমাচ্ছে, ও কী করে জানল? কে পাঠাল ওকে? কিছুই বলেনি ও। আরও যারা জড়িত রয়েছে তারা তাহলে কি ছাড়া পেয়ে গেল?'' বাবা-মা জানাচ্ছেন, ঘটনার রাতে তাঁদের মেয়ের সঙ্গে চারজন ছিল। তদন্তেই তা উঠে এসেছে। তাহলে তাঁরা কিছুই জানে না, এটা হতে পারে না।

এই ধরনের অপরাধীদের জেলে রেখে টাকা খরচের যুক্তি নেই অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ আরজি কর কাণ্ডে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় একমাত্র অভিযুক্ত সঞ্জয় রাইয়ের ফাঁসির সাজা না হওয়ায় প্রতিবাদের আগুন জ্বালছে তৃণমূলও। এ ব্যাপারে তাঁর হতাশার কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ফাঁসি হলে মন সান্ত্বনা পেত। আবার সূত্রের খবর, ঘরোয়া পরিসরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও বক্তব্য তাই। তাঁর মতে, সঞ্জয়ের মতো ধর্ষকদের একমাত্র সাজা হওয়া উচিত ফাঁসি। জেলে খাইয়ে পরিয়ে তাদের মতো অপরাধীদের পিছনে বিপুল অর্থ খরচ করাটা মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয়। গত বছর ৯ আগস্ট ভোর রাতে আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছিল। তার পরই আমতলায় দলের এক কর্মসূচিতে গিয়ে অভিষেক বলেছিলেন, ধর্ষকদের সমাজে কোনো স্থান নেই। এ ধরনের অপরাধীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তি, অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র সমাধান। পরিস্থিতিগত প্রমাণ তাদের বিরুদ্ধে থাকলে ফাঁসির শাস্তিই প্রাপ্য। এমন ঘৃণ্য অপরাধের পর সমাজে তাদের জন্য কোনও স্থান থাকতে পারে না। কদিন আগেই জয়নগরে এক নাবালিকাকে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে আদালত। তা ছিল এক প্রকার রেকর্ড। জয়নগরের মহিষমারিতে নাবালিকাকে খুন ও ধর্ষণের ঘটনার ৬২ দিনের মধ্যে ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে রায় ঘোষণা করা হয়। শুধু ওই মামলা নয়, এর পর এই রাজ্যেই আরও দুটি খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় আদালত ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে। সেই তুলনায় আরজি কর কাণ্ডের রায় বহু মানুষের কাছে হতাশাজনক তো বটেই। সূত্রের খবর, দলের ঘরোয়া আলোচনায় সেই একই কথা বলেছেন অভিষেকও। তিনি বলেছেন, ''সম্প্রতি দেখেছি, কলকাতা পুলিশ ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অফিসাররা অসাধারণ কাজ করেছেন। এক বা দু'মাসের মধ্যে অপরাধীদের বিরুদ্ধে আঁটোসাটো মামলা তৈরি করে তাদের মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি নিশ্চিত করেছেন। আরজি কর ঘটনার ক্ষেত্রে সেরকমটা যে হল না সেটাই হতাশাজনক।'' অনেকের মতে, কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক আসলে সিবিআইয়ের প্রতি অনাস্থাকে উস্কে দিতে চেয়েছেন।

আজ জামিন পেয়ে গেলেন পার্থ, সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন এসএসকেএম-এ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ কেটে গিয়েছে আড়াই বছরের বেশি। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ২০২২ সালের ২৩ জুলাই গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। তারপর থেকে জেলে রয়েছেন। অবশেষে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় জামিন পেলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সোমবার নিম্ন আদালত সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া জামিনের নির্দেশ কার্যকর করল। এবার কি জেল থেকে মুক্তি পাবেন প্রাক্তন মন্ত্রী? গত বছরের ১৩ ডিসেম্বর ইডির মামলায় পার্থকে জামিন দিতে নিম্ন আদালতকে নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রাক্তন মন্ত্রীকে জামিন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ১ ফেব্রুয়ারির আগেই যদি চার্জ গঠন ও সাক্ষীদের বয়ান নেওয়া হয়ে যায়, তাহলে তার আগেও পার্থকে নিম্ন আদালত জামিন দিতে পারত। সেইমতো চার্জ গঠন হয়ে যাওয়ায় এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পূর্ণ হওয়ায় নিম্ন আদালত এদিন পার্থকে জামিন দেয়। এদিন ইডি আদালত দুটি ৫ লক্ষ টাকা করে মোট ১০ লক্ষ টাকার বন্ডে পার্থর জামিন মঞ্জুর করেছে। তবে এখনই জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন না পার্থ। সিবিআই-র প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলা এখনও চলছে তাঁর বিরুদ্ধে। ফলে ইডির মামলায় জামিন পেলেও জেলে থাকতে হবে পার্থকে। এদিকে এদিন শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় অসুস্থ হয়ে পড়েন পার্থ। তড়িঘড়ি তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়েছে তাঁকে। চিকিৎসকরা তাঁকে পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত নেবেন, হাসপাতালে ভর্তি নেওয়া হবে নাকি জেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। জানা গিয়েছে, কিছুদিন ধরেই শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছেন পার্থ।

বিচারের নামে প্রতারণা হয়েছে, দাবি বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ আর জি কর কাণ্ডে অপরাধী সঞ্জয় রায়ের যাবজ্জীবন সাজা হওয়াকে ন্যায়বিচারের প্রতারণা বলে মন্তব্য করল বিজেপি। দলের আইটি সেলের প্রধান তথা পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী নেতা অমিত মালব্য শিয়ালদহ আদালতের রায় ঘোষণার পরেই এক এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করেন। তিনি তদন্তকারী সংস্থার কাছে তকালীন কলকাতা পুলিশ কমিশনার এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে তদন্ত দাবি করেন। মালব্য লিখেছেন, 'আর জি করের হাসপাতালের ডাক্তারকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায়কে আদালত যাবজ্জীবন কারাবাস ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। এটা ন্যায়বিচার প্রতি প্রতারণা।' এই রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করা উচিত বলে মনে করেন বিজেপি নেতা।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন রাহুল গান্ধি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মানহানি মামলায় স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারিঃ সুপ্রিম স্বস্তি রাহুলের। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে খুনি বলার অভিযোগে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে যে মানহানির মামলা দায়ের হয়েছিল, সেই মামলার শুনানিতে স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। একইসঙ্গে ঝাড়খণ্ড সরকার এবং অভিযোগকারীকে নোটিস ইস্যু করেছে শীর্ষ আদালত। ২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে খুনি বলে আক্রমণ করেছিলেন রাহুল গান্ধি। এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কংগ্রেস সাংসদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন ঝাড়খণ্ডের এক বিজেপি নেতা। আপাতত শুনানিতে স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এ দিন বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চের তরফে এই মামলার শুনানিতে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়।

জামিনে মুক্তি পেয়েই বিধানসভায় বালু, এক বছর তিন মাসের বেতন তুলতে এসেছিলেন তিনি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্ত সূত্রে ২০২৩ সালের ২৭ অক্টোবর তাঁকে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। প্রায় ১ বছর ৩ মাস জেল হেফাজতে থাকার পর অবশেষে সেই তিনি প্রাক্তন খাদ্য ও বন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সদ্য জামিন পেয়েছেন। তার পর এক সপ্তাহ না ঘুরতেই সোমবার বিধানসভায় এলেন বালু। গত বুধবার জামিন পেয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়। জেল হেফাজতে থাকা অবস্থায় বেশ কয়েকবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সোমবার প্রথম দর্শনে যেন তাঁকে চেনা মুশকিল। এমনিতেই তাঁর ডায়াবেটিসের সমস্যা রয়েছে। জেলে বছর খানেক থাকার পর শরীর অনেকটাই ভেঙে গেছে। তাঁর ঘনিষ্ঠজনরা বলছেন, ৭৮ কেজি থেকে ওজন কমে হয়েছে ৫৪। এদিন বিধানসভায় ঢুকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অবশ্য জ্যোতিপ্রিয় কিছুটা ইতস্তত করেন। তাঁর ছবি তুলতে আপত্তি জানান। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা এখনও বিচারাধীন বলে কোনও কথা বলতে চাননি। তবে জ্যোতিপ্রিয়র ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, ১ বছর ৩ মাসের বকেয়া বেতন তুলতে বিধানসভায় পৌঁছেছেন তিনি। এ ব্যাপারে কিছু সই সাবুদ করতে হবে তাঁকে। বিধানসভায় সরকারি দলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ। উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলার রাজনীতিতে নির্মল ঘোষ ওরফে নান্টু ঘোষ দীর্ঘদিন দিন ধরে জ্যোতিপ্রিয়র বন্ধু। সূত্রের খবর, বালু জামিন পাওয়ার পর গত কদিনে তাঁর সল্টলেকের বাসভবনে যাঁরা দেখা করতে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নির্মল ঘোষ ছিলেন অন্যতম। এছাড়াও ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক ও হাবড়া

বিধানসভা এলাকার স্থানীয় নেতারা গিয়ে বালুর সঙ্গে দেখা করেছেন ও তাঁর শরীর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন। সম্ভবত নির্মল ঘোষের পরামর্শে বালু এদিন বিধানসভায় পৌঁছন। এদিন বিধানসভায় পৌঁছেও জ্যোতিপ্রিয় প্রথমে নির্মল ঘোষের কক্ষে গিয়ে বসেন। সেখানে চা বিস্কুটের সঙ্গে অনেক দিন পর খানিক আড্ডা হয়। বিধানসভা থেকে বেরিয়ে এদিন ফের ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। কারণ, তাঁর কিডনিতেও সমস্যা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গ্রেফতার হওয়ার সময়ে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী। সেই সুবাদে বিধানসভায় তাঁর একটি ঘরও রয়েছে। তবে জ্যোতিপ্রিয় গ্রেফতারের পর থেকে সেই ঘরে তালা লাগিয়ে রেখেছে বিধানসভা কর্তৃপক্ষ। ঠিক যেমন বিধানসভায় মন্ত্রী হিসাবে পার্থ চট্টোপাধ্যায় যে ঘরে বসতেন সেই ঘরে তালা লাগানো রয়েছে। জ্যোতিপ্রিয় এখন মন্ত্রী নন। তাই বিধানসভায় সেই ঘরে গিয়ে বসার তাঁর অধিকার নেই। তবে এখনও তিনি হাবড়ার বিধায়ক। তাই হতে পারে ফেব্রুয়ারি মাসে বিধানসভার আসন্ন বাজেট অধিবেশনে তিনি পুরোদস্তুর সভায় যোগ দেবেন। বাংলায় তৃণমূল সরকার গঠনের সময় থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় প্রভাবশালী নেতা ছিলেন বালু মল্লিক। একে খাদ্য মন্ত্রী, সেই সঙ্গে আবার জেলা সভাপতি। কিন্তু একুশ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় মেয়াদে তাঁর ক্ষমতা কিছুটা খর্ব করা হয়। জেলায় একচ্ছত্র আধিপত্য তাঁর আর ছিল না। দফতরের ওজনও কমে যায়। খাদ্য দফতর থেকে পাঠানো হয় বন দফতরে। এদিন জ্যোতিপ্রিয়র অ্যাপিয়ারেন্সে পরিষ্কার যে কাম ব্যাকের চেষ্টায় রয়েছেন তিনি। সোমবার বিধানসভায় আসার মধ্যে দিয়ে যা শুরু করে দিলেন।

কারও ওপর নির্ভরশীলতা উচিত নয়, মানবিক মূল্যবোধে জীবন টিকিয়ে রাখা দরকারঃ মনসুখ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি ঃকারও ওপর নির্ভরশীলতা উচিত নয়, মানবিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে জীবন টিকিয়ে রাখা দরকার। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। সোমবার নতুন দিল্লিতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে আইএসএসএ-ইএসআইসি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া।এই সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মনসুখ মান্ডভিয়া বলেছেন, দুই দিনের এই সেমিনার অথবা সম্মেলন আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দেশ ও বিশ্বের সাধারণ মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করা উচিত, তাঁদের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা ও তাঁরা সহজে নিজেদের জীবনযাপন করতে পারেন তা নিশ্চিত করা দরকার। কারও ওপর নির্ভরশীলতা থাকা উচিত নয় এবং মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে নিজেদের জীবন টিকিয়ে রাখা উচিত।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া আরও বলেছেন, দেশের সমস্ত নাগরিক, তা প্রথাগত অথবা অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের শ্রমিক হোক না কেন, ইন্টারন্যাশনাল লেবার স্ট্যান্ডার্ডস মান অনুযায়ী একটি সংজ্ঞা থাকতে পারে। আমাকে জানানো হয়েছে, ১৬টি দেশের প্রতিনিধিরা এখানে রয়েছেন এবং তাঁরা আগামী দুই দিন নিজ নিজ দেশে ঘটছে এমন সেরা অনুশীলনগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন। তাঁরা এই অনুশীলনগুলি অধ্যয়ন করবে এবং ভাগ করবেন।

কাঁথিতে অনুষ্ঠান চলাকালীন হাতাহাতি রক্তাক্ত হয়ে যুবকের মৃত্যু, ধৃত অভিযুক্ত

কাঁথি, ২০ জানুয়ারি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে অনুষ্ঠান চলাকালীন যুবককে ধারালো অস্ত্রের কোপ মারার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো! রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কাঁথির দারুয়া গান্ধী রোড এলাকায়। পুলিশ ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। রবিবার রাতে ওই এলাকায় স্থানীয় একটি ক্লাবের অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে জমায়েত হয়েছিলেন প্রচুর মানুষ। চলছিল গান-বাজনা। সেই সময় সেখানে উপস্থিত দুই যবকের মধ্যে কোনও কারণ নিয়ে বচসা শুরু হয়। ক্রমে সেই বচসা হাতাহাতিতে পরিণত হয়। এরপরই আচমকা একজন অন্যজনের গলায় ধারাল অস্ত্রের কোপ মারে। রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন ওই যুবক। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু পরে সেখানেই মৃত্যু হয়। মৃতের নাম আজগর মল্লিক (২৫)। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, আজগরকে যখন হাসপাতালে আনা হয়, তখন তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক ছিল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়েছিল তাঁর। ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত যুবক সৌরভ দাস ওরফে পাশাকে পুলিস গ্রেফতার করেছে। তবে কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

উত্তর প্রদেশে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা যুবকের

লখনউ, ২০ জানয়ারি ঃ সোমবার সকালে উত্তর প্রদেশের লখনউতে এক বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যগঞ্জ থানা এলাকার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে। জানা গেছে , এলাকায় পুরাতন কংক্রিটের সেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে এক যুবক। খবর পেয়ে. পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। নদীতে তল্লাশি শুরু চালিয়ে অনেক চেষ্টার পর ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য

দুটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৬৫ লক্ষের বেশি সম্পত্তি কার্ড বিতরণ প্রধানমন্ত্রীর

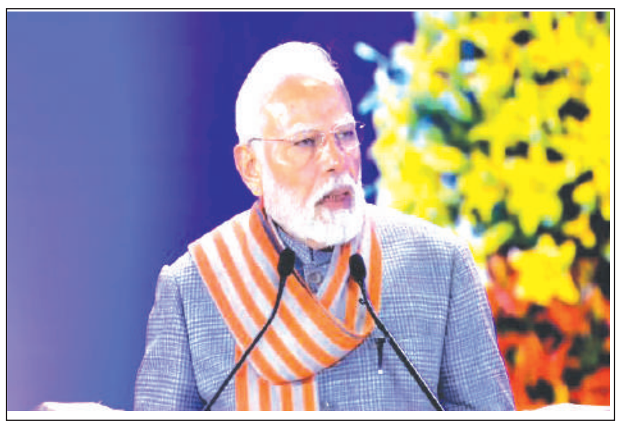

নতুন দিল্লি(পিআইবি), ২০ জানুয়ারিঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে ১০টি রাজ্য ও দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ২৩০টির বেশি জেলার ৫০,০০০-এরও বেশি গ্রামে SVAMITVA প্রকল্পে ৬৫ লক্ষাধিক সম্পত্তি কার্ড বিতরণ করেন। তাঁর ভাষণে শ্রী মোদী ভারতের গ্রাম ও গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে আজকের দিনটিকে ঐতিহাসিক দিন হিসেবে চিহ্নিত করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গ্রামাঞ্চলের মানুষ যাতে তাদের সম্পত্তির কার্ড পেতে পারেন, সেই লক্ষ্যে SVAMITVA প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। তিনি বলেন, গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত প্রায় ২.২৫ কোটি মানুষ এই প্রকল্পে তাদের বাড়ির আইনি নথিপত্র পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে জলবায়ু পরিবর্তন, জলের সঙ্কট, স্বাস্থ্যের সমস্যা ও অতিমারী সহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের উল্লেখ করে বলেন, আজকের বিশ্বে অন্যতম উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হল, সম্পত্তির অধিকার এবং সম্পত্তির বৈধ নথির সমস্যা। তিনি বলেন, সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও কোটি কোটি মানুষের, গ্রামবাসীর আইনি নথিপত্রের সমস্যা রয়েছে। SVAMITVA যোজনা গ্রামের মানুষের জীবন কীভাবে বদলে দিয়েছে, তার উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। শ্রী মোদী বলেন, ভারতে ৬ লক্ষের বেশি গ্রাম রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় অর্ধেক গ্রামে ড্রোন সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, সম্পত্তি কার্ড প্রদানের কাজ সমস্ত গ্রামে শেষ হলে, ১০০ লক্ষ কোটি টাকার বেশি আর্থিক কর্মকাণ্ডের দরজা খুলে যাবে। এর ফলে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর সরকার তৃণমূল স্তরে গ্রাম স্বরাজ রূপায়িত করতে মনেপ্রাণে চেষ্টা চালাচ্ছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। সম্পত্তির বৈধ নথিপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে কৃষকদের নানা প্রতিকূলতার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, গ্রামের উন্নয়নের মূল ভিত্তি হল, SVAMITVA এবং ভূ-আধার। তিনি জানান, গত ৭-৮ বছরে জমির রেকর্ডের প্রায় ৯৮ ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ১০ বছরে ২.৫ কোটির বেশি পরিবার বিদ্যু পেয়েছে। এর মধ্যে বেশিরভাগই গ্রামাঞ্চলের মানুষ। এছাড়া ১০ কোটির বেশি পরিবারের জন্য শৌচাগার নির্মাণ এবং উজ্জ্বলার মাধ্যমে ১০ কোটির বেশি মহিলাকে রান্নার গ্যাস সংযোগ দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন শ্রী মোদী। গত এক দশকে রাস্তাঘাট নির্মাণ, পঞ্চায়েত স্তরে ব্রডব্যান্ড ব্যবস্থা চালু সহ তাঁর সরকারের নানা সাফল্যের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। শ্রী মোদী জানান, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার মাধ্যমে কৃষকরা প্রায় ২.২৫ লক্ষ কোটি টাকা পেয়েছেন। কৃষকদের ন্যায্য দামে সার প্রদানের জন্য গত ১০ বছরে প্রায় ১২ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করেছে সরকার। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে কৃষকদের অ্যাকাউন্টে প্রায় ৩.৫ লক্ষ কোটি টাকা হস্তান্তর করা হয়েছে। মহিলাদের ক্ষমতায়নে তাঁর সরকারের উদ্যোগের কথা তুলে ধরে শ্রী মোদী বলেন, লাখপতি দিদি যোজনায় ১.২৫ কোটি মহিলাকে লাখপতি করে তোলা হয়েছে। নমো ড্রোন দিদি যোজনা মহিলাদের অতিরিক্ত আয়ের সংস্থান করেছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, SVAMITVA যোজনা গ্রামীণ ভারতের জনজীবনকে বদলে দিচ্ছে এবং গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছেন। গত ১০ বছরে দেশের ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে তুলে আনা হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের উপ-রাজ্যপাল, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২০ জানুয়ারিঃ এআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কণ্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটো সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটো কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের

পীযূষ গয়াল এবং ইউরোপীয় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আয়ুক্তের মধ্যে শীর্ষস্তরের আলোচনা

নয়াদিল্লি(পিআইবি), ২০ জানুয়ারিঃ বাণিজ্য এবং শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়াল ব্রাসেল্স-এ ইউরোপীয় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আয়ুক্ত শ্রী মনস সেফকোভিচ-এর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্তরের আলোচনা হয়। এই প্রথম দুই নেতার মধ্যে ব্যক্তিগত স্তরে বৈঠক হল। এর আগে ২০২৪-এর ডিসেম্বরে ভিডিও কনফারেন্স হয়েছিল। আলোচনায় একে অপরের সংবেদনশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিবেচনা প্রদর্শন করেন। আলোচনার লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য এবং লগ্নিতে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের কৌশলগত কর্মসূচির জন্য একটি নতুন কাঠামো গঠন।মন্ত্রী ২০৪৭-এর মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা জানান। শ্রী গয়াল ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে পারস্পরিক সুবিধাজনক অংশীদারিত্ব গড়তে ৬টি বিস্তারিত নীতির কথা বলেন। প্রথম, ভারত গণতন্ত্র, আইনের শাসন এবং স্বাধীন বিচার বিভাগের অভিন্ন মূল্যবোধের ভিত্তিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে কাজ করবে। এমন একটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক তৈরি হবে যার বাজারমূল্য বর্তমান হিসেবে ২৪ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২০০ কোটি মানুষকে কাছাকাছি আসার অভূতপূর্ব সুযোগ করে দেবে। দ্বিতীয়, ভারত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্যিক অর্থবহ ব্যবসায়িক কর্মসূচি তৈরি করবে, যা হবে স্বচ্ছ এবং সমতার ভিত্তিতে। মাশুল এবং মাশুল নয় এমন বাধাগুলি সরানো হবে সরলীকরণ এবং প্রতিযোগিতামূলক ব্যয় সংকোচের মাধ্যমে দুই পক্ষের বাণিজ্যের সুবিধার জন্য। বিশেষ করে ছোট ও মাঝারি সংস্থা, কৃষক এবং মৎস্যজীবিদের জন্য।তৃতীয়, প্রধানমন্ত্রীর জিরো ডিফেক্ট এবং জিরো এফেক্ট উৎপাদন ক্ষমতার জন্য আহ্বানের সূত্রে ভারতকে উচ্চগুণমানসম্পন্ন পণ্যের বাজার নির্মাণ করার উদ্যোগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে কাজ করা হবে প্রায়োগিক সেরা পন্থা, মানের সমতা, আদান-প্রদানের জন্য এবং এইসব লক্ষ্য পূরণে পারস্পরিক প্রক্রিয়া গঠনে। তুর্থ, ভারত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে কাজ করবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্মাণ, গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল প্রস্তুত এবং সুদৃঢ় সরবরাহ শৃঙ্খল নির্মাণের জন্য, যাতে বাজার বহির্ভূত অর্থনীতির ওপর নির্ভরতা হ্রাস পায় এবং ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে নিবিড় অর্থনৈতিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে।পঞ্চম, পরস্পরের উন্নয়নের স্তর এবং অভিন্ন কিন্তু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দায়িত্বের নীতিকে মাথায় রেখে ন্যায্য পদ্ধতিতে বাণিজ্য এবং সুস্থায়ী উন্নয়ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা গড়ে তোলা হবে।ষষ্ঠ, প্রযুক্তির উন্নয়নে নেতৃত্বদানে এবং তরুণ, প্রত্যাশী এবং উচ্চ মেধার মানুষের দেশ হিসেবে ভারত পারস্পরিক উন্নয়ন এবং বৃদ্ধিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে অংশীদার করে তুলতে একটি সেতুর সন্ধান করবে।একটি নতুন ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন কৌশলগত কর্মসূচি নির্মাণ করার লক্ষ্যে দুই নেতা দুই পক্ষকেই রাজনৈতিক দিকনির্দেশ করেন, যাতে বাণিজ্য এবং লগ্নির জন্য পারস্পরিক সুবিধা পাওয়া যায় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির মোকাবিলায় দ্রুত শক্তিশালী এফটিএ তৈরি করা যায়। দুই নেতা ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন ট্রেড অ্যান্ড টেকনোলজি কাউন্সিল (টিটিসি)-এর বাণিজ্য ও বিনিয়োগ গোষ্ঠীর অগ্রগতির পর্যালোচনা করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান করতে ও একটি পথচিত্র তৈরি করতে তাঁরা দুই পক্ষের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক স্তরে এবং মন্ত্রী পর্যায়ে নিয়মিত আলোচনা চালিয়ে যেতে সম্মত হন। বৈঠকে যোগ দেন দুই পক্ষের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকরা।

মহাকুম্ভে অগ্নিসুরক্ষায় জোর, বিজ্ঞপ্তি জারি করল উত্তর প্রদেশ সরকার

প্রয়াগরাজ, ২০ জানুয়ারি ঃরবিবারই প্রয়াগরাজে পূর্ণ মহাকুম্ভের মেলায় আচমকা আগুন লেগে যায়। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুড়ে ছাই হয়ে যায় বহু কুঁড়েঘর ও তাঁবু। এই আবহে সোমবার পূর্ণকুম্ভের মেলায় অগ্নিসুরক্ষা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করল উত্তর প্রদেশ সরকার। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মেলা প্রাঙ্গণে কোনও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে মানুষ যেন দ্রুত পুলিশ এবং দমকলে খবর দেয়। অগ্নিসুরক্ষা সংক্রান্ত নম্বরগুলি হল ১১২, ১৯২০ এবং ১০৯০।বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, মেলা প্রাঙ্গণে কোথাও আগুন লাগলে, মানুষ যেন চিকার করে সবাইকে অন্যান্যদের সতর্ক করে। তাছাড়া পুণ্যার্থীরা যেন তাঁদের নিকটতম প্রস্থানের রাস্তা সম্পর্কে অবগত থাকেন।

আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি হতে চলেছে দিল্লির স্বাধীনতা দিবসঃবাঁশুরি স্বরাজ

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি ঃআম আদমি পার্টির তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজ। তাঁর কথায়, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি হতে চলেছে দিল্লির স্বাধীনতা দিবস। তিনি আরও বলেছেন, আমরা দিল্লিতে বিজেপি সরকার চাই, আমি জানি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে, ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লির স্বাধীনতার দিন হবে এবং বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার দিল্লিতে আসবে। দিল্লিও হবে একটি বিকশিত দেশের বিকশিত রাজধানী।বিজেপি সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজ এবং গ্রেটার কৈলাস আসনের বিজেপি প্রার্থী শিখা রাই সোমবার নির্বাচনী অফিসের উদ্বোধন করেছেন। এরপরই বাঁশুরি স্বরাজ বলেছেন, আজ নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করা হয়েছে, আপনারা জনসমর্থন দেখতে পাচ্ছেন। আম আদমি পার্টি এখানে এক দশক ধরে ক্ষমতায রয়েছে, কিন্তু তাঁদের কোনও দায়িত্ব নেই এবং এখন দিল্লির মানুষ পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত। আমরা পরিবর্তন চাই, আম আদমি পার্টির নামে নয়। দিল্লিতে বিজেপি সরকার চাই।

খুব শীঘ্রই রাম দরবারের মূর্তির কাজ সম্পন্ন হবে, জানালেন নৃপেন্দ্র মিশ্র

অযোধ্যা, ২০ জানুয়ারি ঃখুব শীঘ্রই রাম দরবারের মূর্তির কাজ সম্পন্ন হবে, সোমবার এমনটাই জানালেন রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্রে নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্র। তিনি বলেছেন, শুধুমাত্র 'রাম দরবার' মূর্তি নয, অন্য ৭টি মন্দিরের মূর্তি, 'পরকোটা'র ৬টি মন্দিরের মূর্তি, পিএফসি-তে তুলসী দাস জির মূর্তি, এই সমস্ত মূর্তি জযপুরে তৈরি হচ্ছে। 'রাম দরবারের মূর্তির কাজ ৩১ জানুয়ারি অথবা ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ হতে পারে।সোমবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নৃপেন্দ্র মিশ্র আরও বলেছেন, 'রবিবার পাথর ও ব্রোঞ্জের ম্যুরাল নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কারিগররাও এসেছেন, আমরা মন্দির নির্মাণ ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করব। মহাকুম্ভের জন্য অযোধ্যায় প্রতিদিন গড়ে ২ লক্ষ ভক্তের সমাগম বেড়েছে। এতে ভক্তদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে কিছু জায়গায় নির্মাণকাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নির্মাণ স্থগিত থাকতে পারে।

ডাবল ইঞ্জিন সরকারের একটি অপরাধে, অপরটি দুর্নীতিতেঃতেজস্বী যাদব

পাটনা, ২০ জানুয়ারি ঃ বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার শব্দবন্ধকে কটাক্ষ করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তাঁর কথায়, ডাবল ইঞ্জিন সরকারের একটি ইঞ্জিন অপরাধে এবং অন্যটি দুর্নীতিতে। সোমবার বিহারের ঔরঙ্গাবাদে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তেজস্বী যাদব বলেছেন, এনডিএ ১১ বছর ধরে কেন্দ্রে এবং বিহারে ২০ বছর ধরে, তাঁরা আর কত সময় পাবে?তেজস্বী যাদব আরও বলেছেন, এখনও পর্যন্ত তাঁরা বিহারকে বিশেষ রাজ্যর মর্যাদা, বিশেষ প্যাকেজ এবং বন্যা ত্রাণ দিতে পারেনি। এই লোকজন বিহারের সঙ্গে সৎ মায়ের আচরণ করেছে।

দ্বিতীয় দিনে পড়ল অভিযান, সোপোরের জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান জারি

শ্রীনগর, ২০ জানুয়ারি ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরের জঙ্গলে চলা সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান সোমবার দ্বিতীয় দিনেও অব্যাহত। এদিন সকাল থেকেই সেনা ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী সোপোরের জালুরা গুজ্জরপতি এলাকায় লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের সন্ধানে জোরদার তল্লাশি চালাচ্ছে। সেনাবাহিনীর এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট সূত্রে জঙ্গি উপস্থিতির খবর পেয়ে রবিবার সন্ধ্যায় ওই এলাকায় অভিযান শুরু হয়। নিরাপত্তা বাহিনী পৌঁছলে শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময়। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। সোমবার দ্বিতীয় দিনের তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে।

দিল্লিতে বিকল্প দল হিসেবে উঠে এসেছে কংগ্রেস, জয় নিয়ে আশাবাদী পাইলট

উদয়পুর, ২০ জানুয়ারি ঃ দিল্লিতে বিকল্প দল হিসেব উঠে এসেছে কংগ্রেস, রাজধানীতে বিধানসভা নির্বাচনে দলের জয় নিয়ে আশাপ্রকাশ করে এই মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট। সোমবার সকালে উদয়পুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শচীন পাইলট বলেছেন, আসন্ন দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে, কেন্দ্রীয় সরকারের মতো রাজ্য সরকারকেও দিল্লির জনগণ অনেক সুযোগ দিয়েছে। গত ১০-১২ বছর ধরে, দিল্লি ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ের কারণে অনেক ক্ষতি হয়েছে, জনগণ মাঝপথে আটকে রয়েছে।শচীন পাইলট আরও বলেছেন, দিল্লিতে কংগ্রেস ভাল বিকল্প হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। আমরা জনগণকে নিশ্চয়তা দিয়েছি।

আবহাওয়া

আগামী কয়েকদিনে বেশ কয়েক ডিগ্রি পারদ পতন হবে বলে ইঙ্গিত হাওয়া অফিসের। পূর্বাভাস, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি নামতে পারে। রাতের তাপমাত্রাতেও পতন হতে পারে। কলকাতায় বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রির আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা। সারাদিনই মূলত শীতের কনকনে ভাব অনুভূত হবে। বৃহস্পতিবার ভোরে কিছু জায়গা কুয়াশাচ্ছন্ন হলেও, বেলায় পরিষ্কার থাকবে আকাশ। দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২১ ডিগ্রি এবং ১২ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯২ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৫৪ শতাংশ ।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০২মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫৯মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

৭মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ২০ জানুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৫ মাঘ, চান্দ্রঃ ১২ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ৫মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ৫ মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ১২ বাকচিং, আসামঃ২৬ পুহ, মুসলিমঃ১১-রজব-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীকুর্ম দ্বাদশীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ২১ঃ১৬ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০৭ঃ২৯।চন্দ্র উদয়ঃদুপুর ০২ঃ৩০ঃ৩৭(১১) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৭ঃ৪২(১১)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ ত্রয়োদশী (জয়া) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ৫৮ঃ১২ দং ৫৯১৫২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ রোহিণী দুপুর ঘ ০০ঃ১৮ঃ২১ দং ১৪৫২২৭.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃকৌলব রাত্রিঃ০৬ঃ৪৬ঃ২৬ দং ৩১২৪০ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃশুক্র দুপুর ঘ ০০ঃ০৩ঃ৩৭ দং ১৪১৫৩৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৬ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৫৮ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪১ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ০৩ঃ৫১ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ০২ঃ৪৯ঃ৪১ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ৩৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ০৪ঃ২৭ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ০০ঃ৩০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ০৫ঃ১৫ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ০২ পর্যন্ত। কালবেলাঃ দিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ৪২ঃ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৬ঃ৪৮ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ৪৬ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ৪২ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ২২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৮২৭৩২৫ (২১) ১ পদচন্দ্রঃ ২৩৪৪২ (৫) ৩ পদমঙ্গলঃ ৩৪৫০১৭ (৮) ১ পদবুধঃ৮১০৯৭ (১৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১১৮৫১৩ (৪) ৩ পদশুক্রঃ১০১৩৩০১১ (২৪) ৩ পদশনিঃ১০১৮১২৪৬ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯০১ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯০১ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ২১ঃ৪৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৯ঃ৫৫ঃ১১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ২৬ঃ১৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ০৬ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৫ঃ১৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ১৮ঃ৩২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৩৪ঃ১৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ০৯ঃ৪৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১১ঃ৫৫ঃ৪৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০৯ঃ৫৬ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ২৫ঃ৪২ পর্যন্ত।

স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সামাজিক ব্যাধি নির্মূলের বার্তা রাজ্যপালের

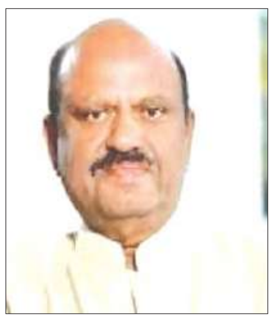

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি ঃ সঞ্জয় রায়ের সাজা ঘোষণার দিন আর জি কর-কান্ডে সামাজিক ব্যাধি নির্মুলের বার্তা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। একইসঙ্গে বলেন, সবচেয়ে আগে স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষার দিকটা দেখা উচিত। গোটা বিচার প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা রাখলেন রাজ্যপাল। তবে রায় বা সাজা সন্তোষজনক না হলে উচ্চ আদালতে যাওয়ার পথ যে খোলা আছে, সে বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন তিনি। শিয়ালদহ আদালতে আর জি করে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষী সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির সাজা চেয়েছিল সিবিআই। সোমবার রাজভবনে এক কর্মসূচির পর এই বিষয়ে মন্তব্য করেন রাজ্যপাল। তিনি বলেন, আদালতের দেওয়া বিচারের ওপরেই সাজার বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া উচিত। আদালত থেকেই আমরা বিচার পাব। যদি সাজা সন্তোষজনক না হয় তাহলে অন্য পথ আছে বিচারের আর্জি জানানোর, তা অবলম্বন করা হবে। আইনি ব্যাপার আইনি পদ্ধতিতেই সামলাতে হবে। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে চিকিৎসক তরুণীকে ধর্ষণ ও খুনের মামলার রায়কে সম্মান করার কথা বলেন রাজ্যপাল। তিনি এদিন বলেন, আদালত ইতিমধ্যেই রায় ঘোষণা করেছে। আমাদের উচিত সেই রায়কে সম্মান জানানো। তবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যা অবস্থা, তার পরিবর্তন দরকার। শুধু রাজ্যে না, দেশেও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন কাঙ্খিত। চিকিৎসক সঙ্গে যুক্ত মানুষদের নিরাপত্তা নিয়ে আমি চিন্তিত। সামাজিক ব্যাধি নির্মূল করতে হবে। আর জি করে যে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সঞ্জয় রায় একা দোষী বলে মনে করছেন না নির্যাতিতা তরুণীর মা-বাবা। রাজ্যপাল এ বিষয়ে মন্তব্য করতে নারাজ। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। আদালতের উপরেই সব। উল্লেখ্য, শনিবার আর জি কর ধর্ষণ ও খুনের মামলায় রায় ঘোষণা হয়েছিল শিয়ালদহ আদালতে। সেখানে বিচারক অনির্বাণ দাস মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করেন। এরপর সোমবার তার সাজা ঘোষণা হয়। তার আগেই এই নিয়ে মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল।

কুলতলিতে মদ্যপ যুবকদের হাতে আক্রান্ত পুলিশ কর্মী, ধৃত দুই

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ২০ জানুয়ারি ঃ মদ্যপদের হাতে আবার আক্রান্ত পুলিশ। ডোমকল, গোয়ালপোখরের পর এবার কুলতলি। ফের আক্রান্ত পুলিশ। রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করানো নিয়ে বচসা। আর তার জেরে কর্তব্যরত পুলিশকে মারধর ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। এই ঘটনায় দুই অভিযুক্ত সুখেন দাস ও স্বপন দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির জামতলা বাজার এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। চার বন্ধু গাড়ি নিয়ে কৈখালি বেড়াতে গিয়েছিলেন। রবিবার রাতে বাড়ি ফেরার সময় ওই জামতলা বাজার এলাকায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে চার বন্ধু চা খেতে নেমেছিলেন। রাস্তার উপর গাড়ি রাখায় যানজট দেখা দিয়েছিল। ওই গাড়ি সরানোর কথা বলতে সেখানে উপস্থিত হন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা। গাড়ি সরাতে বললেই মেজাজ চড়িয়ে ওঠেন ওই যুবকরা। রাস্তার মধ্যেই পুলিশের সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। এর মধ্যেই ওই দুই যুবক পুলিশের গায়ে হাত তুলে বসেন। পুলিশকে গালিগালাজও করা হয় বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষণিকের মধ্যেই ওই জায়গায় অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা চলে আসেন। মারধর ও হামলার অভিযোগে সুখেন দাস ও স্বপন দাসকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ধৃতরা বারুইপুর থানার উত্তরভাগ এলাকার বাসিন্দা। থানায় গিয়ে ধৃতরা তাঁদের দোষ কবুল করেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। স্থানীয়রা বলেন, ওই যুবকরা মদ্যপ ছিলেন। পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় প্রতিবাদও জানান উপস্থিত সাধারণ মানুষ। সোমবার ধৃতদেরকে কুলতলি থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

মিনাখাঁয় এম.এল.এ কাপ ২০২৫-এ চ্যাম্পিয়ন রাধানগর আজাদ সংঘ

সৌরভ দাশ, বসিরহাট,২০ জানুয়ারি ঃ সংবিধান রচয়িতা ডঃ বি আর আম্বেদকর এর স্মরণে প্রতি বছরের মত এ বছরও হাড়োয়ার নেতাজি ব্রাহ্মণচকের মাঠে অনুষ্ঠিত হলো এমএলএ কাপ ২০২৫। মিনাখাঁ বিধানসভার বিধায়িকা ঊষা রানী মন্ডলের উদ্যোগে ২রা জানুয়ারি এই টুর্নামেন্টের শুভ সূচনা হয়। এই টুর্নামেন্টে উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪পরগনার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ১৬ টি দল অংশগ্রহণ করে। টুর্নামেন্টে র ফাইনাল খেলায় এদিন রাধানগর আজাদ সংঘ ও ব্যাঁওতা রিভার্স একাদশ পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ফাইনালের মেগা ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বিধানসভার মুখ্য সচেতন নির্মল ঘোষ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের পরিষদীয় দলনেতা মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল সহ বসিরহাট তৃণমূল সাংগঠনিক জেলার একাধিক বিধায়ক ও নেতৃত্ববৃন্দ। এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ব্যাঁওয়া রিভার্স একাদশ। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ২৩০ রান সংগ্রহ করে তারা। দ্বিতীয় অর্ধে ২৩২ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নামে রাধানগর আজাদ সংঘের খেলোয়াড়। শুরু থেকেই মারমুখী ছিল রাধানগর আজাদ সংঘের ব্যাটসম্যানেরা। পনেরো ওভার পর থেকে শুরু হয় উইকেট পতন। তবে সতেরো ওভার দুই বলে আট উইকেট হারিয়ে ২৩১ রান তুলে ফেলে রাধানগর আজাদ সংঘ। টুর্নামেন্টে র শেষে মিনাখাঁ বিধানসভার বিধায়িকা ঊষা রানী মন্ডল ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের পরিষদীয় দলনেতা মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি পাশাপাশি দেড় লক্ষ টাকা চেক তুলে দেন তার পাশাপাশি রানার্স দলের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি ও এক লক্ষ দশ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। এছাড়াও সেরা খেলোয়াড় সেরা ব্যাটসম্যান সেরা উইকেট রক্ষক ও সেরা বোলিংয়ের ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় এদিন।

১১০ গ্রাম হেরোইন সহ গ্রেপ্তার তিন জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২০ জানুয়ারি ঃ আবার বড়সড় সাফল্য পেল জয়নগর থানার পুলিশ। হেরোইন সহ গ্রেপ্তার তিন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিম রবিবার রাতে জয়নগরের হোগলা স্টেশনের ২ নং টোটো স্ট্যান্ড এলাকা থেকে সন্দেহজনক আচরণে তিন যুবককে আটক করে তাদের জিজ্ঞেসাবাদ করে তাদের কাছ থাকা ব্যাগ থেকে উদ্ধার করে ১১০ গ্রাম হেরোইন। যার বাজার মূল্য লক্ষাধিক টাকা।এছাড়া দুটি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করেছে। আর তার পরেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃত তিন জন হলো জহির উদ্দিন শেখ, বয়স ১৯ বছর,বাড়ি নদীয়ার পলাশি ছোট চাঁদঘর এলাকায়, শামিম মন্ডল,বাড়ি নদীয়ার ছোট চাঁদঘর এলাকায় ও বাপ্পা শেখ, বাড়ি নদীয়ার পলাশির পাঁচখেলা এলাকায়। ধৃত তিনজনকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে আলিপুর আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতেনিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ। ধৃত তিনজন ঐ হেরোইন কোথায় থেকে নিয়ে আসছিল এবং জয়নগরের কোথায় ও কাকে বিক্রি করতে এসেছিল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

আর জি কর মামলায় একজন জড়িত ছিল তা জনগণ বিশ্বাস করে নাঃ সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি ঃ আর জি কর মামলায় দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায়ের সর্বোচ্চ সাজা দাবি করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। আর জি কর মামলায় শিয়ালদহ আদালতের রায়দান প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, আমরা সর্বোচ্চ শাস্তি চেয়েছিলাম (দোষীসাব্যস্ত সঞ্জয় রায়ের জন্য)। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ বিশ্বাস করে না যে আর জি কর ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় শুধুমাত্র একজনই জড়িত। উল্লেখ্য, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪, ৬৬ এবং ১০৩ (১)- এই তিনটি ধারায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়। সিবিআই মৃত্যুদণ্ডের জন্য সওয়াল করলেও শেষমেশ আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক অনির্বাণ দাস। সঙ্গে জরিমানা করা হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। এ ছাড়াও ধর্ষণের জন্য ৭ লক্ষ এবং হত্যার জন্য ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

কালোবাজারি রোধে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর ভূমিকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি ঃ ভারতীয় রেলওয়ে টিকিট ব্যবস্থায় টিকিট দালাল এবং কালোবাজারির ক্রমাগত সমস্যা একটি বড় চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে ভ্রমণের ব্যস্ত সময়ে। এই অবৈধ কার্যকলাপগুলি কেবল বৈধ যাত্রীদের টিকিটের ন্যায্য অ্যাক্সেসকে বাধাগ্রস্ত করে না বরং রেল ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের আস্থাকেও ক্ষুন্ন করে। প্রতিক্রিয়ায়, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী এই সমস্যা মোকাবেলা এবং রেল পরিষেবাগুলিতে ন্যায্য অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার জন্য একটি ব্যাপক এবং বহুমুখী কৌশল বাস্তবায়ন করেছে। আরপিএফ-এর উদ্যোগ

১. নিয়মিত অভিযান এবং ক্র্যাকডাউন আরপিএফ-এর সাইবার সেলগুলি টিকিট কাউন্টার এবং সাইবার ক্যাফেগুলিকে লক্ষ্য করে অনিয়মগুলি সনাক্ত করতে এবং নির্দিষ্ট অভিযান পরিচালনা করার জন্য বুকিং প্যাটার্নগুলি সাবধানতার সাথে পরীক্ষা করে। এই সক্রিয় পদক্ষেপগুলির ফলে অননুমোদিত টিকিট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং অসংখ্য দালালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যা তাদের অবৈধ রাজস্ব উপাদনের উসগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত করেছে।

২. ডিজিটাল নজরদারি উন্নত প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম ব্যবহার করে, আরপিএফ অনলাইন বুকিং প্ল্যাটফর্মগুলির উপর ক্রমাগত নজরদারি পরিচালনা করে। সন্দেহজনক কার্যকলাপ, যেমন বাল্ক বুকিং এবং অনিয়মিত লেনদেন, পর্যবেক্ষণ করে এবং টিকিট কাউন্টারে সিসিটিভি স্থাপন করে, আরপিএফ কার্যকরভাবে কালোবাজারি সনাক্ত এবং প্রতিরোধ করার ক্ষমতা জোরদার করে।

৩. আইআরসিটিসি-র সাথে সহযোগিতা সন্দেহজনক অ্যাকাউন্ট সনাক্ত এবং নিষ্ক্রিয় করার জন্য আরপিএফ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন (আইআরসিটিসি) এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করে। এই সহযোগিতামূলক উদ্যোগটি এজেন্ট এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারকারী আইডি উভয়ের অপব্যবহার রোধ করার চেষ্টা করে, যার ফলে আরও নিরাপদ এবং স্বচ্ছ টিকিটিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়।

৪. সচেতনতা প্রচারণা জনসচেতনতার গুরুত্ব স্বীকার করে, আরপিএফ বিভিন্ন মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে শিক্ষামূলক প্রচারণা পরিচালনা করে। এই উদ্যোগগুলি যাত্রীদের অননুমোদিত কার্যকলাপের প্রতিবেদন সম্পর্কে অবহিত করে এবং সরকারী এবং অনুমোদিত চ্যানেলের মাধ্যমে টিকিট বুকিংযের তাপর্যের উপর জোর দেয়।

৫. প্রযুক্তি সংহতকরণ আরপিএফ তার সাইবার সেলগুলিকে অত্যাধুনিক সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার দিয়ে সজ্জিত করেছে যাতে টিকিটিং সিন্ডিকেটগুলি কার্যকরভাবে ট্র্যাক এবং ভেঙে ফেলা যায়। এই প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বাহিনীকে ক্রমবর্ধমান পরিশীলিত টাউটিং নেটওয়ার্কগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম করে।

৬. টিকিট টাউটিংয়ে জড়িত অপরাধীদের রেলওয়ে আইনের অধীনে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়, যার মধ্যে কারাদণ্ডও অন্তর্ভুক্ত। সাম্প্রতিক বিচারিক রায়গুলি টিকিট দালালদের সামাজিক অপরাধ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করে বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরেছে।আরপিএফের প্রচেষ্টার প্রভাবআরপিএফ কর্তৃক গৃহীত কৌশলগত উদ্যোগগুলি উল্লেখযোগ্য ফলাফল দিয়েছে। অসংখ্য হাই-প্রোফাইল দালাল সিন্ডিকেট ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং হাজার হাজার অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টার ফলে বিপুল পরিমাণে অবৈধ টিকিট উদ্ধার করা হয়েছে, যার ফলে বৃহ আকারের কালোবাজারি রোধ করা হয়েছে এবং রেল ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের আস্থা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। এগিয়ে যাওয়ার পথএর কার্যকারিতা আরও বাড়ানোর জন্য, আরপিএফ তার কার্যক্রমে উন্নত প্রযুক্তি এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ব্যবস্থা একীভূত করার পরিকল্পনা করেছে। মূল ফোকাস ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে

১. উন্নত এআই এবং মেশিন লার্নিং১(ক) আচরণগত প্যাটার্ন বিশ্লেষণ এআই সিস্টেমগুলি টাউটিং কার্যকলাপের ইঙ্গিতকারী অসঙ্গতিগুলি সনাক্ত করতে বুকিং আচরণগুলি পরীক্ষা করবে।

১(খ) রিয়েল-টাইম জালিয়াতি সনাক্তকরণ মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমগুলি রিয়েল টাইমে সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত করবে এবং বন্ধ করবে।

১ (গ) ডায়নামিক আইপি মনিটরিং ঃ সিস্টেমগুলি একই আইপি ঠিকানা থেকে উদ্ভূত বা ভিপিএন ব্যবহার করে একাধিক বুকিং সনাক্ত এবং ব্লক করবে।২. বায়োমেট্রিক যাচাই

২ (ক) মুখের স্বীকৃতিঃ টিকিট বুকিংকে বায়োমেট্রিক ডেটার সাথে সংযুক্ত করলে পরিদর্শনের সময় যাত্রীদের যাচাই নিশ্চিত হবে।

২ (খ) আঙুলের ছাপ স্ক্যানিং বুকিং কাউন্টারে বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক প্রমাণীকরণ লেনদেনের সত্যতা বৃদ্ধি করবে।

৩. ক্লাউড কম্পিউটিং এবং বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স

৩ (ক) রিয়েল-টাইম ডেটা প্রসেসিং ক্লাউড-ভিত্তিক সিস্টেমগুলি সন্দেহজনক প্রবণতা সনাক্ত করতে টিকিটিং ডেটার তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণকে সহজতর করবে।

৩ (খ) ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিশ্লেষণঃ টিকিটিং কার্যকলাপের জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ রুট এবং ভ্রমণ মরসুমের জন্য লক্ষ্যযুক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য ঐতিহাসিক তথ্য ব্যবহার করা হবে। উপসংহার ঃ টিকেট টাউটিং মোকাবেলায় রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর শক্তিশালী এবং ব্যাপক পদ্ধতি রেলওয়ে টিকিটিং কার্যক্রমে ন্যায্যতা এবং স্বচ্ছতার প্রতি তার অটল প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে, প্রাসঙ্গিক সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে এবং জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে, আরপিএফ কালোবাজারি প্রশমনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই কৌশলগুলি বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে, তারা আরও নিরাপদ এবং ন্যায়সঙ্গত রেল ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেয়, যা সমস্ত যাত্রীদের জন্য একটি নিরবচ্ছিন্ন এবং ন্যায্য ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে।

পারদের ওঠানামা চলছেই বুধের পর বাড়বে তাপমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি ঃ মহানগরী কলকাতায় তাপমাত্রার ওঠানামা লেগেই রয়েছে, একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জন্য হালকা শীতেই খুশি থাকতে হচ্ছে শহর ও শহরতলিকে। আগামী বুধবারের পর ফের বাড়তে পারে তাপমাত্রা, বুধবার থেকে নতুন পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকবে তাই বাড়বে তাপমাত্রা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী কিছু দিন তাপমাত্রা খুব বেশি কমার অথবা বা।।র সম্ভাবনা নেই। মনোরম ও হালকা ঠান্ডাই থাকবে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৫ ডিগ্রি কম।

মেট্রোতে এনএসজি ড্রিল

লকাতা, ২০ জানুয়ারি ঃ ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (এনএসজি) এর কমান্ডোরা ১৮-১৯ জানুয়ারী, ২০২৫ মধ্যরাতে পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে একটি মক ড্রিল পরিচালনা করেছেন। যেকোনো রাসায়নিক, সন্ত্রাসী বা অন্যান্য আক্রমণহুমকি থেকে মেট্রো প্রাঙ্গণকে রক্ষা করার জন্য এই মক ড্রিল পরিচালনা করা হয়েছিল। এই ধরনের মহড়ায়, এনএসজি কমান্ডোরা যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি অনুকরণ করে এবং তা মোকাবেলা করার জন্য এবং মেট্রো স্টেশন, টানেল বা ভায়াডাক্ট থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাত্রীদের উদ্ধার করার জন্য মহড়া পরিচালনা করে।এই মহড়া পরিচালনার জন্য, একটি পাওয়ার ব্লক নেওয়া হয়েছিল এবং একটি মেধা রেক ব্যবহার করা হয়েছিল। এনএসজি কমান্ডোরা স্টেশনে পৌঁছে এর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন এবং মহড়াটি অনুকরণ করেছিলেন। এই মহড়া মধ্যরাতের দিকে শুরু হয়েছিল এবং ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে চলেছিল। উল্লেখ্য যে ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড এর আগেও মেট্রো প্রাঙ্গণে তাদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য এবং যাত্রীদের উদ্ধার এবং অপরাধীদের ধরার দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য এই ধরনের মহড়া পরিচালনা করেছে।

ভাঙড়ে মেলায় জুয়ার আসর, বন্ধ করতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ

ভাঙড়, ২০ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে জুয়ার আসর বন্ধ করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন পুলিশ কর্মীরা। বাঁশ দিয়ে পেটানো হয় কনস্টেবল এবং সিভিক ভলেন্টিয়ারদের। ভাঙ। থানার অন্তর্গত শাকশহর গ্রামে রবিবার রাতে এই ঘটনা ঘটে। ওই গ্রামে পীরের মেলায় জুয়ার আসর বসেছিল, এমনই অভিযোগ পেয়ে অভিযান চালায় ভাঙ। থানার পুলিশ। অভিযোগ, পুলিশ জুয়ার ঠেক বন্ধ করার পাশাপাশি অভিযুক্তদের ধরতে গেলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে স্থানীয় লোকজন। তখনই ভাঙড় থানার চার পুলিশ কর্মী জখম হন। গত বুধবার থেকে শাকশহরে বাবন পীরের মেলা শুরু হয়েছে। অভিযোগ, সেখানেই জুয়ার আসর বসে। পুলিশ জুয়ার আসর বন্ধ করে, যখন কয়েকজনকে আটক করে গাড়িতে তুলতে যায় তখনই গন্ডগোল বাধে। এই ঘটনায় শাসকদলের স্থানীয় কয়েকজন নেতার নাম জড়ায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। এই ঘটনায় কে বা কারা জড়িত রয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তলবের বিরোধিতা করে হাই কোর্টে মামলা দায়ের আসফাকুল্লার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি ঃ যোগ্যতার চেয়ে বেশি ডিগ্রি দেখিয়ে প্রাইভেটে চিকিৎসার অভিযোগে আর জি করের আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারকে পুলিশ তলব করেছে। সোমবার, বিধাননগর কমিশনারেটে হাজিরার আগেই তলবের বিরোধিতা করে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করলেন আসফাকুল্লা নাইয়া। এদিন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন। তবে মামলার শুনানির সময় এখনও নির্দিষ্ট হয়নি বলেই খবর। গত সপ্তাহে আসফাকুল্লার কাকদ্বীপের বাড়িতে পুলিশের তল্লাশি হয়। পরদিন তাঁকে নোটিস পাঠিয়ে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের তলব ও হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়। ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হলেন আর জি করের জুনিয়র ডাক্তার আসফাকুল্লা।এর আগে ভুয়ো ডিগ্রির অভিযোগে পুলিশি তদন্তের মুখে পড়েছিলেন তিনি। সেই ঘটনা উল্লেখ করে আদালতে জুনিয়র চিকিৎসকের অভিযোগ, একেবারে বেআইনিভাবে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। তিনি ডাক্তারিতে উচ্চশিক্ষা করছেন। তাই ভুয়ো ডিগ্রির অভিযোগ অযৌক্তিক। আসফাকুল্লার দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় থানাগুলিতে মামলা দায়ের হয়েছে। ৩০ জন পুলিশ বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি চালিয়েছে। তাতে আতঙ্কিত পরিবার। এসবের বিরুদ্ধেই আদালতের দ্বারস্থ হলেন আসফাকুল্লা।

পাঁচ দফা দাবি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের

আগরতলা, ২০ জানুয়ারি ঃ ত্রিপুরা সরকার বিভিন্ন সরকারি স্কুল বন্ধ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। রাজ্যের স্কুল কলেজে শিক্ষক সংকট দূর করতে হবে। ব্যর্থ বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প বাতিল করতে হবে। পড়াশোনার খরচ কমানোর জন্য রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়মিত স্টাইপেন্ড প্রদান করতে হবে। এই পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখে সোমবার আগরতলায় যৌথ ভাবে আন্দোলন কর্মসূচি পালন করল বামপন্থী দুটি ছাত্র সংগঠন এসএফআই এবং টিএসইউ।

স্বামীজি বারবনিতাদেরও দক্ষিণেশ্বরে অবাধ প্রবেশের কথা বলে গেছেন

সম্বুদ্ধ দত্ত ঃ স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম ব্যক্তি যিনি বর বার তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় এবং পত্রে নারী শক্তির উন্নতি, অগ্রগতি ও উত্থানে কথা বলে গেছেন। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন উন্নত নারীই হল উন্নত সমাজের ভবিষ্য। তাই নারীকেই তিনি সমাজ ও দেশ অগ্রগতির মূল আধার হিসাবে চিহ্নিত করে গেছেন। ভারতীয় সভ্যাতায় নারী একদিকে যেমন শক্তি ও বীরত্বের প্রতীক অন্যদিকে সেই নারী হল ধাত্রী, ধারন ক্ষমতার আধার। তাই বিবেকানন্দের মুখে বার বার ধ্বনিত হয়েছে নারীশক্তির উত্তরণে কথা। বিবেকানন্দ মনেপ্রাণে চেয়েছেন সমাজের বেড়াজাল ছিন্ন করে সমাজ ও দেশ গড়ার কাজে নারী শক্তিকে এগিয়ে আনতে হবে। ইউরোপের নারীদের অবস্থান দেখে স্বামীজী শুধু মুগ্ধই হননি তার থেকেও তিনি অনেক বেশি অবিভূত হয়ে ছিলেন। অথচ ইউরোপের পাশাপাশি আমাদের দেশের নারীদের সামাজিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে স্বামীজি অন্তর থেকে যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। সিক্ত হয়েছে তাঁর হৃদয় । বিশেষ করে অন্ত্যজ ও সমাজের একেবারে প্রান্তিক শ্রেনীর নারীদের অবর্ননীয় দশা তাঁকে মর্মাহত ও বিচলিত করে তুলেছিল। তিনি দেখেছিলেন তাঁদের জীবন যেন নাগপাশে আবদ্ধ। প্রথমত তাঁরা যেমন হত দরিদ্র, দ্বিতীয়ত অন্ত্যজ শ্রেনীভুক্ত এবং সর্বশেষ ও প্রধান হল তারা নারী। বিবেকান্দ দেখলেন আমাদের পুরুষ শাসিত সমাজ যে নারীকে মাতৃ মূর্তি রূপে পূজা ও বন্দনা করে। আবার সেই নারীকেই নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ করে আন্ধকারে নিমজ্জিত রাখে। বৈদিক ভারতের যে মহীয়সী নারীরা শিক্ষা, শিল্প থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সমাজকে সমৃদ্ধ করেছে সেই নারী শক্তির পশ্চাপদ ভারতের শক্তিকে খর্ব করে এক উদ্যমহীন, শক্তিহীন, দিকভ্রষ্ট জাতিতে পরিনত করেছে। সুতরাং বিবেকানন্দ বললেন, নারী মুক্তি ছাড়া ভারতের মুক্তি সম্ভব নয়। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো মহান ব্যক্তিরা নারী মুক্তির জন্য আন্দোলন ও বিভিন্ন সংস্কার করলেও সমাজের সর্বস্তরে বিশেষ একেবারে সমাজের নিচের অবস্থানে থাকা নারীদের মধ্যে তাঁর প্রভাব কিন্তু বিশেষ পরেনি। সমাজের একটা নির্দিষ্ট উচ্চবিত্ত এবং শিক্ষিত অংশের মধ্যে কেবল সীমাবদ্ধ ছিল। স্বামীজি প্রথমেই সমাজের এই অন্ধকার দিকটিতে আলো সঞ্চারের উদ্যোগী হলেন। এখান থেকেই তিনি শুরু করলেন নারী উত্তরনের পথ। বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে প্রথম শোনালেন, ভারতের নতুন সূর্যদয়ে পুরুষের সঙ্গে নারীকে হয়ে উঠতে হবে সহযোদ্ধা। সমান অধিকারিনী। ভারতবর্ষের মতো দেশে নারী যেখানে পূজ্য , আরাধ্যা দেবী সেখানে নারীর উন্নতি ছাড়া সমাজ ও দেশের কখনও উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। এর জন্য সবার আগে চাই শিক্ষা। কেবলই শিক্ষা। বিশেষ করে সবার আগে চাই নারী শিক্ষা। তাই স্বামীজি প্রথমেই বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। এবং এই কাজের জন্য নিযুক্ত করলেন ভগ্নী নিবেদিতাকে। স্বামীজি এমন এক জগৎ দেখতে চেয়ে ছিলেন যেখানে নারী তাঁকে উকর্ষতার চরম শিখরে নিয়ে যাবে। নিজের শক্তি ও যোগ্যতা দ্বারা নারী সমাজের প্রতিটি স্তরে উপযোগী হয়ে উঠবে । স্বামী বিবেকানন্দের চোখে ভারতীয় নারী একদিকে যেমন সে শক্তিস্বরূপা, তেমনি অন্য দিকে সে হল লক্ষী এবং সরস্বতী। স্বামীজি মনু থেকে উদ্ধৃতি করে শুনালেন, যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যেখানে নারী পূজিত হন, সেখানে দেবতারাও আনন্দিত হন । একটা সমাজ ও জাতি কতটা উন্নত তা বুঝতে গেলে সেই সমাজের নারীর অবস্থান ও তাদের ভূমিকা দেখতে হবে। ইউরোপের নারীদের দেখে স্বামীজি বুঝে ছিলেন ইউরোপের উন্নতির অন্যতম প্রধান কান্ডারী হল সেখানকার নারীশক্তি। প্রতিটি পরিবারের নারী যদি শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয় তবে তাদের ছায়ায় বেড়ে ওঠা সন্তানও সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উন্নত মানুষ তৈরি হবে। যার প্রতিফল ঘটবে জীবনেন সর্ব স্তরে। তৈরি হবে উন্নত পরিবার। উন্নত সমাজ এবং উন্নত জাতি। পরিশেষে যা দেশকে সমৃদ্ধ করবে। স্বামীজি দেখেছিলেন গোটা ইউরোপ ভারতীয় সমাজ ও নারীদের সম্পর্কে নানা অদ্ভুত ও বিভ্রান্তি মূলক ধারনা পোষণ করে। এই ধারনা গুলো তিনি ভাঙতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে স্বামীজি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন ভারতীয় শিক্ষায় ও চেতনায় সমৃদ্ধ সংস্কার মুক্ত বিদুষী মহিলারা যেন ইউরোপ ও আমেরিকায় বৈদিক ভারতকে তুলে ধরে। ভারতীয় নারীর মধ্যে স্বামীজি এমন এক অন্ত নিহিত শক্তি দেখেছিলেন যা তাঁরা গোটা ইউরোপকে নতুন পথ দেখাতে পারবে। সেই সঙ্গে ভারতীয় নারী শক্তির যে বিশ্বকে জয় করার যে ক্ষমতা আছে তাও তিনি বার বার স্মরন করে দিয়েছিলেন। এই কাজের জন্য স্বামীজি সরলাবালা দেবীকে বিশেষ ভাবে অনুরোধে করেছিলেন । এই সরলাদেবী ছিলেন জোড়াসাকো ঠাকুর বাড়ির কন্যা। যিনি ব্রাহ্ম পরিবার ও পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েও ভারতের সনাতন বৈদিক ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এবং নিবি। ভাবে বৈদিক ধর্মের অমৃত ধারাটি অনুভব করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যুগ যুগ ধরে ভারতের মুনি ও ঋষিরা কঠোর সাধনার মধ্যে দিয়ে মানব মুক্তির যে পথ দেখিয়ে গেছে সেটাই হল সমগ্র মানব জাতির কল্যান ও মুক্তির শ্রেষ্ঠ পথ। স্বামীজি পত্র মারফত সরলাদেবীকে লিখেছিলেন, - ' সারা পাশ্চাত্য দেশে চলছে নারীর রাজ্য, নারীর বল এবং নারীর প্রভুত্ব। এখানে আপনার মতো তেজস্বিনী বিদুষী এবং বেতান্তজ্ঞা নারী যদি ইউরোপে আগমন করেন , আমি নিশ্চিত এক এক বছরে অন্তত দশ হাজার ইউরোপীয় নরনারী ভারতবর্ষের ধর্ম গ্রহন করিয়া কৃতার্থ হইবে।

পরিত্যক্ত শৌচাগারে লুকিয়েও শেষরক্ষা হল না, ডোমকলে পুলিশের উপর হামলায় গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, ডোমকল, ২০ জানুয়ারি ঃ নানান জায়গা বদল করেও পার পেল না। রবিবার রাতে অবশেষে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল পলাতক আসামি রানা শেখ। মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানা এলাকা থেকে তাঁকে পাকড়াও করা হয়। ডোমকলে পুলিশের উপর হামলা ও চুরির অভিযোগে মূল অভিযুক্ত এই রানা। আসামিকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পর থেকেই অ্যাকশন মোডে পুলিশ চলে গিয়েছিল। গতকাল তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী হাফিজুল শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাতেও একইভাবে তল্লাশি চলে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে রানার খোঁজ আসে। সেই সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তকারীরা সাগরপাড়ার নওদাপাড়া এলাকায় হানা দেন। ডোমকল ও সাগরপাড়া থানার টিম যৌথভাবে এই অভিযান চালায়। পুলিশের থেকে বাঁচতে রানা শেখ একটি পরিত্যক্ত শৌচাগারে লুকিয়েছিলেন। কিন্তু এবার আর পালানো সম্ভব হয়নি। জানা গিয়েছে, গত তিনদিন ধরে রানা পুলিশের চোখে ধুলো দিতে একাধিক জায়গা বদল করছিলেন। ঘটনার পর থেকেই আশপাশের

এলাকায় কড়া নজরদারি রেখেছিল পুলিশ। আজ সোমবার ধৃতকে আদালতে তোলা হবে। ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের আর্জি জানানো হবে বলে খবর। মারধর করে পুলিশ হেফাজতে থাকা আসামিকে ছিনতাই করার পরিকল্পনা কার? পালিয়ে কোথায় এই কদিন গা ঢাকা দিয়েছিলেন রানা? তাঁকে কারা সাহায্য করছিলেন? সেসব প্রশ্নের উত্তর চাইছে পুলিশ। ১৫ জানুয়ারি বুধবার রাতে ডোমকল থানার এসআই রানাপ্রতাপ সেনগুপ্ত, ছয়জন পুলিশ কর্মী সহ, পুলিশ হেফাজতে থাকা আসামি সোহেল রানা ওরোফে রানা শেখকে নিয়ে তাঁদের আলিনগর গ্রামের ঘাটপা।ায় গিয়েছিলেন। পুলিশের উদ্দেশ্য ছিল, তার হেফাজত থাকা চুরির জিনিসপত্র উদ্ধার করা। কিন্তু পুলিশের গা।ি সেখানে পৌঁছতেই রানার পরিবারের লোকজন ও পরিজনেরা হাঁসুয়া, লাঠি নিয়ে আক্রমণ করেন। রানাকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ছিনতাইকারীদের বাঁধা দিতে গেলে এসআই রানাপ্রতাপ সেনগুপ্ত জখম হন। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ রবিবার বিকেল পর্যন্ত পাঁচজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনার দিন রাতেই পুলিশকে মারধরের ঘটনায় রায়পুর পঞ্চায়েতের সদস্য তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান মিনা বিবি-সহ চারজন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৫২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৬ মাঘ, ১৪৩১

জঙ্গি নেতা হাফিজ সইদের দশ বছর কারাদণ্ড

মুম্বই হামলার মূল চক্রী হাফিজ সইদকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য দশ বছরের কারাদণ্ড দিল পাকিস্তানের একটি আদালত। পাকিস্তান এর আগে বহুবার হাফিজ সইদকে জঙ্গি না বললেও তার ওপরে কড়া নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু হাফিজকে সরাসরি জঙ্গি বলতে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেনি পাকিস্তান। লাহোরের সন্ত্রাস দমন আদালত দুটি মামলায় হাফিজসহ জামাত উদ দাওয়ার চার নেতাকে কারাদন্ডের আদেশ দিল। হাফিজ সহ তার দুই ঘনিষ্ঠ শাগরেদ জাফউর ইকবাল ও ইয়াহিয়া মুজাহিদকে সাড়ে দশ বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল। এমনকী হাফিজের আত্মীয় আব্দুল রহমান মাক্কিকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিল। এর আগে ফেব্রুয়ারিতে হাফিজ ও তার কয়েকজন শাগরেদকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে অর্থ সাহায্য করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ওপরে ভিত্তি করে তাদেরকে এগারো বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তার ফলে এখন লাহোর কারাগারে দিন কাটাচ্ছে হাফিজ সইদ। আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছিল হাফিজকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে। পাকিস্তান সরকার হাফিজকে গ্রেফতার করতে সময় নিচ্ছিল। কারণ পাকিস্তানে জঙ্গিরা খুবই সক্রিয়। এই জঙ্গিরা যেভাবে প্রকাশ্য রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় এবং পাক প্রশাসনের হুমকিকে কোনও তোয়াক্কা করে না। জঙ্গিদের পাকিস্তান সেনারা পর্যন্ত ভয় পায়। জঙ্গিদের দমন করার চেষ্টা করেছিল পাক সেনারা। তার ফলে একটি পাকিস্তানের সেনা স্কুলে জঙ্গিরা হানা দিয়ে সেনাদের বহু সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা করে। তারপর থেকে সেনারা জঙ্গিদের ব্যাপারে কোনও রকমভাবে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। তারা তাদের পরিবারকে রক্ষা করার স্বার্থের কথা চিন্তা করে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কোনও রকম কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না। ফলে পাকিস্তানে জঙ্গিদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাকিস্তানে জামাত-ই-ইসলাম থেকে শুরু করে তালিবানরাও সক্রিয়। বিশেষ করে পাক এবং আফগান সীমান্তে তালিবানরা রাজত্ব করে। সেখানে পাক প্রশাসনের কোনও ভূমিকা নেই। পাকিস্তান প্রশাসন সব জেনেও চুপ করে বসে থাকে। তাদের হাতপা বাধা হয়ে গিয়েছে। তারা কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে

সম্পাদকীয়

পারে না তালিবান জঙ্গিদের ব্যাপারে। এমনকী এই সব জঙ্গি সংগঠনগুলো বহু মাদ্রাসা চালু করেছে। সেখানে মৌলবাদী ধর্মীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। এই সব মাদ্রাসা হচ্ছে জঙ্গিদের আঁতুর ঘর। জঙ্গি তৈরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বলা যেতে পারে। জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। পাকিস্তানে একটি সময়ে জঙ্গিরা সমান্তরাল শাসন ব্যবস্থা চালু করে দিয়েছিল। যদিও ওখন বেশ খানিকটা তাতে ভাটা পড়েছে। কিন্তু একেবারে উবে যায় নি। সময়ে সময়ে জঙ্গি তৎপরা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আজও পাক আফগান সীমান্ত এলাকায় কোনও মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার অধিকার নেই। সেখানকার মেয়েরা প্রকাশ্য রাস্তায় বের হতে পারে না। নারীদের ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই একেবারে বলা যেতে পারে। পাকিস্তানে মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধনী পবিরারের ছেলে মেয়েরা বিদেশে গিয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ পায়। বাকিরা স্থানীয় স্কুল কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করে। পাকিস্তানে উদায় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন না থাকার ফলে সেখানকার মানুষেরা শিক্ষাদীক্ষায় পারদর্শিতা অর্জন করতে পারছে না। ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন সেখ ানে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। মৌলবাদী শিক্ষার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হচ্ছে। পাকিস্তানের এই জঙ্গি তৎপরতাকে বজায় রাখার জন্য খ ুব গোপনে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে অর্থ এসে হাজির হচ্ছে। সেখ ানকার মৌলবাদী নেতারা ধর্মীয় আচ্ছাদনের ওপরে ভিত্তি করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে চালু রেখেছে। পাকিস্তানে শিক্ষা হার সবচেয়ে পিছিয়ে। বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরে কোনও জোর দেওয়া হচ্ছে না। আন্তর্জাতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে পাক প্রশাসন সন্ত্রাসে আর্থিক মদতদাতা হাফিজকে গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু গ্রেফতার করলেও তাকে সাজা দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা আগে গ্রহণ করা হয়নি। হাফিজ সইদ বলেছিল তিনি দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্যই সংস্থা তৈরি করেছেন। তার সংস্থা গরিবদের আর্থিক সাহায্য করা হয়। বহু গরিব পরিবারকে অর্থ সাহায্য করে থাকে হাফিজ সইদ। কিন্তু আন্তর্জাতিক রিপোর্ট দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে হাফিজ বেশ কয়েকটি সংস্থা তৈরি করেছে। এই সংস্থার কাজ হচ্ছে যে বিধর্মী সংস্থাগুলোর ওপরে আক্রমণ করা। বিশেষ করে ভারতের ওপরে সন্ত্রাসবাদী হামলার মদত দেওয়া। হাফিজ এবং তার শাগরেদের বিরুদ্ধে প্রায় একচল্লিশটি মামলা হয়েছিল। পাকিস্তানের সন্ত্রাস দমন শাখা এই মামলা করে। তার মধ্যে মাত্র চারটি মামলার রায় বের হয়েছে। আদালত প্রতিবারই হাফিজকে নির্দোষ বলে স্বীকার করেনি। তাকে কারাগারে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আদালত। ফলে হাফিজ একন কারগারে রয়েছে। এদিকে আমেরিকা হাফিজকে আন্তর্জতিক জঙ্গি তালিকা ভুক্ত করে ফেলেছে। হাফিজ যে এখন বড় ধরনের জঙ্গি নেতা সেটা আমেরিকার মনে করছে। পাকিস্তানের ওপরে আমেরিকা চাপ বাড়াতে শুরু করে দিয়েছে। জঙ্গিদের আর্থিক সাহায্য করার সমস্ত চেন লাইন কেটে দেওয়ার কথা বললেও পাকিস্তান তা শুনতে একেবারে নারাজ। পাক প্রশাসন জঙ্গিদের বেশি করে ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে। কারণ যে কোনও সময়ে পাকিস্তানের ভিতরে জঙ্গি সন্ত্রাস সৃষ্টি করে দিতে পারে। তার ফলে পাকিস্তানের স্বাভাবিক প্রশাসনিক কাজকর্ম ব্যাহত হতে পারে। এমনকী সেনা বিদ্রোহ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাকিস্তানের সেনা বিভাগের মধ্যে বহু কর্তা ব্যক্তিরা রয়েছেন যারা জঙ্গিদের গোপনে সমর্থন করেন এবং আর্থিক সাহায্য দেন। পাকিস্তানের অধিকাংশ ধনীরা এই জঙ্গি সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা করে থাকেন। তার একটি মাত্র কারণ শান্তিতে বসবাস করার অধিকার অর্জন করা।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

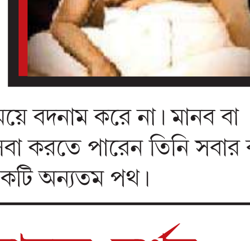

ঠাকুর বলতেন, আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি। সেই কারণে প্রতিটি সন্তানরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে মানব সেবা করা। মানব সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত মানব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। মানব বা প্রাণী সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। সেবা হচ্ছে ঈশ্বর সাধনার একটি অন্যতম পথ।

স্বামী বিবেকানন্দ-দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির পুজারি ছিলেন। তিনি শক্তির আরাধনা করতেন। সেই কারণে তিনি যুব সমাজকে শক্তি অর্জন করার কথা বলতেন। আর তাঁর গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সব সময়ে নিজের মুখ দিয়ে মা ভবতারিণীর বাণী প্রচার করতেন। মুখ দিয়েই সবাইকে ধর্ম কথা শোনাতেন। তিনি কোনও দিন লিখে কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না। নিজের মনের কথাকে ঠাকুর বলতেন অন্তর দিয়ে। ভক্তি দিয়ে। তাঁর কথাকে লিখে নিতেন মহেন্দ্র গুপ্ত। তিনি সব সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর কাজই ছিল ঠাকুর যা বলছেন তা লিখে নেওয়া। ঠাকুরের সেই কথাগুলো পরবর্তীকালে একসঙ্গে প্রকাশিত হল বই আকারে। সেই বইয়ের নামকরণ হল 'রামকৃষ্ণকথামৃত'। এই বইটাকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জীবন দর্শন বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের দিব্য দর্শনের চিত্রও দেখতে পাওয়া যায়। জীবনের অতি সাধারন কথার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর তত্ত্ব কথাকে ব্যাখ্যা করেছেন। ঠাকুরের দর্শন মেনে চললে জীবনে মোক্ষ লাভ হয়। মানব প্রেম হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। এর মতো মহান কাজ আর নেই। এটা যিনি করতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠ। তিনিই পরম পুরুষ। তিনি মহামানব।

'ওয়ার এন্ড পিস' এবং 'আনা কারেনিনা' বইয়ের লেখক লিও টলস্টয় কেমন ছিলেন

কৌশিক দাস 'ওয়ার এন্ড পিস' এবং 'আনা কারেনিনা' বইয়ের লেখক লিও টলস্টয় আমাদের সবারই পরিচিত। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮২৮ সালে রাশিয়ার এক অভিজাত পরিবারে। তার আসল নাম লেভ নিকোলায়েভিচ টলস্টয়। লিও টলস্টয়কে সর্বোকালের সেরা লেখক হিসেবে বিশ্বব্যাপি স্বীকৃতি দেওয়া হয়। উপরে উল্লেখিত বই দুইটি তার অনন্য সৃষ্টি। এই বই দু'টি বিশ্বব্যাপী সাফল্য পাওয়ার পর তরুণ বয়সেও উগ্রতার চর্চা করেন নি। এমনকি আধ্যাত্মিকতার চর্চা বা নৈতিক কোন দর্শন না দাঁড় করিয়ে তিনি বরং বেছে নিয়েছেন সাধারণ জীবনযাপন এবং শান্তিবাদ। যা তার হাজারো ভক্তকে উৎসাহী করেছে, এদের মধ্যে রয়েছেন মহাত্মা গান্ধী এবং মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র।

বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন যেমন তার আত্মজীবনীতে ১৩ টি গুণের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তেমনি টলস্টয়েরও ছিল নিয়মের তালিকা। কীভাবে তিনি জীবনযাপন করবেন, কী করবেন আর কী করবেন না এ বিষয়ে স্পষ্ট নীতিমালা ছিল তার। সেগুলোর অনেক কিছুই অবশ্য এখনো মানুষের দৈনন্দিন চর্চায় সন্নিবেশ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়। যেমন- পরিমিত খাওয়া, ১০ টায় ঘুমাতে যাওয়া এবং ৫ টায় ঘুম থেকে ওঠা, মিষ্টি খাবার এ।য়ি যাওয়া ইত্যাদি। নিজের খারাপ দিকগুলোকেও অদ্ভুতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন তিনি। যেমন, ব্রথেলে মাসে ২ বারের বেশি যেতেন না। জুয়া খেলা নিয়ন্ত্রণ করতেন। কিশোর বয়স থেকে তিনি একটি পত্রিকা রাখতেন। নাম ছিল Journal of Daily Occupations। তিনি চাইতেন তার প্রতি মিনিটের হিসেব রাখতে। কীভাবে তিনি দিন পার করেছেন তা লিখতেন এবং একইসাথে পর্যালোচনা করতেন, কীভাবে দিনটি যেতে পারত! এতেও শান্তি না হলে তিনি নিজের ব্যর্থতার একটা তালিকা তৈরি করতেন। এরপরও তিনি গান শোনা বা কার্ড খেলার সময় পেতেন।

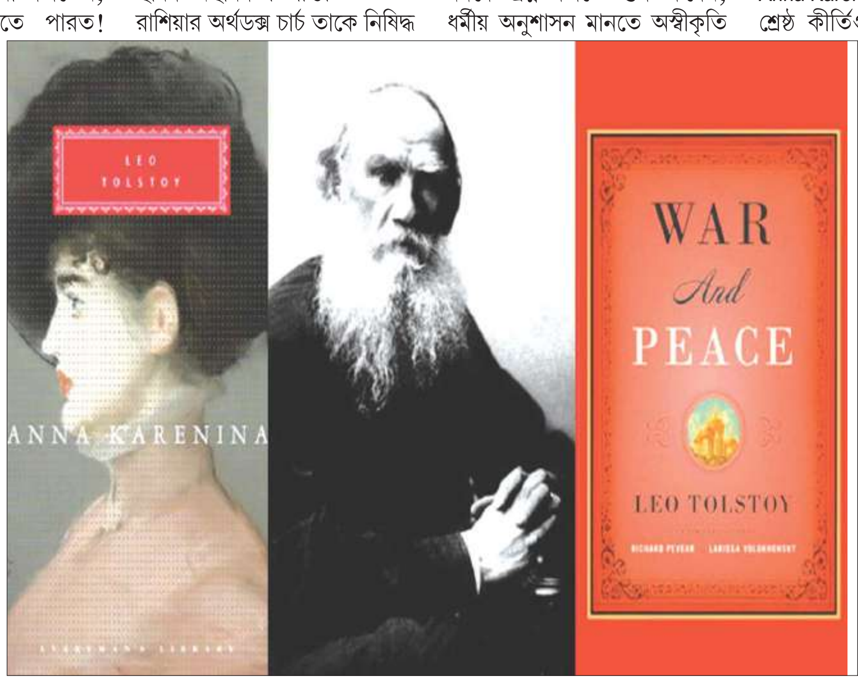

'ওয়ার এন্ড পিস' লিখতে সাহায্য করেছিলেন তার স্ত্রী সোফিয়া

দেখা হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই ১৮ বছর বয়সি সোফিয়াকে বিয়ে করেছিলে ৩৪ বছর বয়সী টলস্টয়। সালটি ছিল ১৮৬২। টলস্টয় তখন 'ওয়ার এন্ড পিস' লেখা শুরু করেছেন। প্রথম ড্রাফটটি শেষ করেন ১৮৬৫ সালে। এরপর সোফিয়া তার ড্রাফটটি গুছিয়ে লেখার ভার নেন। তিনি হাতে লিখতেন, প্রয়োজনে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখে নিতেন, পরীক্ষা করতেন টলস্টয়ের প্রতিটি কাটাকাটি বা এলোমেলো অক্ষর। পরবর্তী ৭ বছর সময় নিয়ে তিনি লেখাটির পরিচ্ছন্ন কপি তৈরি করেন। এজন্য কোন কোন অংশ তিনি ৮ বার লিখেছেন। আবার কোনটা লিখেছেন ৩০ বারও। সোফিয়া জন্ম দিয়েছেন ১৩টি শিশুর এবং একই সাথে দেখাশোনা করতেন ব্যবসা এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি।

রাশিয়ার অর্থডক্স চার্চ তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আনা কারেনিনা লেখার পর জীবন সম্পর্কে টলস্টয়ের ভাবনার ব্যপক পরিবর্তন ঘটে। ১৮৭০ সাথে আনা কারেনিনা প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে তিনি তার অভিজাত পরিবার এবং বিপুল সহায় সম্পত্তি নিয়ে বিব্রত বোধ করতে থাকেন। আধ্যাত্মিক অনুশাসনের সংকট তাকে বাধ্য করে নিজের বিশ্বাসের প্রতি প্রশ্ন করতে। ধর্মীয় নিয়মকানুনগুলোর মধ্যে তিনি নানাবিধ সমস্যা দেখতে পান। যিশুখ্রিষ্টের শিক্ষা তাকে আর সন্তুষ্ট করতে পারে না। টলস্টয় ধর্মকে প্রশ্ন করতে শুরু করেন, ধর্মীয় অনুশাসন মানতে অস্বীকৃতি জানান। রাষ্ট্রের নিয়মের ত্রুটি তুলে ধরেন। এই সবকিছু তাকে রাশিয়ার দুই সবচেয়ে ব। রাজনৈতিক শক্তির চক্ষুশূল করে তোলে। ফলে ১৯০১ সালে রাশিয়ার অর্থডক্স চার্চ তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তোমার ধর্ম সম্পর্কে আমাকে কিছু বলার দরকার নেই তোমার কাজের মধ্যে তা আমি দেখতে চাই। এই কথাটি যিনি বলেছিলেন, তারা নাম লিও টলস্টয-বিশ্বসাহিত্যের এক মহান নাম। রাশিযার এই মহান ঔপন্যাসিক এবং দার্শনিকের লেখা উপন্যাস War and Peace এবং Anna Karenina আজও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলোর অন্যতম বলে বিবেচিত। বাস্তববাদী সাহিত্যের একজন অগ্রগণ্য পথিকৃ হিসেবে তার অবদান অপরিসীম। তবে শুধু সাহিত্যিক প্রতিভার জন্যই নয়, টলস্টয় স্মরণীয় তার জীবনের দর্শন এবং মানবতার প্রতি অগাধ ভালোবাসার জন্য। ধনসম্পদ, আরাম-আয়েশের জীবন, সবকিছু তিনি ত্যাগ করেছিলেন। তার বিশ্বাস ছিল, গৃহহীনদের জন্য আশ্রয় এবং ক্ষুধার্তদের জন্য খাবার নিশ্চিত করাই মানবতার প্রকৃত সেবা। তার জীবন ছিল এক জীবন্ত উদাহরণ যে, প্রকৃত সুখ খুঁজে পাওয়া যায় ত্যাগের মধ্য দিয়ে। লিও টলস্টয. ১৮২৮ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর রাশিয়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বিলাসী জীবন তাকে কখনো টানেনি। বরং জীবনের গভীর অর্থ খুঁজে পাওয়ার তাগিদে তিনি আত্মনিবেদন করেছিলেন সাহিত্য, দর্শন, এবং মানুষের কল্যাণে। ১৯১০ সালের ২০শে নভেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন। কিন্তু তার রচনা এবং আদর্শ আজও মানুষের মননে অমর হয়ে আছে। টলস্টয়ের লেখা শুধু কাহিনি নয়.তার রচনাগুলোতে নৈতিকতা, ন্যায়বোধ, এবং মানবিকতার গভীর প্রশ্ন উঠে এসেছে। মানুষ কিভাবে নিজের জীবনের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে বৃহত্তর কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারে, তার প্রতিফলন দেখা যায় তার রচনায়। তিনি বলতেনঃ যদি তুমি নিজের কষ্ট অনুভব করো, তবে তুমি জীবিত। কিন্তু যদি তুমি অন্যের কষ্ট অনুভব করো, তবে তুমি প্রকৃত মানুষ। টলস্টয়ের প্রভাব শুধুমাত্র সাহিত্য জগতে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক এবং দার্শনিক। তার অহিংস প্রতিরোধের দর্শন এবং সরল জীবনের আদর্শ মহাত্মা গান্ধী ও মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের মতো নেতাদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। গান্ধী নিজেই একাধিকবার বলেছেন, টলস্টয়ের আদর্শ তার জীবনে এক বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। টলস্টয়ের জীবন ও কাজ আমাদের শেখায়. যে মানবতার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করা কতটা মহ। তিনি দেখিয়েছেন, জীবনের প্রকৃত সার্থকতা পাওয়া যায় অন্যের জন্য কিছু করার মাধ্যমে। টলস্টয় শুধু একজন সাহিত্যিক নন তিনি মানবতার একজন পথপ্রদর্শক।

সশস্ত্র সংগ্রামে ভারতের স্বাধীনতা আনার উদ্যোগ গ্রহণ নেন রাসবিহারী বোস

রবীন্দ্রকুমার শীল ১৯১৪ সলে রাসবিহারীকে এই সর্বভারতীয় বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সর্বাধিনায়ক বলে গ্রহণ করা হল। ঢাকার অনুশীলন সমিতির সদস্য এবং চন্দনগরের মতি লাল রায় বেনারস গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে শুরু করে দিলেন। শচীন্দ্রনাথ তাঁর 'বন্দি জীবন' গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড) ১৯১৩ সালের সর্বভারতীয় ঐতিহাসিক বিপ্লবী অভ্যুত্থানের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, উত্তর ভারত, দিল্লি, বেনারস চন্দননগর, ঢাকা সবাই সক্রিয় থাকবে ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে। বাংলার অন্যান্য বিপ্লবী দল এ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি। রাসবিহারী তাঁর কাজ করতে শুরু করে দিলেন। জার্মান থেকে অস্ত্র আসার অপেক্ষায় না করে তিনি ব্রিটিশ সেনা বিভাগে ভারতীয় সেনাদের জাতীয় জাগরণ প্রচেষ্টা করতে শুরু করে দিলেন। নরেন সেন ১৯১২ সালে অনুশীলন সমিতির কেদারেশ্বর গুহকে জার্মান পাঠিয়ে ছিলেন ভারতীয় বিপ্লবীদের অস্ত্র এবং আর্থিক সাহায্য আদায় করতে। ১৯১৪ সালে তিনি আমেরিকা থেকে ফিরে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন। তাঁর কলকাতার বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের বন্ধু ধীরেন সরকার বার্লিন-ভারত কমিটির একজন সংগঠক, কেদারেশ্বর গুহকে খবর দিলেন যে জার্মান সরকারের সঙ্গে কথা হয়েছে তারা অস্ত্র পাঠাবে। অনুশীলন সমিতির নেতা অনুকূল চক্রবর্তীর চিঠি নিয়ে রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করলেন কেদারেশ্বর গুহ। তাঁর সঙ্গে গঙ্গা বক্ষে গোপন আলোচনা করে রাসবিহারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে তিনি যে জার্মান থেকে অস্ত্র আসার খবর পেলেও তিনি কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা থেকে সরে যাচ্ছেন না। তিনি যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা চালিয়ে যাবেন। ইতিমধ্যে অস্ত্র আসার খবর বেনারস থেকে চন্দননগরে গিয়ে উপস্থিত হল। পাঞ্জাব ত্যাগ করে রাসবিহারী অনুকূল চক্রবর্তী এবং নগেন দত্ত (গিরিজাবাবু) সঙ্গে আলোচনায় বসলেন বেনারসের হরিশচন্দ্র ঘাট রোডের বাড়িতে। সেখানে পিংলে এবং করতার সিং উপস্থিত ছিলেন। রাসবিহারী অনুকূলকে নির্দেশ দিলেন যে বাংলার সর্বত্র এবং ঢাকায় বেনারস রেজিমেন্ট সেনাদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। গিরিজাবাবু কলকাতার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং অনুকূল চক্রবর্তী ঢাকার দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুতি নিলেন। খবর গেল কলকাতা, মালদা, কোচবিহার, দিনাজপুর, রাজশাহী ইত্যাদি এলাকায় পুলিশ ফাঁড়ি এবং ট্রেজারি ভবনগুলিতে সমানভাবে আক্রমণ চালাতে হবে। মুসলমানাপাড়া বোমা কাণ্ডের পর প্রফুল্ল কুমার বিশ্বাস পাটনায় গিয়ে দানাপুর ক্যান্টমেন্টে গিয়ে সেনাদের উস্কানি দিতে শুরু করলেন। রাসবিহারী বাংলার বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখপোধ্যায়কে আমন্ত্রণ করলেন। সঙ্গে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম এন রায়) এবং অতুল কৃষ্ণ ঘোষ। রাসবিহারী সব পরিকল্পনা খুলে বললেন যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির সমানে এবং রাসবিহারী বলেন, যতীন্দ্রনাথ যেন বাংলার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রাসবিহারী পাঞ্জাবের দায়িত্ব গ্রহণে করে মুলা সিংকে নিয়ে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করবেন। ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি অমৃতসরে এসে উপস্থিত হলেন রাসবিহারী এবং চক বাবা অটলে অবস্থিত মুসসামত অত্রি'র বাড়িতে গোপনে বসবাস করতে শুরু করলেন। সেখানে সন্ত গুলাব সিং ধর্মশালায় বিপ্লবী সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হলেন রাসবিহারী। অমৃতসরে এসেই রাসবিহারী দ্রুত বোমা নির্মাণ করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অমর সিং এবং তাঁর সহযোগী রাম শরণ দাস বোমা তৈরির কাজ শুরু করে দিলেন। তিনি আবার বেনারসে একজনকে পাঠালেন সেখানে টিনের মধ্যে রাখা বোমা নিয়ে আসতে। ঝাবেওয়ালাতে বোমা কারখানা তৈরি হল। তবে পরে উঠে গিয়েছিল লোহাতবাড়িতে। এই সময়ে অর্থের প্রয়োজনে রাজনৈতিক ডাকাতি করতে শুরু করে দিয়েছিল বিপ্লবীরা। ঝানির, রাবহন, সাহনেওয়াল এবং মনসুরান এলাকায় ছাব্বা ডাকাতির মতো কাজ শুরু করে দিতেই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ করতে হল। তারিখটা ছিল ফেব্রুয়ারি মাসের ২-৩, ১৯১৫ সাল। রাসবিহারী ফেব্রুয়ারি মাসের ২ তারিথে ১৯১৫ সালে অমৃতসর থেকে লাহোরে সদর দফতর নিয়ে গেলেন। রাসবিহারী লাহোরকে বেশি পচ্ছন্দ করেছিলেন তার একটি মাত্র কারণ হল সেখান থেকে জলন্ধর, বান্নু, কোহাট, রাওয়ালপিণ্ডি, পেশোয়ার, ঝেলুম, কাপুরথালা, ফিরোজপুর, মেরুট, আম্বালা প্রভতি এলাকায় ভারতীয় সেনাদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হবে। বিপ্লবী অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণকারীর ব্যবস্থা চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পরে রাসবিহারী ১২ ফেব্রুয়ারি ঘোষণায় বলবেন যে ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা থেকে পেশোয়ার সর্বত্র ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করা হবে। ত্রিবর্ণ পতাকা - হলুদ (শিখ), লাল (হিন্দু) এবং নীল (মুসলমান)। প্রতিটি ক্যান্টনমেন্টে এই বার্তা পৌঁছে গেল যে একই দিনেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন প্রস্তুত থাকত হবে ভারতীয় সেনাদের। 'দ্য সেডিশন কমিটির রিপোর্ট ১৯১৮ সাল'তে দেখতে পাওয়া গেল যে ''Rash Behari went to Lahore and "sent our emissaries to verious cantoments in Uper India to procure military aid for the appointed day. He also tried to organize the collection of gangs of vellegers to take part in the rebellion. Bomb were prepared; arms were got together; flags were made ready; a declaration of war drawn up; instruments were collected for destroying the railways and telegraph wires. In the mean time, however, in order to raise funds for the financing of the enterprise, some punjab revolutionaries had committed various decoities (Two Great Indian Revolutionaries -Rash Behari Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-130" মিয়ান মির ক্যান্টনমেন্ট থেকে সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হবে। তারপরে লাহোরে প্রথম অভ্যুত্থান শুরু হবে। ফিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি থেকে শুরু করে জব্বলপুর এবং বেনারস সহ বাংলা সহ অঞ্চলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। পাঞ্জাবের ২৩ ক্যাভালরি প্রথম ব্রিটিশ প্রতিবাদে অংশ নেবে ২১ ফেব্রুয়ারিতে। 'দ্য সেডিশন কমিটির রিপোর্ট'তে দেখা পাওয়া গেল যে ''at least two or three revolutionaries in Eastern Bengal were on 8th February aware of what was in contemplation, and were arranging for a rising at Dhacca if if Shikh materialised" কিন্তু সেনা অভ্যুত্থান হল না। ভেঙে গেল সব কিছু। বিপ্লবী কৃপাল সিং একজন পুলিশের গুপ্তচর ছিলেন। সে গদর দলের হয়ে কাজ করতো। সেনা অভ্যুত্থানের তারিখ জানা মাত্র সে কম্যান্ডিং অফিসার লিয়াকত হায়াত খানকে খবরটা পৌঁছে দিল। সে লাহোর স্টেশন উপস্থিত হয়ে এক ব্রিটিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা করে ২১ ফেব্রুয়ারি কথা বলে কৃপাল সিং। স্টেশনে এক সাহেব অফিসারের সঙ্গে কথা বলায় তাঁকে সন্দেহ করতে করলো বিপ্লবীরা। এদিকে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল সেই খবর পেয়েই রাসবিহারকে জানান। কিন্তু রাসবিহারী পরিস্কার করে বলে দিলেন, এখন আর পিছানোর কোনও সময় নেই। তারচেয়ে বরং দুইদিন আগে এগিয়ে নিয়ে আসা যাক সেনা অভ্যুত্থানটা। সিদ্ধান্ত হল ২১ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে ১৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ বিরোধী সেনা অভ্যুত্থান ঘটবে। এই বার্তা তিনি দ্রুত সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া হল। পাঞ্জাবের ২৩ ক্যাভালরি, ২৬ তম পাঞ্জাবি সেনা দল, ৭ ম রাজপুত সেনা দল এবং জাঠ অস্ত্রধারী, স্বদেশি সেনারা সজাগ হল। কিন্তু ব্রিটিশ বিরোধী সেনা অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার আগেই স্বদেশি সেনাদের ব্রিটিশ সেনারা ঘিরে ফেলল। তখন মোচি গেট হউসে বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত রাসবিহারী। সেই সময়ে ব্রিটিশ পুলিশ এবং গোয়েন্দারা সেখানে উপস্থিত। পিংলে, শচীন্দ্রনাথ এবং করতার সিং গা ঢাকা দিতে দিললেন। রাসবিহারী বোস পাঠান সেজে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পিংলেকে সঙ্গে নিয়ে বেনারসের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন। পিংলে মেরুটে নেমে গেলেন। 'দ্য সেডিশন কমিটি' সেখানে লেখা রয়েছে রিপোর্ট বলছে 'The success attained was extremely small, but the seed sown must have caused some tradegies had not the plan for a concerted rising on the 21st of Febraury been nippe in the bud.গদর দলের সব সদস্যকে গ্রেফতার করা হল যার ফলে ভারতে গদর আন্দোলনের পরিসমাপ্তি। কী ঘটেছিল তা সবিস্তারে লেখা হয়েছে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা রায়ের পাতায়। It is interesting to read what the Judgment in the Lahore Conspiracy Case said about the collapse of the movement: " On 15th February, when there was a large meeting in Lahore he (Kripal Sing) had wired to Liaqat Hyat Khan to come up from Amritsar to arrest the gathering. The wire was delayed and the police arriving late at Lahore were met by Kripal Singh at the station, and he told them it was too late." Meanwhile his secret manipulation was seen through and the contemplated rising was ante-date the 19th. Then the Judgment continue : " Kripal Singh found this out on his return from Dadhir and told the Amritsar police who were in Lahore waiting for a raid on the morning of the 19th. " He remained in Mochi Gate House throughout the 19th waiting for the leaders to essamble before the giving a signal to the police, but by the afternoon, though the principal leaders had not collected having reason to believe those present intended to murde him he gave a pre-arranged signal to the police. The house was raided, some of the revolutionists captured and the centre of organization was broken. Rash Behari Bose appears to have fled, others of the revolulionists disappeared, others from time to time have been arrested."

ভারতীয় ফুটবলে থ্রি মস্কেটিয়ার্স- বলরাম, পিকে এবং চুনী

ভারতীয় ফুটবল জগতে থ্রি মস্কেটিয়ার্স- বলরাম, পিকে এবং চুনী। এদের সবাই কিন্তু আজকে ইহজগতে নেই। সবাই এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কীর্তির কথা ফুটবল জগতে ইতিহাসে সোনার পাতায় লেখা রয়েছে। আজও চায়ের দোকানে বা ক্লাব ময়দানে বসে অধিকাংশ লোকেরা বলরাম, পিকে এবং চুনীর ফুটবল ক্রীড়া কৌশলের কথা আলোচনা হতে থাকে। পিকে ব্যানার্জি চলে যাওয়ার পর চুনী গোস্বামী চলে গেলেন। তারপরে শেষ ফুটবল মস্কেটিয়া তুলসীদাস বলরাম চলে গেলে ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে। ফুটবল জগত এবারে অভিভাবক শূন্যে পরিণত হল বলা যেতে পারে। ভারতীয় ফুটবলের দ্রোণাচার্য সৈয়দ আব্দল করিমের চোখ গিয়ে পড়েছিল বলরামের ওপরে। তখন বলরাম রাজ্যের হয়ে সাধারণ টুর্নামেন্ট খেলতেন। হায়দ্রাবাদ ফুটবল দলের কর্তা ছিলেন করিম সাহেব। এবারে তিনি নিজ হাতে গড়ে. পিঠে খেলোয়াড় তৈরি করতে শুরু করলেন বলরামকে। তিনি বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন আগামি দিনে ভারতে হয়ে ফুটবলে আগুন জ্বালাতে অপেক্ষা করে রয়েছে। সেই আগুনকে জ্বালিয়ে দিয়ে অলিম্পিক ঘরে নিয়ে আসার একটি সুপ্ত বাসনা তৈরি হয়ে গিয়েছিল করিমের। তার ফলে ভারত রোম অলিম্পিকে অসাধারণ খেলা উপহার দিয়েছিলেন বলরাম। তিনি ১৯৬০ সালে ডুরান্ড কাপ জিতে সোনার বুট পেয়েছিলেন। তখন ফুটবল জগতে তখন স্বজনপোষন একেবারে ছিল না। বলতে গেলে ভালো ফুটবল খেলোয়াড় না হতে পারলে একেবারে মাঠের বাইরে থাকতে হবে। কারোর আবেদন নিবেদন কোনও কাজ হতো না। ভারতীয় দল তখন একেবারে ইস্পাতের মতো মজবুত বলা যেতে পারে। পিকে ব্যানার্জি, চুনী গোস্বামী এবং তুলসীদাস বলরাম বলতে গেলে একটি জোট তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তখন ভারতের ফুটবল জগত এই তিনজনকে বলাতো- থ্রি মস্কেটিয়ার্স। সেকেন্দ্রবাদের আম্মুগুডা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেনল বলরাম। তাঁর জন্মদিন ছিল ৪ অটোবার ১৯৩৬ সাল। জার্সি কেনার টাকা তাঁর ছিল না। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে তার মধ্যে ফুটবলকে ভালোবেসে প্রশিক্ষণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তারপরে হায়দ্রাবাদে নিচের ডিভিশনের খেলায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে তিনি ফুটবল কোচ করিমের নজরে পড়ে যান। তারপর থেকেই তাঁর জীবনের ইতিহাস ক্রমশ বদলাতে শুরু করে। করিমের কাছে তিনি শপথ গ্রহণ করেছিলেন ভলো ফুটবল খেলা উপাহর দেবেন। মেলবোর্ন অলিম্পিকে ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলরাম। সেখানে ভারত চতুর্থ স্থান লাভ করে। তারপরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে খেলার জন্য ডাক পেয়েছিলেন। প্রথমে এই ক্লাবে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে মত ঠিক করতে পারেননি। তিনি হায়দ্রাবাদ পুলিশের হয়ে খেলা খেলতে শুরু করলেন। তারপরে বুঝতে পেরেছিলেন যে এই দলের হয়ে ফুটবল খেলতে তার খেলার গণ্ডিটা ক্রমশ ছোট হতে থাকবে। সেই কারণে বিস্তীর্ণ পরিধির মধ্যে খেলার কথা চিন্তা করে তিনি কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে খেলতে কলকাতায় চলে আসেন। তখন কলকাতার ফুটবল জগত ভারত সেরা বলা যেতে পারে। আজকে সেই স্থান দখল করে নিয়েছে গোয়া। ১৯৫৭ সাল থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে খেলে টানা ১০৪ গোল করেছিলেন। আইএফএ শিল্ড জয়লাভ করেছিলেন দুইবার। ১৯৫৮, ১৯৫৯ এবং ১৯৬২ সালে বাংলার হয়ে সন্তাষ ট্রফি জয় করেছিলেন। তখন তিনি দলের অধিনায়ক। ফুটবল জগতে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে গিয়েছিলেন বলরাম। তাঁর কথা বলতে গিয়ে বহু খেলোয়াড়রা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তার মধ্যে রয়েছেন সুকুমার সমাজপতি। তিনি বলেছেন, ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে সে যেমন ভালো ছিল ঠিক তেমনি মানুষ হিসাবে সে ছিল একেবারে ভদ্রলোক। তার ব্যবহারের মধ্যে কোনও রকম বিশৃঙ্খলা আচরণ দেখতে পাওয়া যায়নি। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথার ফেলোয়াড় ছিলেন তিনি। মাথা গরম করে কোনও দিন তাঁকে মাঠে খেলতে দেখা যায়নি। কিন্তু তার ফুটবল জগত দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারেনি। তার একটি মাত্র কারণ তিনি মাত্র ২৭ বছর বয়সে প্লুরিসিতে ভুগতে শুরু করে দিয়েছিলেন। চিকিৎসা শুরু হলেও চিকিৎসকেরা তাকে পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন যে ফুটবল খেলা ত্যাগ করতে হবে বাঁচতে গেলে। তাই তিনি করেছিলেন। ফুটবলকে বিদায় জানিয়ে রোগের সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করে ছিলেন। কিন্তু ৮৬ বছরে থেমে গেল তাঁর জীবন রথ।

বোলপুর থেকে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের বাস চলাচলের সূচনা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২০ জানুয়ারি ঃ বোলপুর ডিপো থেকে বর্ধমানগামী দক্ষিণ বঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের বাস চলাচলের সূচনা হলো সোমবার। উপস্থিত ছিলেন বোলপুর পুরসভার চেয়ারপার্সন পর্ণা ঘোষ সহ অন্যান্য

কাউন্সিলর, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল প্রমুখ। সুভাষ মণ্ডল বোলপুরে বলেন, বোলপুর ডিপো থেকে যেমন দীঘা বাস চলে, তেমনি বোলপুর থেকে মুকুটমণিপুর, পুরুলিয়া, খাতরা এবং উত্তরবঙ্গ যোগাযোগ বাড়বে। তিনি জানান, বোলপুর থেকে সকাল ৬ টায় বাস ছাড়বে। বর্ধমান থেকে বেলা ১ টায় বাস ছাড়বে এবং সন্ধ্যায় বোলপুর পৌঁছাবে। ভাড়া পড়বে জনা প্রতি ৭৬ টাকা। যাত্রী নিরাপত্তার বিষয়টিতেও জোর দেওয়া হবে। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা জনগণের দাবি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। তার প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দক্ষিণবঙ্গ নিগমের অনেক উন্নয়ন হয়েছে। পাশাপাশি, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। সারা রাজ্যে ৯০ টি সি এন জি, ১০৬ টি ডিজেল চালিত বাস সর্বমোট ২০টি এবং ৫ টি টার্মিনাস থেকে চালানো শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশ ফেরার পথে দালাল-সহ ধৃত দুই অনুপ্রবেশকারী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২০ জানুয়ারি ঃ সীমান্ত পেরিয়ে নদীয়ার দালালের বাড়িতে গা ঢাকা দিয়েছিলেন দুই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। গতকাল রাতে চোরাপথে ফের বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টা করছিলেন তাঁরা। সেসময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার হাঁসখালি থানা এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক মাস আগে বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত থেকে পেরিয়ে চোরাপথে এদেশে এসেছিলেন ওই দুই যুবক। জানা গেছে, ধৃত বাংলাদেশিদের নাম অনুপ চক্রবর্তী ও প্রীতম বিশ্বাস। নদীয়ার হাঁসখালি এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসে ওঠেন। পরে পুলিশের জেরায় জানা যায়, কোনও আত্মীয় নয়, দালাল হাসানুর মণ্ডলের বাড়িতে তাঁরা দুজনে থাকছিলেন। এদিকে রানাঘাট জেলা পুলিশ অনুপ্রবেশ ইস্যুতে ওইসব এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালাতে শুরু করেছে। বেশ কিছু অনুপ্রবেশকারী ইতিমধ্যে গ্রেপ্তারও হয়েছেন। সেই আবহে গতকাল রাতে ওই দুই যুবক ফের বাংলাদেশ ফেরার জন্য সীমান্ত পেরনোর পরিকল্পনা করেন। ওই দালালকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা রাতে সীমান্তের দিকে যাচ্ছিলেন। গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে সেই খবর যায়। হাঁসখালি থানার পুলিশ ওই তিনজনকে তাড়া করে ধরে। রাস্তাতেই শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। ওই দুই যুবক কোনও বৈধ কাগজপত্রই দেখাতে পারেননি। পরে পুলিশের জেরায় স্বীকার করেন, বাংলাদেশে ফিরছিলেন তাঁরা। ধৃতদের বাড়ি বাংলাদেশের নোয়াখালি এলাকায়। পুলিশ দালাল-সহ ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে, সোমবার আদালতে তোলা হলে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করা হয়।

শুরু হল জঙ্গলমহল উৎসব, ব্রাত্য বিজেপি বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২০ জানুয়ারি ঃ শুরু হল ১০ বর্ষ জঙ্গলমহল উৎসব। বীরভূমের নলহাটি ১ নম্বর ব্লকের চামটি বাগান পোধরা খেলার মাঠে উৎসব শুরু হয়। চলবে মঙ্গলবার পর্যন্ত। উৎসবের সূচনা করেন রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কারা মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক ওরফে কাজল শেখ, জেলা শাসক বিধান রায়, রামপুরহাট মহকুমা শাসক সৌরভ পাণ্ডে। অনুষ্ঠান তালিকায় জেলার তৃণমূলের প্রতীকে নির্বাচিত সমস্ত সাংসদ এবং বিধায়কদের নাম থাকলেও একমাত্র বিজেপি বিধায়ক দুবরাজপুরের অনুপ সাহার নাম স্থান পায়নি। অনুপবাবুর অভিযোগ, সরকারি অনুষ্ঠানকেও ওরা দলীয় অনুষ্ঠানে পরিণত করেছে। সেই কারণেই আমার নাম থাকা তো দূরের কথা আমন্ত্রণ জানানোর সৌজন্য টুকুও দেখাননি সরকারি আধিকারিকরা। ফলে আমার মতে ওই মঞ্চে যারা উপস্থিত ছিলে সকলেই তৃণমূলের পদাধিকারি। যদিও এই নিয়ে সরকারি কোন আধিকারিক মুখ খুলতে চাননি। এদিন প্রদীপ প্রজ্বলন এবং তিরধনুক হাতে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অনুব্রত মণ্ডল। এক মঞ্চে ছিলেন কাজল শেখও। অনুব্রত মণ্ডল বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর জন্যই আজ আদিবাসী গ্রাম সেজে উঠেছে। আর কোন আদিবাসী গ্রাম পিছিয়ে নেই। শিক্ষা দীক্ষার দিক থেকেও আদিবাসী ছেলেমেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে। সবই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা।

আগামী ২২ জানুয়ারি রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রথম বর্ষপূর্তি

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি ঃ অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বালুরঘাটে লক্ষ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন। আগামী ২২ জানুয়ারি রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রথম বর্ষপূর্তি। সেই উপলক্ষ্যে বালুরঘাটের আত্রেয়ী নদীর সদর ঘাটে রাম পূজন, যজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং সন্ধ্যায় লক্ষ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বিজেপি। মূলতঃ বালুরঘাটে সাংসদ, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে রাম লালার পূজন ও সন্ধ্যা আরতির আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের চমক হিসেবে থাকছে লক্ষ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন। ২২ জানুয়ারি লক্ষ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে আত্রেয়ী নদীর সদর ঘাটে। নদীর ঘাটে মঞ্চ তৈরি করা থেকে লক্ষ প্রদীপ জ্বালানোর জন্য নদীর তীরে কাঠের পাটাতন তৈরি করার কাজ চলছে পুরোদমে। নদীর সদর ঘাটে বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চলছে ঘাট সংস্কারের কাজ বালুরঘাট শহর সহ জেলার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠানের প্রচার ফ্লেক্স টাঙানো হয়েছে। চলছে মাইকিং। বালুরঘাটের সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার নিজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে জনমত নির্বিশেষে সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

আরজিকর কান্ডে সঞ্জয়ের যাবজ্জীবনঃ কি বলছেন বর্ধমানের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ?

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২০ জানুয়ারি ঃ আরজিকরে কর্তব্যরত চিকিৎসকের ধর্ষণ, খুন-কাণ্ডে সোমাবার সঞ্জয় রায়ের সাজা ঘোষণা করেছে শিয়ালদহ আদালত। যেখানে সঞ্জয় রায়কে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেয়নি আদালত। 'বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা নয়' বলে আরজিকর-কাণ্ডে অভিযুক্তের সাজা ঘোষণার সময় মন্তব্য করেন বিচারক অর্নিবাণ দাস। সেই অনুযায়ী, সঞ্জয় রায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে আদালতে শুধুমাত্র সঞ্জয় রায় কেই দোষী সাব্যস্ত করার পর থেকেই অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন পুলিশ ও সিবিআই এর তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেনীর মানুষ তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আরজিকর আন্দোলনের অন্যতম মুখ তথা বর্ধমানের জুনিয়র ডাক্তার গৌরাঙ্গ প্রামাণিক এই রায়ে খুশী নন। তিনি জানিয়েছেন, এই রায় আদালতের রায় হতে পারে, তবে সামাজিক রায় নয়। আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার সহকর্মী চিকিৎসক ছাত্রীকে যে ভাবে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে তা যে একজনের পক্ষে সম্ভব নয় তা কোর্টে জানিয়েছিল সিবিআই। তার পরেও কেন সঞ্জয় রায়কেই একা কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হল সে বিষয়টা সম্পূর্ন অন্ধকারে থেকে গেল। এই নক্কারজনক কান্ডে জড়িত প্রভাবশালীদের আড়াল করতেই কি একা সঞ্জয় রায় কে বলির পাঁঠা করা হল প্রশ্ন তুলেছেন গৌরাঙ্গবাবু। যেখানে মৃত ছাত্রীকে সঞ্জয় রায় চিনতোই না বলে জানা গেছে, সেখানে তাকে এত নির্মম ভাবে, নৃশংস ভাবে ধর্ষন করে হত্যা করার কারন কি হতে পারে? খুনের মোটিভও স্পষ্ট নয়। তাই তারা যে এই রায়ে খুশী নন তাও নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিলেন তিনি। বর্ধমান জেলা আদালতে অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর সঞ্জয় ঘোষ বলেন, আরজিকর কান্ডে যে সাক্ষ্য ও তথ্য প্রমাণ আদালতে জমা পরেছে তার উপর দাঁড়িয়ে অভিযুক্ত কে দোষী সাব্যস্ত করেছে বিচারক অর্নিবাণ দাস, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় তথ্য ও প্রমাণ দেখে কোন একটা জায়গায় তদন্তের ক্ষেত্রে ফাঁক থেকে গেছে বলে বিচারকের মনে হয়েছে। তাই অভিযুক্ত কে আমৃত্যু যাবজ্জীবন দেওয়াই যথেষ্ট বলে মনে করছেন তিনি। একজন অভিযুক্ত কে সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি বা আমৃত্যু যাবজ্জীবন দেওয়াটা সম্পূর্ণ বিষয়টি নির্ভর করে বিচারকের উপরই। স্কুল শিক্ষিকা অনিন্দিতা দাঁ বলেন, আরজিকর কান্ডে আদালত রায় আমায় কিছুটা আশাহত করেছে। কর্তব্যরত একজন মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসির নির্দেশ দেবে আদালত বলে আশা করেছিলাম। এই ধরনের জঘন্য অপরাধের জন্য আমৃত্যু যাবজ্জীবন শাস্তি টা যথেষ্ট নয়। ফাঁসির মতো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলে এই ধরনের জঘন্য অপরাধ করতে সকলে ভয় পাবে বলে আমি মনে করি। কলেজ ছাত্রী পায়েল আদিত্য বলেন, আরজিকর ধর্ষণ ও খুনের মামলায় প্রায় ছ-মাসের মাথায় আদালত রায় ঘোষণা করল, তাতে আমি খুশি। কিন্তু ফাঁসির সাজা না দেওয়ায় আশাহত। কারণ, গত কয়েকমাসে রাজ্যের চারটি ধর্ষণ ও খুনের মামলায় আদালত ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে। আর জি করের ঘটনাটি খুবই নৃশংস। এই মামলায় ফাঁসির সাজা দিলে এইরকম ঘটনা ঘটাতে যে কেউ দশবার চিন্তা করবে। গৃহবধূ কৃষ্ণা ঘোষ বলেন, আদালতের রায়ে খুশি। আশা করেছিলাম অভিযুক্ত কে কঠিন শাস্তি হবে, তাই হয়েছে। আদালতের উপর সম্পূর্ণ আস্থা ছিল এবং আছে। আরজিকর কান্ডের তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে এর আগেও অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তদন্ত প্রক্রিয়া সঠিক গতিতে এবং নিরপেক্ষ ভাবে হয় নি বলেও মনে করেছেন অনেকে। যদিও আদালতের সামনে যে তথ্য প্রমান রাখা হয় তার ভিত্তিতেই রায় দেন বিচারক। সেখানে কোন সম্ভাবনা কিংবা অনুমানের বিষয়টি জায়গা পায় না। সঞ্জয় কে কি ধনঞ্জয়ের মতই ফাঁসানো হয়েছে এ প্রশ্ন কিন্তু মানুষের মনের মধ্যেই উঠতে শুরু করেছে।

হারিয়ে যাওয়া একাধিক মোবাইল উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিল হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ জানুয়ারি ঃ মোবাইল একটি অপরিহার্য অঙ্গ বর্তমানে মানুষের জীবনে। আজকের দুনিয়ায় সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে গেলে মোবাইল ফোনের ভরসা নিতে হয় সবাইকেই। বর্তমানে ফাইভ জি নেটওয়ার্ক এর গতির সাথে মানুষ পাল্লা দিয়ে বাড়িয়ে চলেছে জীবনের গতিও। মোবাইলে ভালো খারাপ দুই দিকই রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে, তবে দিনের শেষে বর্তমানে প্রতিটা মানুষেরই মোবাইল না হলে চলে না। মানুষ সব থেকে মুশকিলে পড়েন যখন তার শখের মোবাইল হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায়। তারপরই অনেকেই ভাবেন কিছুই লাভ হবে না অভিযোগ জানিয়ে, আর সেই কারণেই হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হয়ে যাওয়া মোবাইল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন না। যার ফলে ভবিষ্যতে পড়তে হয় বিপদে। কারণ সেই মোবাইল নং দিয়ে দুস্কৃতীরা করতে পারে অপব্যবহার। তাই মোবাইল ফোন হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে থানায় অভিযোগ করা নিরাপদ তো বটেই, এছাড়া অনেক সময় মোবাইল ফোন ফেরত পাওয়াও যায়। ঠিক তেমনই হাওড়া জেলার বিভিন্ন জায়গা তথা রাজ্য সহ ভিন রাজ্য থেকে উদ্ধার করে এনে ১৬৭ জনকে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফেরত দিল হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশ। এদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে বাগনান থানার অন্তর্গত এলাকায় হারিয়ে যাওয়া অভিযোগকারীদের হাতে তাদের মোবাইল ফোন তুলে দিলেন উলুবেড়িয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শুভম যাদব, সঙ্গে ছিলেন বাগনান থানার আইসি অভিজিত দাস। বিগত কয়েক মাসের মধ্যে বাগনান থানা এলাকায় হারিয়ে যাওয়া এবং চুরি হয়ে যাওয়া মোবাইল ফোনের যে অভিযোগ করা হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত করে সেগুলোকে জেলা, রাজ্য এবং ভিন রাজ্য থেকে উদ্ধার করে বাগনান থানার একটি বিশেষ পুলিসের টিম। এর আগেও একাধিকবার হারিয়ে এবং চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল অভিযোগকারী সাধারণ মানুষের মধ্যে। হারিয়ে এবং চুরি যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে অত্যন্ত খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ। তবে প্রশাসনের থেকে নজরদারি চালানো হচ্ছে এই চুরি যাওয়া মোবাইল গুলির পিছনে কোন দুর্নীতি চক্র কাজ করছে কিনা তা দেখার জন্য এবং তাদের চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে তদন্ত চালাচ্ছে বাগনান থানার পুলিশ। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শুভম যাদব, বাগনান থানার আইসি অভিজিত দাস, সাব ইন্সপেক্টর শঙ্কর মিত্র, সুরজিত পাত্র সহ একাধিক পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বাগনান এলাকাবাসী।

গোয়ালপোখরে গুলিতে মৃত্যুর ঘটনায় হাই কোর্টে মামলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ও উত্তর দিনাজপুর, ২০ জানুয়ারি ঃ উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনার জল গড়াল কলকাতা হাই কোর্টে। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী তাপস ভঞ্জ। ন্যাশনাল পুলিশ কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, পুলিশের হাতে যদি বন্দি নিরাপদ না হয় সেক্ষেত্রে আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হবে, এই যুক্তিতে মামলার আবেদন। সোমবার মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি। জানান, অতিরিক্ত হলফনামা দিয়ে ওই বিষয়ে নির্দিষ্ট বেঞ্চে আবেদন জানানো যাবে। চলতি সপ্তাহে ওই মামলার শুনানির সম্ভাবনা। তবে জেল নিয়ে অন্য ডিভিশন বেঞ্চে একটি মামলা চলছে। তাই সেখানে শুনানি হবে নাকি প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে, তা স্পষ্ট নয়। গত ১৫ জানুয়ারি, ইসলামপুর আদালতে শুনানিতে হাজির করা হয় সাজ্জাক আলমকে। শুনানি শেষে প্রিজন ভ্যানে করে রায়গঞ্জ কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তাকে। গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়ার একরচালা কালীমন্দিরের কাছে শৌচকর্ম করবে বলে জানায়। প্রিজন ভ্যান থেকে নামে। অভিযোগ, প্রিজন ভ্যান থেকে নেমে দুই পুলিশকর্মীকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। এরপর একটি বাইকে চড়ে চম্পট দেয়। রায়গঞ্জ পুলিশ সুপার সাজ্জাকের ২ লক্ষ টাকা মাথার দাম ধার্য করেছিল।

ব্যান্ডেলে হাসপাতালের গাফিলতির অভিযোগে মৃত এক মহিলা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২০ জানুয়ারি ঃ হাসপাতালের গাফিলতির অভিযোগ। মৃত এক মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির মগড়া বরোপাড়া এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম কিরন দেবী সাউ (৪৫)। তিনি মগড়া এলাকারই বাসিন্দা। পেশায় দর্জি। পোশাক তৈরির কাজ করতেন। জানা গেছে, গত ৮ জানুয়ারি পেটে ব্যাথা নিয়ে ব্যান্ডেল ইএসআই হাসপাতালে ভর্তি হন ওই মহিলা। এরপর রবিবার ভোরে মৃত্যু হয় তাঁর। পরিবারের অভিযোগ, ওই মহিলার চিকিৎসাই হয়নি। অবস্থা খারাপ হলেও চিকিৎসা করা হয়নি। হাসপাতালের নার্স, স্বাস্থ্য কর্মিরা দুর্ব্যবহার করেছেন রোগী ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে। এমনকী, অন্য হাসপাতালে রেফার করার কথা বললেও করা হয়নি। এ দিন, মৃতার পরিজন এলাকাবাসী হাসপাতালে জড়ো হতেই পুলিশ হাজির হয়। ব্যান্ডেল ফাঁড়ি থেকে পুলিশ আসে। মৃতার মেয়ে রূপা সাউ বলেন, পেটে ব্যথা আর গ্যাস। ডাক্তার বলল কিছু হয়নি। সব রিপোর্ট নর্মাল আছে। যদি সব রিপোর্ট ঠিক থাকে তাহলে আমার রোগী কেন মারা গেল? কী করে আইসিইউ-তে নিয়ে যাওয়া হল? এখন ডাক্তার চুপ করে আছে। আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে।

উত্তরের আকাশে মাটিতে সেনা ও বিমান বাহিনীর বিশেষ মহড়া

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ জানুয়ারি ঃ ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তে অশান্তির আবহের মধ্যেই যে কোনো চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিকে সামাল দিতে সমাপ্ত হলো সেনা এবং বিমান বাহিনীর যৌথ মহড়া ডেভিল স্ট্রাইক। মহড়া ডেভিল স্ট্রাইক-এর সফল সমাপ্তি ২০ জানুয়ারি ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী ১৬ থেকে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত উচ্চ-তীব্রতার যৌথ মহড়া ডেভিল স্ট্রাইক-এর সফল সমাপ্তি ঘোষণা করেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অভিজাত বিমান বাহিনী এবং ভারতীয় বিমান বাহিনীর মধ্যে এই সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টায় নিরবচ্ছিন্ন একীকরণ, কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি, উৎকর্ষতা এবং সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে কাজ করার প্রস্তুতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রশিক্ষণ এলাকা এবং ফায়ারিং রেঞ্জ জুড়ে পরিচালিত এই মহড়ায় প্রতিকূল ভূখণ্ডে সৈন্য এবং সরঞ্জামের নির্ভুল প্রবেশ সহ জটিল বিমান বাহিনী পরিচালনার বৈধতা যাচাইয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছিল। এটি লজিস্টিক টেকসই কৌশলগুলিও পরীক্ষা এবং পরিমার্জন করেছিল, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে সৈন্যরা চরম পরিস্থিতিতে কার্যকরভাবে কার্যকর থাকে। মহড়ার মূল বিষয়গুলি ছিল- দূরবর্তী স্থানে বাহিনীকে সুনির্দিষ্ট এবং দক্ষভাবে সরবরাহের জন্য উন্নত প্রযুক্তি এবং অত্যাধুনিক সরঞ্জাম মোতায়েন। সেনাবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর মধ্যে অতুলনীয় সমন্বয় প্রদর্শনকারী সিঙ্ক্রোনাইজড বিমান বাহিনী মহড়ার সম্পাদন। বাস্তব-বিশ্বের কর্মক্ষম চ্যালেঞ্জগুলিকে অনুকরণ করে মিশনের পরিস্থিতি সফলভাবে সম্পন্ন করা। ৩৩ কোরের জিওসি লেফটেন্যান্ট জেনারেল জুবিন এ মিনওয়ালা, এভিএসএম, ওয়াইএসএম, জিওসি, মহড়াটি পর্যবেক্ষণকারী অংশগ্রহণকারী ইউনিটগুলির পেশাদারিত্ব এবং অভিযোজন ক্ষমতার প্রশংসা করেছেন। মহড়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, মহড়া ডেভিল স্ট্রাইক আবারও আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন অপারেশনাল পরিস্থিতিতে অভিযোজন, উদ্ভাবন এবং একটি সমন্বিত ইউনিট হিসাবে কাজ করার ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। এটি ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলির জন্য প্রস্তুতি বজায় রাখার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। মহড়াটি যৌথ অপারেশনাল ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে, যা জাতীয় স্বার্থরক্ষা এবং যেকোনো উদীয়মান হুমকির কার্যকরভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রস্তুতিকে পুনঃনিশ্চিত করে। মহড়া ডেভিল স্ট্রাইক অপারেশনাল উৎকর্ষতা বজায় রাখার এবং জাতির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চলমান প্রচেষ্টার আরেকটি মাইলফলক।

সবুজ সাথীর সাইকেল বিতরণ জামালপুর ব্লকে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২০ জানুয়ারি ঃ সবুজ সাথীর সাইকেল বিতরণ শুরু হল পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকে। সোমবার জামালপুরের সেলিমাবাদ হাই স্কুলে সবুজ সাথীর সাইকেল বিতরণ শুরু হল ছোট্ট একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, জয়েন্ট বিডিও অরিন্দম চন্দ, পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খাঁন, জামালপুর চক্রের এস আই অনিন্দিতা সাহা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভোলানাথ কর্মকার, বনবিবিতলা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কুমার রায়, আই এম ডাবলু শুভাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক - শিক্ষিকারা। মেহেমুদ খাঁন বলেন আজ সেলিমাবাদ হাই স্কুল থেকে ১৭০ জন ছেলে-মেয়ের হাতে সাইকেল তুলে দেওয়া হল। রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সমস্ত প্রকল্পগুলো রাজ্যের মানুষের জন্য চালু করেছেন তার মধ্যে অন্যতম একটি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সবুজ সাথী প্রকল্প। রাজ্যের প্রচুর ছাত্রছাত্রী এই সবুজ সাথী প্রকল্পে সাইকেল পেয়ে উপকৃত হচ্ছে। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন রাজ্য সরকার বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রকল্প এবং স্কলারশিপ প্রদানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে থাকছেন তাদেরও উচিত তাদের নিজেদের পড়াশোনাটা চালিয়ে যাওয়া। এর সঙ্গে তিনি ছাত্রীদের বাল্যবিবাহ নিয়ে সচেতন করেন। ভূতনাথ মালিক বলেন, সবুজ সাথী প্রকল্পে সরকার শুধু একটি সাইকেল ছাত্র- ছাত্রীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন এমনটা নয় এর পিছনে মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ চিন্তাভাবনা রয়েছে। একদিকে যেমন সাইকেল নিয়ে ছাত্র- ছাত্রীদের স্কুলে আসতে সুবিধা হচ্ছে তেমনি এরই প্রভাবে অনেক বিদ্যালয় স্কুলছুট ছেলেমেয়ের সংখ্যা কমেছে। সোমবারের পর থেকে ব্লকের বিভিন্ন স্কুলে চলবে সবুজ সাথীর সাইকেল বিতরণ।

অজয়ের পাড়ে গ্রেনেড, চাঞ্চল্য কাঁকসায়

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২০ জানুয়ারি ঃ কাঁকসার বিদবিহার অঞ্চলে অজয় নদের পাড় থেকে পাওয়া ৫০ বছরের পুরনো একটি গ্রেনেড নিষ্ক্রিয় করল সেনাবাহিনী। জানা গেছে, রবিবার রাউথডিহি এলাকায় গ্রেনেডটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশ সেটি নজরদারিতে রাখে ও পানাগড় সেনা ছাউনিতে জানায়। সোমবার সেনার বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড সেটি নিষ্ক্রিয় করে। মেজর সম্রাট ঘোষ জানান, গ্রেনেডটি ১৯৭৬ সালের, ভারতের তৈরি। কীভাবে গ্রেনেডটি সেখানে এল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

উদ্ধার কোটি টাকার ব্রাউন সুগার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ জানুয়ারি ঃ প্রায় দশ কোটি টাকা মূল্যের ব্রাউন সুগার সহ এক মাদক কারবারীকে গ্রেপ্তার করলো মালদা টাউন স্টেশন জিআরপি। বিহারের কাটিহার জেলা থেকে মালদা টাউন স্টেশন আসার পথে ডাউন হাওড়া-কাটিহার ট্রেনে জেনারেল কামরা থেকে ওই মাদক কারবারীকে গ্রেপ্তার করে মালদা টাউন স্টেশন জিআরপি। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২ কেজি ৯৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে মালদা টাউন স্টেশন জিআরপি সাদা পোশাকে অভিযান চালায় ডাউন কাটিহার - হাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেনের জেনারেল কামরায়। ওই কামরার এক ব্যক্তি খাবারের টিফিন কৌটায় প্লাস্টিকের মোড়ানো এই ব্রাউনসুগারগুলি মজুত রেখেছিল। এরপরই জিআরপির কর্তব্যরত অফিসারেরা ওই মাদক কারবারীকে তল্লাশি চালিয়ে গ্রেপ্তার করে। মালদা জিআরপি সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম ইসমাইল শেখ (৩৯) । তার বাড়ি মুর্শিদাবাদ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সোমবার মালদা আদালতের মাধ্যমে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়।

রাঙামাটি জঙ্গলে দেখা মিলল জখম হাতির

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২০ জানুয়ারি ঃ সোমবার বক্সার রাঙামাটি বিটের জঙ্গলে হাতের নাগালে পেয়েও ফসকে গেল কয়েকদিন আগে জখম হওয়া মাকনা হাতিটি। কয়েকদিন আগেই এই জখম হাতিটি চলে এসেছিল কালচিনির দলসিংপাড়া পঞ্চায়েতের গোপালবাহাদুর বস্তিতে। সোমবার সকাল থেকেই রাঙামাটি বিটের জঙ্গলে কুনকি হাতি জোনাকি এবং মমতাজকে নিয়ে চিরুনি তল্লাশি শুরু করে বন দফতর। এরপর সেখানে দেখা মেলে মাকনা হাতিটির। কিন্তু দুই কুনকিকে দেখেই জঙ্গলের আরও গভীরে ঢুকে চম্পট দেয় সে। এদিকে হাতের কাছে নাগালের মধ্যে পেয়েও মাকনা হাতিটিকে ধরতে না পারায় কার্যতই হতাশ বন দফতরের কর্তারা। তবে তার খোঁজে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেই জানিয়েছে বন দফতর। কারণ, জখম থাকায় ওই হাতিটির ক্ষতস্থান থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। বন দফতরের আধিকারিকদের অনুমান জঙ্গলে সঙ্গিনীর জন্য লড়াইয়ের সময়ই কোনও দাঁতালের হামলায় সে জখম হয়েছে।

মহর্ষি প্রয়াণ দিবস ও স্মরণ সভা

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২০ জানুয়ারি ঃ সোমবার ৬ মাঘ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২০ তম প্রয়াণ দিবস পালিত হলো শান্তিনিকেতনে। পাশাপাশি, অনুষ্ঠিত হলো ১১৯ তম স্মরণ সভা। শান্তিনিকেতনের ছাতিম তলায় পালিত হলো মহর্ষি স্মরণ। এদিনের স্মরণ সভায় আচার্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীলা বসু। বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে পাঠ, সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। আচার্য বরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এবং আচার্য ভাষণের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটে অনুষ্ঠানের। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিরাকার ঈশ্বর উপাসক ও ব্রাহ্ম ধর্মালম্বী ছিলেন। পূজা-পার্বণাদি বন্ধ করে 'উৎসব', 'দিন' ইত্যাদি উৎসব প্রবর্তন করেন। ১৮৬৭ সালে তিনি বীরভূমের ভুবনডাঙ্গা নামে একটি বিশাল ভূখণ্ড ক্রয় করে আশ্রম স্থাপন করেন। এই আশ্রমই আজকের বিখ্যাত শান্তিনিকেতন ।

OFFICE OF THE PARBATIPUR GRAM PANCHAYET
PARBATIPUR, DOMJUR, HOWRAH-711405
Notice Inviting E-Tender

Tender Ref: **PGP/10/2025 Date: 20-01-2025**, Publising Date-**21/01/25, at 3:30 PM**, LAST DATE OF BID SUBMISSION **31/01/25, 3:30PM**,TECH OPENING DT **31-01-2025, 3:30 PM** Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Parbatipur Gram Panchayat, Domjur Dev. Block for implementation of Five (05) No. work withinParbatipur Gram Panchayat, Howrah. Details are available in (**http://wbtenders.gov.in & http://etender.wb.nic.in**) and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Parbatipur Gram Panchayat

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বহুমুখী স্টলের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বহুমুখী স্টলের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-৪৭০-এপি-এমপিএস-১। লট নিলাম শুরু (সমস্ত লট) ঃ** ২৮-০১-২০২৫ তারিখে ১১:০০ টায়; **একক দর ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **দিন ঃ** ১৮২৬।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বর্ণনা
এএ/১	এমপিএস-এপিডিজে-এটিএম-এমপিএস-৩২-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	আলতাগ্রাম স্টেশনে পিএফ-১ -এ এমপিএস স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/২	এমপিএস-এপিডিজে-বিআরকিউ-এমপিএস-৩৬-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	বাগরাকোট স্টেশনে পিএফ-১ -এ এমপিএস স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/৩	এমপিএস-এপিডিজে-জিকেজে-এমপিএস-৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	জিকেজে স্টেশনে পিএফ-২ -তে বহুমুখী স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/৪	এমপিএস-এপিডিজে-কেএলজিআর-এমপিএস-২৯-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	কোলাইগ্রাম স্টেশনে পিএফ-১ -এ এমপিএস স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/৫	এমপিএস-এপিডিজে-এমএলবিজেড-এমপিএস-৩৪-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	মালবাজার স্টেশনে এমপিএসডি স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/৬	এমপিএস-এপিডিজে-বিএক্সএইচটি-এমপিএস-৪৩-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	বক্সিরহাট স্টেশনে পিএফ-১ -এ এমপিএস স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/৭	এমপিএস-এপিডিজে-বিওয়াইএক্সএ-এমপিএস-২৬-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	বেতগারা স্টেশনে পিএফ-১ -এ এমপিএস স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/৮	এমপিএস-এপিডিজে-এমআরডিজি-এমপিএস-৪০-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	মারাডাঙ্গা স্টেশনে পিএফ-১ -এ এমপিএস স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/৯	এমপিএস-এপিডিজে-এজিএমএন-এমপিএস-৪১-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	আগমনি স্টেশনে পিএফ-১ -এ এমপিএস স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/১০	এমপিএস-এপিডিজে-ডিডব্লিউটি-এমপিএস-৪৪-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	দেওয়ান হাট স্টেশনে পিএফ-১ -এ এমপিএস স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/১১	এমপিএস-এপিডিজে-ডিডিএম-এমপিএস-৩৫-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	ডামডিম স্টেশনে পিএফ-১ -এ এমপিএস স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/১২	এমপিএস-এপিডিজে-এসএক্সএক্স-এমপিএস-৩০-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	শালবাড়ি স্টেশনে পিএফ-১ -এ এমপিএস স্টলের ব্যবস্থা।

নিলামের বন্ধের তারিখ/সময় ঃ ২৮-০১-২০২৫ তারিখে ১৩:২০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ফ্যাশন রূপচর্চা

প্রাকৃতিক উপায়ে উজ্জ্বল টানটান ত্বক, টক দই, মধু দিয়ে তৈরি করতে পারেন স্ক্রাবার

ঝকঝকে ত্বক সকলেই চায়। কম বেশি সকলেই ত্বক নিয়ে সচেতন। আর এই যত্ন যদি হয় প্রাকৃতিক উপাদানে, তাহলে তো আর কথাই নেই।

অভিনেত্রী পরীনিতা চোপরা তাঁর উজ্জ্বল ত্বক, চুল এবং পুরু ঠোঁটের সৌন্দর্যের রহস্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই সৌন্দর্যের রহস্য প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি বিভিন্ন ধরনের স্ক্রাব এবং মাস্ক।

বডি স্ক্রাব ঃ ১ কাপ বেসন, ১ চামচ দই, দুধ, লেবু, চঃদন এবং হলুদ গুঁড়ো নিন। একটি পাত্রে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এই স্ক্রাবটি মুখ, গলায় মেখে নিন। শুকিয়ে গেলে জল দিয়ে ধুয়ে নিন। বাড়িতে থাকা এই উপকরণ দিয়ে তৈরি করা বডি স্ক্রাব দিনকয়েক ব্যবহার করলেই পাবেন সুফল। সুন্দর টানটান হবে ত্বক।

চুলের যত্ন চুল ভালো রাখতে গেলে মাথার ত্বকের দিকে নজর দিতে হবে। প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে মাথায় যাতে খুশকি না হয়। ঘরের উপায়ে তৈরি করুন বিশেষ প্যাক।

উপকরণ ঃ দই, মধু, ডিম। প্রথমে ১ চামচ দইয়ের সঙ্গে ১ চা চামচ মধু মিশিয়ে নিন। তারপর ডিম ফাটিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। প্যাক তৈরি। এরপর চুলের গোড়ায় তা লাগিয়ে নিন। ৩০ মিনিট রাখুন। শুকিয়ে গেলে বেবি শ্যাম্পু বা শুধু গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। তাতেই চুল হবে সুন্দর ও প্রাণবন্ত।

ঘি শুধু প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজারই নয়, বরং শীতকালে ত্বকের যত্ন নেওয়ার একটি কার্যকরী উপাদান।

নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের সৌন্দর্যবৃদ্ধি নিজেই অনুভব করতে পারবেন। তবে ঘিয়ে যেন ভেজাল না থাকে। এতে কিন্তু হিতে-বিপরীত হবে! কীভাবে ঘি দিয়ে শীতকালীন রূপচর্চা করবেন?

ঘি, ২ টেবিল চামচ বেসন আর ২ টেবিল চামচ হলুদের মিশ্রণ দিয়ে একটি ফেসমাস্ক তৈরি করুন। এটি ত্বকে প্রয়োগ করে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর উষ্ণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এতে আলাদা করে ময়েশ্চারাইজার লাগানোর খুব বেশি প্রয়োজন পড়বে না। এটাই ত্বককে উজ্জ্বল করে।

এবার আসা যাক রকমারি ব্যবহারে-

১) ঘি নিয়মিত ব্যবহার করলে এটি ত্বকের বার্ধক্য কমাতে সাহায্য করে। যেমন ফাইন লাইন, বলিরেখা প্রতিরোধ করে। এটি ত্বককে উজ্জ্বল এবং তারুণ্যদীপ্তও রাখে।

২) ত্বকের কোষকে গভীরভাবে পুষ্টি জোগাতে এবং ময়েশ্চারাইজড রাখতে ঘিয়ের জুড়ি মলা ভার। ত্বক নরম ও সতেজ অনুভূত হয় ঘি ব্যবহার করলে। এটি সব ধরনের ত্বকের জন্য উপযোগী। তবে তেলতেলে ত্বকের ক্ষেত্রে রোমকূপ আটকে যেতে পারে। পাতলা লেয়ারে প্রয়োগ করতে পারেন।

৩) শীতকালে ঠোঁট ফাটা এড়াতে ঘি লিপবামের কাজ করে। ঠোঁটফাটার চমকার প্রাকৃতিক সমাধান। ঠোঁটে গভীরভাবে আর্দ্রতা জোগায় ও পিগমেন্টেশন রোধ করে।

৪) নিয়মিত ঘি ব্যবহার করলে ত্বকের লালচে ভাব ও শীতকালীন ফুসকুড়ি হ্রাস পায় অনেকের ক্ষেত্রে।

৫) চোখের নিচের ডার্ক সার্কেল দূর করতেও কার্যকর ঘি। এটি চোখের নিচে হালকাভাবে প্রয়োগ করে আলতোভাবে মালিশ করলে চোখের চারপাশ দ্রুত উজ্জ্বল দেখায়। তবে সপ্তাহে তিন দিন।

চুলের গোড়া পরিষ্কারে টুথব্রাশেই লুকিয়ে ম্যাজিক

একরাস ঘন কালো চুল কোন মহিলাই বা পছন্দ করেন না। তবে তা সত্ত্বেও অনেকে চুল পড়ার সমস্যায় জেরবার। কীভাবে সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন, সে ভাবনাচিন্তায় কার্যত দিশাহারা তাঁরা। চুলের গোড়ার উপর নির্ভর করে তার স্বাস্থ্য। চুলের গোড়া পরিষ্কারের জন্য শ্যাম্পু ছাড়া গতি নেই। হাত দিয়েই মূলত শ্যাম্পু করি আমরা। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন অন্য কথা। তাঁদের দাবি, হাত নয়। শ্যাম্পু করার ধরন বদল করলেই নাকি কেল্লাফতে। সেক্ষেত্রে হাতের বদলে ম্যাজিক দেখাতে পারে টুথব্রাশ। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, গোড়ায় ময়লা থাকলে চুল পড়ার সমস্যা সবচেয়ে বেশি হয়। তার উপর আবার খুসকির থাকলে তো আর কথাই নেই। চুলের গোড়া বেশি তৈলাক্ত হলেও তা সমস্যার কারণ। তাই তড়িঘড়ি চুলের ত্বককে পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করুন। সেক্ষেত্রে টুথব্রাশ ব্যবহার করতেই পারেন। কিন্তু সঠিক টুথব্রাশ ব্যবহার করতে পারলে হতে পারে হিতে বিপরীত। জেনে নিন টুথব্রাশ চুলের গোড়া পরিষ্কারে ব্যবহার করলে, কী কী মাথায় রাখতে হবে।

১। অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, টুথব্রাশ ব্রেসেলসগুলি বেশি শক্ত না হয়। সবচেয়ে ভালো হবে যদি বাচ্চাদের ব্যবহারে উপযুক্ত টুথব্রাশ ব্যবহার করা হয়।

২। প্রতিবার ব্যবহারের আগে টুথব্রাশ ভালো করে ধুয়ে নিন।

এবার ভালো শ্যাম্পু নিন। টুথব্রাশে শ্যাম্পু লাগিয়ে তা চুলের গোড়ায় নরম হাতে খসুন

৩। সপ্তাহে একবারের বেশি টুথব্রাশ দিয়ে চুলের গোড়া পরিষ্কার না করাই ভালো। নইলে সমস্যা আরও বাড়তে পারে।

তবে টুথব্রাশ দিয়ে চুলের গোড়া পরিষ্কারের পর যদি দেখেন মসৃণভাব উধাও হয়ে গিয়েছে, তবে এই পন্থা আর না নেওয়াই উচিত।

টিকটককে বাঁচাতে হবে, আমাদের ব্যবসা চিনকে দিতে চাই না ঃ ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২০ জানুয়ারি ঃ টিকটককে বাঁচাতে হবে, আমাদের ব্যবসা চিনকে দিতে চাই না। জোর দিয়ে বললেন আমেরিকার ভাবি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওয়াশিংটন ডিসি-তে অনুষ্ঠিত মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন বিজয় সমাবেশে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, দায়িত্ব নেওয়ার আগে, আপনারা এমন ফলাফল দেখতে পাচ্ছেন যা কেউ আশা করেনি। সবাই একে 'ট্রাম্প ইফেক্ট' বলছেন। আজ থেকে টিকটক ফিরে এসেছে, আমি একটু টিকটক জিনিস করেছি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আমি একটি টিকটকার ভাড়া করেছি এবং টিকটক-এ গিয়েছিলাম। রিপাবলিকানরা কখনোই তরুণদের ভোট জিতেনি। আমরা তা ৩৬ পয়েন্টে জিতেছি, তাই আমি টিকটক পছন্দ করি। আমাদের টিকটককে বাঁচাতে হবে, কারণ আমাদের অনেক কাজ বাঁচাতে হবে। আমরা আমাদের ব্যবসা চিনকে দিতে চাই না। আমি এই শর্তে টিকটক অনুমোদন করতে রাজি হয়েছি যে, আমেরিকা টিকটক-এর ৫০ শতাংশ মালিক হবে। আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দাবি করেন, ইউক্রেনে যুদ্ধ শেষ করব, মধ্যপ্রাচ্যে বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটাবো। তিনি বলেছেন, আমি ইউক্রেনের যুদ্ধের অবসান ঘটাব, আমি মধ্যপ্রাচ্যে বিশৃঙ্খলা বন্ধ করব এবং আমি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হওয়া রুখবো। ওয়াশিংটন ডিসি-তে অনুষ্ঠিত মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন বিজয় সমাবেশে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আমরা আমাদের দেশকে আগের চেয়ে আরও বড় করতে যাচ্ছি। আমরা একটি ব্যর্থ, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের রাজত্বের অবসান ঘটাতে যাচ্ছি। ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও বলেছেন, আমরা আমাদের স্কুলগুলিতে দেশপ্রেম পুনরুদ্ধার করতে যাচ্ছি, আমাদের সামরিক ও সরকার থেকে মতাদর্শকে জাগিয়ে তুলতে যাচ্ছি। আমরা আবার আমেরিকাকে মহান করতে যাচ্ছি। ট্রাম্পের কথায়, এটি আমেরিকান ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক আন্দোলন, আমরা আমাদের দেশের সবচেয়ে মহাকাব্যিক রাজনৈতিক বিজয় অর্জন করেছি।

প্রাথমিক স্কুলে পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ টাকার দুর্নীতির অভিযোগ

প্রকাশ মণ্ডল, হুগলি, ২০ জানুয়ারি ঃ প্রাথমিক স্কুলে পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তারকেশ্বরের চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়েছে গোটা জেলা জুড়ে।জানা গেছে তারকেশ্বরের চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এর পক্ষ থেকে এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে পরিশ্রুত পানীয় জলের জন্য মোট ১১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাগানো হয় মেশিন।বাজারে সেই মেশিনের সর্বাধিক বিক্রয় মূল্য ৪৩ হাজার ৫০০ টাকা হলেও প্রকল্প মূল্য দেখানো হয়েছে ৯৭ হাজার ৯০০ টাকা।যা পঞ্চায়েতের তরফ থেকে প্রতিটি স্কুলেই লাগানো হয়েছে বোর্ড।অভিযোগ প্রতি বিদ্যালয় পিছু প্রায় ৫০ হাজার টাকার বেশি দুর্নীতি করেছে পঞ্চায়েত।অন্যদিকে মেশিন ইন্সটল করার জন্য ৫ হাজার টাকা করে নেওয়া হয়েছে প্রতিটি স্কুলের কাছ থেকে।বিরোধীদের এক যোগে অভিযোগ সব সরাকরি প্রকল্পে এই ভাবে হিসাব গরমিল করে কাট মানি খাচ্ছে নেতারা।যদিও এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতে গিয়ে প্রধান বা উপ প্রধান কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি।অর্থাৎ ক্যামেরার সামনে বিষয়টি নিয়ে কোনো ভাবেই মুখ খুলতে চাননি।আর এখানেই দৃঢ় হচ্ছে দুর্নীতির গন্ধ।

চন্ডীগড়ে ৯ দিল্লিতে ১১ ডিগ্রি, শীতে কাঁপছে জাতীয় রাজধানী

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি ঃ রাজধানী দিল্লিতে শীতের দাপট অব্যাহত, জাঁকিয়ে ঠান্ডা প।ছে পঞ্জাব ও হরিয়ানাতেও। পিছিয়ে নেই উত্তর প্রদেশও। সোমবার দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা। দিল্লির বিভিন্ন এলাকা সোমবার সকালে কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল। আবার চন্ডীগড়ে তাপমাত্রা পারদ নেমেছে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, সেখানেও সোমবার সকালে কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে। শীতের দাপট অব্যাহত রয়েছে পঞ্জাবেও। আর সোমবার সকালেও কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্ত। হালকা কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় দূর থেকে অস্পষ্ট দেখা যায় আগ্রার তাজমহলকে।

৪৭১ দিন পর ঘরে ফিরলেন ৩ ইজরায়েলি পণবন্দি, মুক্ত করা হল ৯০ প্যালেস্তিনীয়

২০ জানুয়ারি ঃ দীর্ঘ ১৫ মাস ধরে চলতে থাকা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান। ইজরায়েল ও গাজার মধ্যে কার্যকর হল যুদ্ধবিরতি চুক্তি। আর সেই চুক্তিমতো ৪৭১ দিনের

বন্দিদশা কাটিয়ে ঘরে ফিরলের তিন ইজরায়েলি। ১৯ জানুয়ারি এই তিন বন্দিকে রেডক্রসের হাতে তুলে দেয় হামাস। অন্যদিকে, ৯০ জন প্যালেস্তিনীয় বন্দিকে মুক্তি দেয় ইজরায়েল। ৪২ দিনের এই যুদ্ধবিরতিতে ধাপে ধাপে মুক্তি দেওয়া হবে বাকি বন্দিদেরও। দীর্ঘ জটিলতার পর কাতার, মিশর ও আমেরিকার উদ্যোগে সম্পন্ন হয়েছিল গাজা ও ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি। যদিও একেবারে শেষ মুহূর্তে হামাসের তরফে বন্দিদের নামের তালিকা না দেওয়ায় বেঁকে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এরপর নামের তালিকা প্রকাশ করা হয় হামাসের তরফে। জানানো হয়েছে, রোমি গনেন, এমিলি ডামারি, ডোরন স্টেইনব্রিচার নামের তিন মহিলাকে আপাতত মুক্তি দেওয়া হবে। সেইমতো ১৯ জানুয়ারি নির্ধারিত সময়ের থেকে তিন ঘণ্টা দেরিতে বন্দিদের তুলে দেওয়া হয় রেডক্রসের হাতে। বন্দিমুক্তির সেই মুহূর্তের ভিডিও লাইভ সম্প্রচার করা হয় তেল আভিভে প্রতিরক্ষা দপ্তরের বাইরে। যেখানে দেখা যায়, তিন মহিলাকে হামাসের গাড়ি থেকে থেকে বের করে আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের গাড়িতে তোলা হচ্ছে। তিনজন মুক্তি পাওয়ার পর উল্লাসে ফেটে পড়তে দেখা ইজরায়েলের জনতাকে। দেড় বছর পরিবারের সদস্যকে কাছে ফিরে এসে আনন্দে কেঁদে ফেলতে দেখা যায় ওই তিন মহিলা ও তাঁদের পরিবারকে। এদিকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হতেই গাজায় সাহায্য পাঠাতে পৌঁছে গিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ। আন্তর্জাতিক শান্তি কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে গাজার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে ৬৩০টি ট্রাক। এর মধ্যে ৩০০টি ট্রাক পৌঁছেছে শুধুমাত্র উত্তর গাজায়। যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই অঞ্চল। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হয় ইজরায়েল-হামাস সংঘাত। তারপর থেকে যুদ্ধবিরতির জন্য লাগাতার মধ্যস্থতা করছিল কাতার, মিশর, সৌদি আরবের মতো একাধিক দেশ। ইজরায়েলকে পূর্ণ সমর্থন দিলেও যুদ্ধ থামাতে উদ্যোগী হয় আমেরিকাও। সেইমতো চলতি জানুয়ারি মাসেই মিশরের কায়রোতে আলোচনায় বসে হামাস ও ইজরায়েলের প্রতিনিধিরা। দুপক্ষের বৈঠক সদর্থক হয়। শেষ পর্যন্ত জানা যায়, রবিবার তিন পণবন্দিকে মুক্ত করবে হামাস। যার মাধ্যমেই শুরু হবে যুদ্ধবিরতি। ধাপে ধাপে ৩৩ জন বন্দিকে ইজরায়েলের হাতে তুলে দেবে হামাস। অন্যদিকে, জেলেবন্দি ২ হাজার জন প্যালেস্তিনীয়কে মুক্ত করবে ইজরায়েল।

মহাকুম্ভের অষ্টম দিন, এযাব পুণ্যস্নান ৮.২৬ কোটির বেশি ভক্তের

প্রয়াগরাজ, ২০ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের অষ্টম দিনেও পুণ্যস্নান করলেন অসংখ্য ভক্তরা। সোমবার ভোররাত থেকেই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন ভক্তরা। এযাব ৮.২৬ কোটিরও বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন। সোমবার সকালে উত্তর প্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবারই ২২.৭৯ লক্ষের বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার ডুব দিয়েছেন। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ৮.২৬ কোটিরও বেশি ভক্ত পুণ্যস্নান করেছেন। গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মহাকুম্ভ মেলা। সোমবার অষ্টম দিনেও বিপুল সংখ্যক ভক্ত আসছেন প্রয়াগরাজে। মহাকুম্ভ মেলা চলবে ৪৫-দিন ধরে। উল্লেখ্য, শুধুমাত্র মকর সংক্রান্তির দিন ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃত স্নান কেছিলেন ৩.৫ কোটিরও বেশি মানুষ।

স্বামীজির স্মারক পুরস্কার পেলেন ড. শুভব্রত রায় চৌধুরী। কলকাতা বিড়লা মিউজিয়ামের প্রেক্ষাগৃহে আই বি আর এক সংস্থার সভাপতি এই পুরস্কার তুলে দেন। শুভব্রত বাবু প্রায় পঞ্চাশ শতকেরও বেশি সময় ধরে জনমানুষের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার প্রসার ঘটিয়েছেন এবং তিনি বহু তরুণ তরুণীদের স্বনির্ভর কর্ম পথে জীবিকার সন্ধানে চালিত করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন।

গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে মহিলার সন্তান প্রসব

মালিগাঁও, ২০ জানুয়ারি ঃ সাধারণ একটি ট্রেন ভ্রমণকে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্তে রূপান্তরিত করার মতো এক আকস্মিকঘটনায় বিহারের জনৈকা এক মহিলা গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনের ৪ নং. প্ল্যাটফর্মে একটি সন্তানের জন্ম দেন। মহিলাটি আগরতলা থেকে রানি কমলাপতি এক্সপ্রেসে করে বারাউনী যাচ্ছিলেন, সেই সময় তাঁর প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয়। এই খবর পেয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আধিকারিকরা দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবংমহিলাটিকে পরিবারের সদস্য সহ গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে

নামার পরামর্শ দেওয়া হয়। ট্রেনটি গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছনোর সাথে সাথে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর মহিলা কর্মী সহ রেলওয়ে চিকিৎসকরা দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং স্টেশনেই সফলভাবে সন্তান প্রসবের জন্য মহিলাটিকে সাহায্য করেন।

সন্তান জন্ম দেওয়ার পর মহিলাটিকে তাঁর স্বামীর সাথে তাৎক্ষণিকভাবে অ্যাম্বুলেন্সে করে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে প্রয়োজনীয় চিকিসার জন্য স্থানান্তরিত করা হয়। যে কোনও জরুরীকালীন পরিস্থিতিতে যাত্রীদের প্রতি প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সর্বদা প্রস্তুত।

বাসন্তীতে চাষের জমিতে মিললো এক নাবালিকার পচা গলা দেহ

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ২০ জানুয়ারি ঃ এবার চাষের জমিতে নাবালিকার দেহকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়।১০ দিন নিখোঁজ থাকার পর সোমবার এলাকার চাষের জমিতে মিললো এক নাবালিকার পচাগলা দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সু ন্দরবনের বাসন্তী থানার উত্তর চুনাখালি এলাকায়। খবর পেয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। স্থানীয়দের দাবি, ধর্ষণ ও খুনের পর প্রমাণ লোপাটে দেহ মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর নেপথ্যে কে? তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।জানা গেল, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার উত্তর চুনাখালি এলাকার বাসিন্দা ওই নাবালিকা। এলাকারই একটি স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ছিল সে। চলতি মাসের ১০ তারিখ থেকে বেপাত্তা ছিল নাবালিকা। পরিবারের তরফে নিখোঁজ ডায়েরি ও করা হয়। সোমবার দুপুরে নাবালিকার বাড়ির অদূরে একটি জলাজমিতে একটি হাত দেখতে পান এক কৃষক।আর তার পরেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশ কে। দেখা যায়, দেহটি ওই নাবালিকার। স্থানীয় বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে পাঠিয়েছে ময়না তদন্তের জন্য।প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে,খুন করে প্রমাণ লোপাটে নাবালিকার দেহ জমিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয়দের দাবি, ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে ওই ছাত্রীকে। কিন্তু কেন? পারিবারিক অশান্তি নাকি অন্য কিছু? নেপথ্যে কে? তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।দ্রুতই রহস্যভেদ হবে বলে আশাবাদী পুলিশ।আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

Name Change

I, Nilima Deb (old name) wife of Late Sukumar Deb, residing at AL-227 Salt Lake, Sector- 2, Sech Bhawan, North 24 Parganas, Pin- 700091, West Bengal, India, shall henceforth be known as Nilima Sendeb (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 17/01/2025. Nilima Sendeb (new name) and Nilima Deb (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Ashraf Hussein Ansari (Old Name) Son of Altaf Hussein Ahmed Ansari, residing at Shamim Palace 3rd Floor, Flat-302, 18/1, Hossain Shah Road , P.O.- Khidderpore, KOLKATA -700023 , West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ashraf Hussein Altaf Hussein Ansari (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, dated 20/01/2025. Ashraf Hussein Altaf Hussein Ansari (New Name) and Ashraf Hussein Ansari (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Yasin Ansari (Old Name) Son of Late Mohammad Shafique Ansari, residing at 462, G.T. Road, P.O.- Shibpur, Howrah-711102 , West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammed Yasin Ansari (New Name) as declared before the Notary at Kolkata, dated 15/01/2025. Mohammed Yasin Ansari (New Name) and Yasin Ansari (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Smriti Mahalanobis (Old Name) Daughter of Subhash Chandra Paul, residing at Fatepur, Uluberia, Dist- Howrah Pin- 711315 , West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Smriti Paul (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, dated 20/01/2025. Smriti Paul (New Name) and Smriti Mahalanobis (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Aminur Rahaman (Old Name) Son of Mamaladdin Sarkar, residing at Tetlakuri Beroil, Kushmandi Dakshin Dinajpur, Pin-733132, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Amenur Rahaman (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, dated 20/01/2025. Amenur Rahaman (New Name) and Aminur Rahaman (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Niaz Mohammad Khan & Md Asif Khan (Old Name) Son of Late Syed Amanullah Khan, residing at 12, Michael Dutta Street, P.O.- Khidderpore, KOLKATA -700023, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Asif (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, dated 06/05/2022. Md Asif (New Name) and Niaz Mohammad Khan & Md Asif Khan (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Anath Bandhu Nemo S/O Lt. Ashutosh Nemo resident of Beldiha, P.O.-Shyambazar, P.S.-Goghat, Dist.- Hooghly, W.B. 712122 India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name ANATH BANDHU NEMO S/o LT. ASHUTOSH NEMO instead of ANATH NEMO S/o LT. A.NEMO vide an affidavit sworn before the Notary Public at Hooghly on 20.01.2025. ANATH BANDHU NEMO S/o LT. ASHUTOSH NEMO and ANATH NEMO S/o LT. A.NEMO both are the same and one identical person.

Name Change

I KUDDUS MONDAL,S/O LATE MOFEJJEL MONDAL,R/O VILL-KHAGRADANGA,PO-DUTTAPULIA,PS-GANGNAPUR,NADIA,741504 ,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KUDDUS ALI MONDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/12/2024,THAT KUDDUS MONDAL AND KUDDUS ALI MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,MD AABID,SON OF MD FAROOQUE, RESIDING AT KASWARA,ALI NAGAR,PS - POLBA,HOOGHLY RURAL - 712102,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ABID,SON OF MD FARUQE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 17/01/2025.THAT MD AABID AND MD FARUQE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SK RAFIKUL(OLD NAME),S/O LATE SK REHAJUL ISLAM RESIDING AT VILL-OSHMANPUR,PO-GOPICHAK, PS-TALPATI GHAT COASTAL, DIST-PURBA MEDINIPUR,PIN-721431,WEST BENGAL HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK RAFIKUL ISLAM(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/01/2025.SK RAFIKUL (OLD NAME) AND SK RAFIKUL ISLAM(NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, SK ZAMALUDDIN(OLD NAME),S/O LATE SK ANWAR ALI@SHEIKH ANWAR ALI@ANWAR ALI SHEIKH, RESIDING AT 241, R.R.N.ROAD, BRAHMAPUR,PS-BANSDRONI,PIN-700096,WEST BENGAL HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK JAMAL UDDIN(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/01/2025.SK ZAMALUDDIN (OLD NAME) AND SK JAMAL UDDIN (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,SHAMA WAQAR(OLD NAME),W/O WAQAR AHMED RESIDING AT 28/H/12,SIR SYED AHMED ROAD,KOLKATA-700014.WEST BENGAL HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAMA PARVEEN (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/01/2025.SHAMA WAQAR(OLD NAME) AND SHAMA PARVEEN (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, MAINKAR DHANANJAY, S/o MAINKAR MADHAV, resident of E-7 Mahavan Apartment, Taranpur Road, Near Sachi Garden, Abhaynagar, Shree Mayapur, Bamanpukuar, Dist : Nadia, West Bengal 741313 do hereby declare that I have changed my name from MAINKAR DHANANAY to Dhananjay Madhav Mainkar and henceforth I shall be known as Dhananjay Madhav Mainkar in all purpose vide affidavit no. 19 sworn before the Notary Public at Ranaghat, West Bengal on 18 Jan 2025. Dhananjay Madhav Mainkar and MAINKAR DHANANJAY both are sameand one identical person.

Name Change

I, MAINKAR SHUBHANGI, W/o MAINKAR DHANANJAY, resident of E-7 Mahavan Apartment, Taranpur Road, Near Sachi Garden, Abhaynagar, Shree Mayapur, Bamanpukuar, Dist : Nadia, West Bengal 741313 do hereby declare that I have changed my name from MAINKAR SHUBHANGI to Shubhangi Dhananjay Mainkar and henceforth I shall be known as Shubhangi Dhananjay Mainkar in all purpose vide affidavit no. 20 sworn before the Notary Public at Ranaghat, West Bengal on 18 Jan 2025Shubhangi Dhananjay Mainkar and MAINKAR SHUBHANGI both are sameand one identical person.

Name Change

I, Basudev Khan (old name) son of Late Rampada Khan, residing at Vill: Keoradanga, P.O- Betberia, P.S- Bishnupur, Diamond Harbour, Pin: 743503, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Basudeb Khan (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 15/01/2025. Basudev Khan (old name) and Basudeb Khan (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি আজিবুল সেখ পিতা ̐ কাদু সেখ আধার কার্ডে আমার নাম রাজিবুল সেখ আছে। ৩০-১২-২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আজিবুল সেখ ও রাজিবুল সেখ উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম আজিবুল সেখ গ্রাম- শ্যাম নগর, পোস্ট- বেরিজ নদিয়া।

Name Change

I,SAJIB KUMAR DUTTA,SON OF SUJIT DUTTA,RESIDING AT 85/1 VIVEKANANDA ROAD,PO - BARASAT, NORTH24PARGANAS - 700124,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAJIB DUTTA VIDE AN AFFIDAVIT NO 21 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 20/01/2025.THAT SAJIB KUMAR DUTTA AND SAJIB DUTTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Sk Ali Ahmad (Old Name) son of Late Sk Kibria Ahammed, residing at Vill. & P.O.- Haroa, P.S.- Haroa, Basirhat, Pin- 743425, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Ali Ahmmed (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/01/2025. Sk Ali Ahmmed (New Name) and Sk Ali Ahmad (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I,Janice Chen,Chen Mew Ling,Chen Mewling Janice (Old Name),D/o Late oichin Chen, residing at 2,Bow Street,P.O & P.S- Bowbazar,Kolkata - 700012,WB, have changed my name and henceforth shall be known as Mew Ling Chen(New Name).That Janice Chen,Chen Mew Ling,Chen Mewling Janice and Mew Ling Chen both are same and one identical person before The Ld. 1st class judicial magistrate at Calcutta on 16/01/2025

Name Change

I, SMITA SUBHAS BISWAS (Old Name) D/O SUBHAS RANJAN BISWAS Residing at 3/1, Biplabi Pulin Das Street, P.O.-Raja Ram Mohan Sarani, P.S.-Amherst Street, District - Kolkata, Pin - 700009, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SMITA BISWAS (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 20-01-2025. SMITA SUBHAS BISWAS (Old Name) and SMITA BISWAS (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, OSMAN GANI MONDAL (Old Name) S/O SAHAJAHAN MONDAL Residing at 99, Sheikh Para Lane, Santragachi, P.S.-Chatterjeehat, District - Howrah, Pin - 711104, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as OSMAN GONI MONDAL (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 20-01-2025. OSMAN GANI MONDAL (Old Name) and OSMAN GONI MONDAL (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Gopal Kedia (Old Name) S/o Hariram Kedia Residing at 9 M.K Road, Haora (M.Corp), District - Howrah, Pin - 711101 West Bengal India shall henceforth be known as Gopal Das Kedia (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 20-01-2025. Gopal Kedia (Old Name) and Gopal Das Kedia (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Niharendu Mazumder (Old Name) S/o Swarajit Majumder Residing at 232/1, Tiljala Road, BDPS, Gobinda Khatick Road, District - Kolkata, Pin - 700046 West Bengal India shall henceforth be known as Niharendu Majumder (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 20-01-2025. Niharendu Mazumder (Old Name) and Niharendu Majumder (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mousumi Mukherjee D/o Late Binoy Bhusan Dutta Residing at 21/24, M.B Road, Ranibala Aptc, Bl-B, 2nd Floor Kalabagan, P.o - Birati, P.S. - Airport, District - 24 Pgs(N), Pin- 700051, West Bengal India that my deceased father who previously known as Binoy Dutta shall henceforth be known as Binoy Bhusan Dutta by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-01-2025. I Declare that My deceased Father Binoy Dutta and Binoy Bhusan Dutta both are same and one identical person.

Name Change

I, Balaram Kuiti S/o Late Krishna Kanta Kuity Residing at Vill+P.o - Natshal, P.s - Mahishadal, District - East Medinipur, Pin- 721603 West Bengal India shall henceforth be known as Balaram Kuity. I declare that Balaram Kuiti and Balaram Kuity is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-01-2025.

Name Change

Aboul Hossain Molla (old name) son of Mohsin Ali Molla (old name) Address -Bankra Paschim Para, Badam tala PS - Domjur Dist, Howrah-711403 which is recorded in my Passport but my original and correct name Abul Hossain Molla (new name) son of Mahasin Molla (new name) which is recorded in my all documents by the Notary affidavit at Howrah dated on 14/01/2025 assured that all statements are true to the best of knowledge and belief.

খুলে গেল তোর্ষা চা বাগান, বকেয়া বেতন পাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে খুশি শ্রমিকমহল

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২০ জানুয়ারি ঃ পাঁচ মাসেরও বেশি সময় ধরে বাগান বন্ধ। চা বাগানের শ্রমিকদের বেতনও বন্ধ ছিল আগে থেকেই। চরম আর্থিক দুরবস্থায় কাটাচ্ছিল শ্রমিক পরিবারগুলি। নতুন বছরে হাসি ফুটল সেসব পরিবারের। পুনরায় চা বাগানে কাজ শুরু হবে। সোমবার সকালে সেই কথা জানার পরেই উচ্ছ্বসিত শ্রমিকরা। আলিপুরদুয়ারের তোর্ষা বাগান আবার খুলে গেল। ওই বাগানের মালিকানা হস্তান্তর হয়েছে। মাঝের ডাবরি চা বাগান কর্তৃপক্ষ এই বাগানের দায়িত্ব নিয়েছেন। এদিন মালিক পক্ষের চেয়ারম্যান চিন্ময় ধর শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন। জানা গেছে, তোর্ষা চা বাগানে এই মুহূর্তে ৬৬২ জন শ্রমিক কাজ করতেন। বেশ কয়েক বছর ধরে ওই চা বাগান লোকসানে চলছিল। শ্রমিকদের সংখ্যাও আগের তুলনায় কমিয়ে আনা হয়। কিন্তু বাগানের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছিলেন না কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকদের বেতন আগেই অনিয়মিত হয়ে গিয়েছিল বলে খবর। পরে গত বছরের আগস্ট মাস থেকে বেতন পুরোপুরি বন্ধ করে হয়ে যায়। বাগানও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঘটনায় চিন্তায় পরে শ্রমিক পরিবারগুলি। মাসের পর মাস কাটলেও কোনওভাবেই বাগান খোলেনি। ফলে প্রবল আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়ে পরিবারগুলি। বহু শ্রমিক অন্যত্র কাজের জন্য যান। অনেকে ভিন রাজ্যে কাজের জন্যও চলে গিয়েছেন। কেউ আবার অন্য চা বাগানে কাজ শুরু করেছেন। এই অবস্থায় দিন কয়েক আগে থেকেই শোনা গিয়েছিল আবারও ওই তোর্ষা চা বাগান খুলবে। নতুন করে আবার কাজ শুরু হবে। সেই কথাই জানাতে এদিন ডাবরি চা বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে চিন্ময় ধর গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানান, শ্রমিকদের দুশ্চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। সকলেই আবারও বাগানে কাজ পাবেন। বকেয়া বেতনও সব মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। বাগানের কাজ দ্রুত শুরু হবে বলেও খবর।

মাদক সহ গ্রেফতার এক মহিলা

দুরন্ত বার্তা, নকশালবাড়ি, ২০ জানুয়ারি ঃ বাড়িতে মাদক বিক্রি! গ্রেফতার মহিলা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ২৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও ৮৩৪০০ টাকা সহ মহিলাকে গ্রেফতার করল নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম পঞ্চমী অধিকারী, নকশালবাড়ির দয়ারাম জোতের বাসিন্দা। ধৃতকে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গতবছর মাদক সহ পঞ্চমীর স্বামী বিমলকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।

নোটিশ

আমার ক্লায়েন্ট পরিমল পল, সুরেশ পলের ছেলে এবং পরিমলের স্ত্রী সাইবাকি পল, উভয়েই থাকেন ২৬১, দম দম রোড, দক্ষিণ দম দম (এম), পোঃ মতিঝিল, থানা- দমদম, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৭৪, এতদ্বারা আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এই চিঠিটি লিখুন যে অতিরিক্তের অফিসে বিক্রয়ের জন্য একটি মূল চেইন চুক্তি নিবন্ধিত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার কসিপুর, দম দম এবং ২০০৫ সালের জন্য নং ৬৪৯৪ এবং এছাড়াও ১৭.০১.২০২৫ তারিখে জিডি এন্ট্রি নং ১২৩৮ এর মাধ্যমে লেক টাউন থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করেছেন। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন, এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই সমর্থক ডকুমেন্টারি সাক্ষ্য সহ অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি থাকে তা বলে গণ্য করা হবে। মওকুফ করা হয়েছে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
উকিল
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

NOTICE INVITING E-TENDER FOR WORK CONTRACT
KEORADANGA GRAM PANCHAYAT

Invites Online / e-Tender for (i) **N.I.eT. No. 42/KGP/BISH-I/2025,** Dated: **09/01/2025** for the Construction of Concrete Road, Fund: 5 th SFC (Untied) and (ii) **N.I.eT. No. 59/ KGP/BISH-I/2025,** Dated: **14/01/2025** for the Construction of **6(Six) No.s of Concrete Covered Drain with Soak Pit,** Fund: **15 th CFC Basic Grant (Tied). Its Online Bid Submission date closes on 22.01.2025 till 12.00 Noon** respectively. For further details please contact physically with the undersigned.

Sd/-
Pradhan
Keoradanga Gram Panchayat
Under Bishnupur-I Dev. Block
Village- Rajakgohalia, P.O.- Dosatina, South 24 PGS

Office of the
Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura

Notice inviting e-Tender No-1) **NIeT-14/2024-25 (Tender ID-2025_ZPHD_803563)** 2) **NIeT-15/2024- 25 (Tender ID-2025_ZPHD_803565)** 3) **NIeT-16/2024-25 (Tender ID-2025_ZPHD_803566)** Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 10 no (Ten) works. Last date of documents download & bid submission is **28 th jan 2025 at 6:30 p.m**. For details please visit website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

NOTICE

We Goutam Mandal S/o Krishna Chandra Mandal and Manvi Mandal W/o Goutam Mandal of NRS Housing Co-operative Society, Nayabad, PO+PS-Panchasayar, Kol-94, WB had purchased a land/ property jointly scheduled below from Power of Attorney holder Mithu saha (Paul) W/o Sumangal Saha A-9, Garia, Nayabad Prantik, PO+PS-Panchasayar, Kol-94. 24 Pgs(S), Book-1, Volume No-1630-2022, Pages from 87356 to 87372, bring No-163001920/2022 dated 29-03-22, DSR.V. 24Pgs(S). If anybody has any objection on mutation of said Property/Land, please inform office of the BL & LRO, Block-Kolkata in writting or over e-mail-bllroatm@gmail.com within one month from the date of this advertisement.Land schedule Mouza-Nayabad Dag NO-110, JL-25, LR Khatian-145

Office of the
Tapna Gram Panchayat
Samruk, Uluberia, Howrah
Notice Inviting E-Tender

Tender Ref: (i) TAP/e-NIT-01/2024-25 (ii) TAP/e-NIT-02/2024-25 DATE: 20-01-2025 BID SUB. CLOSING DT: 27-01-2025 AT 11 AM Technical bid opening DT **29-01-2025 AT 11 AM** Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Tapna Gram Panchayat, Uluberia-I Block for implementation of FOUR(04) No. work within Tapna Gram Panchayat, Howrah. Details are available in (**http://wbtenders.gov.in & http://etender.wb.nic.in**) and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Tapna Gram Panchayat

সিকিমে বিপর্যয়ের জেরে পরিযায়ীর সংখ্যা কম

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ জানুয়ারি ঃ সিকিমে হ্রদ বিপর্যয়ের জেরে গত বছরের পর এবার শীতেও জলপাইগুড়ি তিস্তা, গজলডোবায় পরিযায়ী পাখির সংখ্যা কম। গণনার পর এমনটাই দাবি জলপাইগুড়ি Birdwatchers's society এর সদস্যদের। ৪-১৯ জানুয়ারি এশিয়ান ওয়াটার-বার্ড সেন্সাস হয় জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তা, গজলডোবা, ফুলবাড়ি সহ জলপাইগুড়ির আরও কয়েকটি জায়গায়। Birdwatchers's society এর সভাপতি বিশ্বপ্রিয় রাউত এবং সদস্য মৌসুমী দত্ত বলেন, সিকিমে হ্রদ বিপর্যয়ের জেরে এবারও গজলডোবায় অনেক পাখি আসেনি বলে আক্ষেপ জলপাইগুড়ির পাখিপ্রেমীদের।

উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রাক্তনীদের মেলবন্ধন

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ২০ জানুয়ারি ঃ বিদ্যালয়েরর খেলা যেন মিলন মেলায় পরিনত হল উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দেখা গেলো প্রাক্তনীদের মেলবন্ধন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্যেই উঠে এলো স্কুল জীবন থেকে স্কুলের শিক্ষক জীবনের বিভিন্ন ফেলে আসা স্মৃতি। মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার অন্তর্গত জীবন্তির উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলে ছিল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সকাল ১১ টার সময় বর্ণাঢ্য মার্চ মাঠে করে জাতীয় সংগীত, পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা করেন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক কাজল কুমার ভৌমিক এবং সেলিম মোঃ সালে, উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আলঙ্গির কবির, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এবং 'সোহরাওয়ার্দী পরিবার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার' বই এর স্রষ্টা আলিমুজ্জমান, ক্রীড়া শিক্ষক মোঃ বাসারুদ্দিন, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি মসির আলী ছাড়াও উদয়চাঁপুর হাইস্কুলের সমস্ত শিক্ষক- শিক্ষিকাবৃন্দ। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম প্রধান শিক্ষক মানোয়ার হোসেন এর স্ত্রী তথা এই স্কুলেরই প্রাক্তন শিক্ষিকা আলেয়া হোসেন, তার ছেলে ডক্টর মোহতাসিম আলম প্রমুখ। উল্লেখ্য উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বড়ো ঐতিহ্য রয়েছে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার এই স্কুলের যে সমস্ত শিক্ষার্থী প্রথম, দ্বিতীয় হয় তাদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিন মানুয়ার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার হিসাবে স্কলারশিপ দেওয়া হয়। এবছর ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আর একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় হল ক্রীড়া শিক্ষক মোঃ বাসারুদ্দিন সাহেবের স্কুল জীবনে অবসর গ্রহণ করবেন, তাকে সমধর্না জানাতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। খেলার শেষে সমস্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের স্ত্রী তথা স্কুলের শিক্ষিকা আলেয়া হোসেন বলেন ১৯৬৭ সালে এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা এবং প্রথম প্রধান শিক্ষক। তাই মানোয়ার হোসেন মানে এই স্কুলে রক্তের টান, নাড়ীর টান। সে সারাজীবন এই স্কুলের উন্নতির জন্য ভেবেছেন। তার চলে যাওয়ার পর ২০০০ সাল থেকে অসহায় এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার কথা মাথায় রেখে মানুয়ার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার চালু করা হয়। আজ খুব ভালো লাগছে যে মানোয়ার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার ২৫ বছরে পদার্পন করলো। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এবং লেখক আলিমুজ্জমান বলেন একটা সময় ছিল যখন গ্রামের মেয়েরা পড়াশোনায় এগিয়ে আসতে চাইতো না, পারিবারিক এবং সামাজিক সমস্যা ছিল কিন্তু ১৯৯৫ পর অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছিল সেই তুলনায় এখন মেয়েরা যেমন এগিয়ে তেমনি স্কুলের অনেক উন্নতি হয়েছে। আমি থাকাকালীন অল্প শিক্ষক নিয়ে স্কুল চালিয়েছি, তাদের মধ্যে অনেকেই ডাক্তার, মাষ্টার, সাংবাদিক এই কথা ভেবে খুব ভালো লাগছে। ন্ড সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক সেলিম মোঃ সালে বলেন বর্তমানে মোবাইলে বন্দি জীবন এর মধ্যেই স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সুন্দর পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীদের উৎসাহ আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাছাড়া এই স্কুলের মানুয়ার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার কথা জানতে পেরে আরও ভালো লাগছে। ভবিষ্যতে এই স্কুল আরও এগিয়ে যাবে এই কামনা করি।

Office of the
Nowpukuria Gram Panchayat
Vill – Dholtikari, P.O. – Makhna
Falta , South 24 Parganas
NOTICE INVITING TENDER No. NOW/GP/11

Sealed Tender is invited from the bonafide resourceful bidders for the execution of the work: Construction of Road at 2 (Two) different places. Source of Fund: 5th SFC (un-tied)/ 2024-25. Last date of submission of Bid on **26.01.2025 up to 11.00 AM**. Bid Opening Date on **28.01.2025 at 11.30 am**. For details please visit the office of the undersigned on working days.

Sd/-Prodhan
Nowpukuria Gram Panchayat

Office of The
Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-14/EO/24-25 Dt. 20/01/ 2025 for 07 nos. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity.**Tender ID- 2025_ZPHD_803730_1 to 2025_ZPHD_803730_7.** Detail information will be available from the website **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ /১২/১৩ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ **www.hmcgov.in**
WB- HMC/NIT/ED/18/EE-II/24-25 **Date: 18.01.2025**
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া পৌরনিগম এলাকার অধীনে বিভিন্ন ওয়ার্ডে সিমেন্ট কংক্রিট ও বিটুমিনাস কাজের জন্য এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (রাস্তা), এইচএমসি দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে নামী, সম্পদশালী এবং অনুরূপ কাজের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন ঠিকাদারদের কাছ থেকে। কাজের প্রকৃতি। বিশদভাবে সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং **EE-II/https://wbtenders.gov.in** (টেন্ডার আইডিঃ- **2025_MAD_803004**) বিভাগ থেকে পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ০১.০২.২০২৫ **বিকাল ৫.০০** পর্যন্ত হাওড়া পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ ছাড়াই কোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

১৪৯ (৩) /২৪-২৫
২০.১.২৫

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

Office of the
Nowpukuria Gram Panchayat
Vill – Dholtikari, P.O. – Makhna
Falta , South 24 Parganas
NOTICE INVITING TENDER No. NOW/GP/10

Sealed Tender is invited from the bonafide resourceful bidders for the execution of the work: Construction of Road at 2 (Two) different places. Source of Fund: **15th FC (un-tied)/2024-25**. Last date of submission of Bid on **26.01.2025 up to 11.00 AM**. Bid Opening Date on **28.01.2025 at 11.30 am**. For details please visit the office of the undersigned on working days.

Sd/-Prodhan
Nowpukuria Gram Panchayat

OFFICE OF THE
DHULAURI GRAM PANCHAYAT
Domkal, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER NO-13/5TH SFC/2024-25

For and on behalf of the Prodhan, Dhulauri Gram Panchayat, invites sealed percentage rate tenders for total 5 (Five) Nos. similar works. Source of Fund: 5 th SFC. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website **http://wbtenders.gov.in** from **20.01.2025 at 12.00 Hours to 29.01.2025. up to 12.00 Hours.** The pre-qualification documents alone will be opened on **06.02.2025 at 12.00 hours.**

Sd/- Prodhan
Dhulauri Gram Panchayat

Office of the
Polgustia Gram Panchayat
P.O.-Polgustia, P.S.-J.B.Pur, Dist.-Howrah, Pin:-711414.
NOTICE INVITING e-TENDER No. (1) 414/e-NIT/Pol -GP/24-25 (2) 415/e-NIT/Pol-GP/24-25

For and on behalf of the Polgustiaa Gram Panchayat, The Pradhan invites Percentage Rate tenders through E-tendering for 18(Eighteen) Nos. different works. Bid Submission Start Date: **20/01/ 2025 At 6.00PM**. Bid Submission End Date **27/01/2025 At 2.00PM**. Bid Opening Date (Technical) **29/ 01/2025 At 2.00 PM**. For details visit **https://wbtenders.gov.in/**

Sd/-Pradhan
Polgustia Gram Panchayat

বাংলাদেশিদের ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করল বিএসএফ এবং স্থানীয়রা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ জানুয়ারি ঃ সীমান্ত টপকে বাংলাদেশিদের ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করল বিএসএফ জওয়ান এবং স্থানীয়রা। সোমবার সকালে মালদার কালিয়াচক ৩ নম্বর ব্লকের বাখরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের সুকদেবপুরে এই ঘটনায় তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশিরা ভারতীয় নাগরিক ও বিএসএফ জওয়ানদের উপর হামলা চালায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে বাধ্য হয় বিএসএফ। বিএসএফ জওয়ান ও স্থানীয়দের তাড়ায় বাংলাদেশিরা সীমান্ত থেকে পালিয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশাল বিএসএফ বাহিনীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আধিকারিকরাও। ঘটনার সূত্রপাত, সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় জমিতে ফসল নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল বাংলাদেশি দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আগে থাকতেই এলাকা উত্তপ্ত ছিল। এদিন সকালে তাঁদের জমিতে ফসল নষ্ট করার বিষয়টি দেখাতে বিএসএফ জওয়ানদের কাঁটাতারের ওপারের জমিতে নিয়ে যান সুকদেবপুরের কৃষকরা। সেই সময় তাঁদের উপর হামলা চালায় বাংলাদেশিরা। ইঁট-পাথরের সঙ্গে বোমাও ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ।

সঞ্জয়-এর বেশি সাজা পাওয়া উচিত ছিল ঃ গৌতম দেব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি ঃ আমি খুশি নই, যাবজ্জীবন সাজা ওর জন্য নয়, ওর এর থেকেও বেশি সাজা পাওয়া উচিত ছিল। আজ এই কথাই জানালেন মেয়র গৌতম দেব। আজকে শিয়ালদা আদালতে সঞ্জয় রাই এর সাজার কথা ঘোষণা করে। সেখানে সঞ্জয়-এর যাবজ্জীবন সাজার কথা ঘোষণা করে আদালত। আদালতের এই রায় সন্তুষ্ট নন শিলিগুড়ির মেয়র। তিনি আজকে জানালেন আমি খুশি নই, ওর আরো বেশি সাজা পাওয়ার কথা ছিল। ওর বাবা মার মনে কি চলছে এটা একমাত্র বাবা-মাই বুঝতে পারবে। আজকে অন্যান্য জায়গার মতো আমিও খুশি নই জানালেন মেয়র। তিনি আরো জানালেন আমি একজন সাধারণ নাগরিক, তাই আমার বেশি কথা বলা উচিত না তবে আমি মনে করি এই সাজা যথেষ্ট সাজা নয়, আমার কাছে এই সাজা সামান্যতম সাজা সবচাইতে জঘন্যতম অপরাধের জন্য। আমি মনে করি ও যে অপরাধ করেছে অন্য থেকে জঘন্যতম , এর জন্য ওর সর্বোচ্চ সাজা পাওয়া উচিত ছিল।

Tender has invited by the Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity for **Construction for Drinking Water, Toilet, Road, ACR & Dining Hall, NIT No. 17/PUR/ EO/24-25 Dt.-17.01.2025, Tender ID No. 2025_ZPHD_802843 SL No. 1_9**. Last date for submission of Tender: **25/01/25 up to 4.30 P.M. NIT No. 18/PUR/BDO/24-25 Dt-20.01.2025, Tender ID No 2025_ZPHD_803899 SL No. 1. Last date for submission of Tender: 04/02/ 25 up to 5.00 P.M. wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
PursurahHooghly**

মৃত্যু প্রৌঢ়ের

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ২০ জানুয়ারি ঃ বীরভূমের দুবরাজপুরে পুকুরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন এক প্রৌঢ়। সোমবার পুকুর থেকে ওই প্রৌঢ়ের নিথর দেহ উদ্ধার হয়েছে। রবিবার সকাল ৯টা নাগাদ দুবরাজপুরের নায়েকপাড়ার বাঁধা পুকুরে তিনি স্নান করতে নামেন। এরপর থেকেই তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে বাসিন্দাদের দাবি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষে রবিবার রাতে ওই ব্যক্তির নিখোঁজের অভিযোগ স্থানীয় থানায় জানায় তাঁর পরিবার। সোমবার দুপুর একটা নাগাদ পুকুর থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরিবার সূত্রে খবর, মৃতের নাম শিবু মেটে (৬০)। তাঁর বাড়ি দুবরাজপুরের নায়েকপাড়ার কাছে মেটে পাড়ায়। এটা খুন নাকি নিছকই দুর্ঘটনা সেটিও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

ভারত সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় চেয়ারপার্সন,
জাতীয় জীব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞাপন
বিজ্ঞাপন নং J-22018122003-CSC(BC) Vol.III

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক জাতীয় জীব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের (রাষ্ট্রীয় জৈব বিভিধাতা প্রাধিকার) চেয়ারম্যানের পদটি পূরণ করবে। কর্তৃপক্ষটি ১ অক্টোবর ২০০৩ - এ প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং ৯০৬ এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জৈবিক বৈচিত্র্য আইন ২০০২ এর ধারা ৮ এর উপধারা (১) এবং (৪) দ্বারা (২০০৩-এর ১৮) কর্তৃপক্ষ হল একটি সংস্থা এবং এর প্রধান কার্যালয় চেন্নাইতে।

বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি রুলস, ২০২৪-এর বিধি ৩(২) অনুযায়ী চেয়ারপার্সনের নিয়োগ স্বল্পমেয়াদী চুক্তি সহ ডেপুটেশন ভিত্তিতে বা সরকারের বাইরে থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে করা হবে যদি নিয়োগটি সরকার থেকে ডেপুটেশনের মাধ্যমে হয় বা অল্প সময়ের জন্য -মেয়াদী চুক্তিতে আবেদনকারী ভারত সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার নিচে থাকবেন না।

জৈবিক বৈচিত্র্য আইন ২০০২-এর ধারা ৮(৪)(এ) অনুসারে চেয়ারম্যান একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হবেন যার পর্যাপ্ত জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা আছে ব্রোলজিক্যাল বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার এবং সুবিধার ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত ভাগাভাগি সংক্রান্ত বিষয়ে জৈবিক বৈচিত্র্য আইন, ২০০২-এর ধারা ১০ অনুযায়ী চেয়ারপার্সন হবেন প্রধান নির্বাহী ন্যাশনাল বায়োলজিক্যাল অথন্টি এবং এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে এবং নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করবে।

চেয়ারপার্সন নিয়োগ প্রকাশের তারিখ থেকে ৩ বছরের মেয়াদের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং পুনরায় নিয়োগের জন্য যোগ্য হবেন তবে শর্ত থাকে যে, কোনো চেয়ারপার্সন পঁয়ষট্টি বছর বা তার মেয়াদ পূর্ণ হলে তিনি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না। চেয়ারপার্সন নিয়োগের ক্ষেত্রে অফিসের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। সরকার থেকে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ ডেপুটেশন বা স্বল্পমেয়াদী চুক্তির ভিত্তিতে অফিসের কার্যকাল তিন বছর বা বরখাস্তের তারিখ পর্যন্ত যেটি আগে হবে।

জৈবিক বৈচিত্র্য বিধি, ২০২৪-এর বিধি ৫ অনুসারে, চেয়ারপার্সন ভারত সরকারের একজন সচিবের সমতুল্য বেতন পাওয়ার অধিকারী হবেন যদি একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে চেয়ারপার্সন হিসাবে নিয়োগ করা হয় তবে বর্তমান আদেশ অনুসারে বেতন নির্ধারণ করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধরনের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রার্থীদের কমপক্ষে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে এবং বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলি মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান সহ সিনিয়র স্তরে কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারে জয়ী হওয়ার কমপক্ষে ৫ বছরের ব্যয়। তাকে অবশ্যই প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক ফোরামের অধীনে অ্যাক্সেস এবং সুবিধা ভাগ করে নেওয়ার সাথে সম্পর্কিত বর্তমান উন্নয়নের সাথে ভালভাবে পারদর্শী হতে হবে জীববৈচিত্র্যের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা, আন্তর্জাতিক আলোচনায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা এবং আইনি সমস্যাগুলির একটি উদ্যোগ বাঞ্ছনীয় হবে।

সরকার তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে অসামান্য / যোগ্যতার আবেদনকারীর ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রয়োজনীয়তার এক বা একাধিক শিথিল করতে পারে।

২৮।০২।২০২৫ (মধ্যরাত) বা তার আগে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট **www.moet.gov.in**-এ অনলাইনে আবেদন জমা দিতে হবে।

উপদেষ্টা/বিজ্ঞানী 'জি'
CS-III (জীববৈচিত্র্য) বিভাগ
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক ইন্দিরা পরিবেশন ভবন, জোর বাগ রোড, আলিগঞ্জ নিউ দিল্লি-১১০০০৩
Cbc 13101/11/0020/2425

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ক্যাটারিং ইউনিটের (স্পেশাল মাইনর ইউনিট) জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-৪৭০-এপি-সিএটিজি। লট নিলাম শুরু (সকল লট) ঃ** ২৭-০১-২০২৫ তারিখে **১১:০০** টা; **একক দর ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **দিন ঃ** ১৮২৬।

ক্রম নং	লট নং/ শ্রেণী	বর্ণনা
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এসএমইউ-১৯-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	দিনহাটা রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-১ -এ চায়ের স্টল-১।
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯৬-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	নিউ কোচবিহার স্টেশনে পিএফ-৬-৭ -এ জুস বার/তাজা ফল।
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-কেওজে-এসএমইউ-৭৯-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	কোকরাঝার রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-২-৩ -এ চা স্টল-২।
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯১-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-২-৩ -নম্বরে চায়ের স্টল।
এএ/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯৫-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-৪-৫ -এ চায়ের স্টল।
এএ/৬	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯৪-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-৪-৫ -নম্বরে জুস বার/তাজা ফল।
এএ/৭	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এসএমইউ-১৬-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	দিনহাটা রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-১ -এ চায়ের স্টল-২।
এএ/৮	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৮৮-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-৪-৫ -এ চায়ের স্টল-২।
এএ/৯	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯৭-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-৬-৭ -এ জুস বার/তাজা ফল।
এএ/১০	সিএটিজি-এপিডিজে-কেওজে-এসএমইউ-২১-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	কোকরাঝার রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-১ -এ চায়ের স্টল-১।
এএ/১১	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এসএমইউ-১৪-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	দিনহাটা রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-২ -তে চায়ের স্টল-২।
এএ/১২	সিএটিজি-এপিডিজে-কেওজে-এসএমইউ-৮০-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	কোকরাঝার স্টেশনে পিএফ-১ -এ জুস বার/তাজা ফল - ২।

নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় ঃ ২৭-০১-২০২৫ তারিখে **১৩:২০** টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্থানে পার্কিং চুক্তি

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্থানে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ সি-এপি-পার্কিং-৩২, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ** ২৩-০১-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৩-০১-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১০৯৫।

এসইকিউ নং	লট নং./ক্যাটাগরি	স্থান
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-টিডব্লিউ-২১-২৩-২ (পার্কিং-দুই চাকা)	আলিপুরদুয়ার জংশনে এমএফসি অফিসের সামনের স্থানে।
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-এনওকিউ-টিডব্লিউ-৬-২৩-১ (পার্কিং-দুই চাকা)	নিউ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায়।
এবি/১	পার্কিং-এপিডিজে-বিএক্সটি-এমএক্স-১৫-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বামনহাট (বিএক্সটি) রেলওয়ে স্টেশনে।
এবি/২	পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএক্স-৩৬-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	চ্যাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে।
এবি/৩	পার্কিং-এপিডিজে-কেএএমজি-এমএক্স-১২-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে।
এবি/৪	পার্কিং-এপিডিজে-সিওবি-এমএক্স-১৬-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে।
এবি/৫	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনকিউ-এমএক্স-৪-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বানরহাট রেলওয়ে স্টেশনে।
এবি/৬	পার্কিং-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এমএক্স-২৪-২৪-১ (পার্কিং-মিক্সড)	দিনহাটা (ডিএইচএইচ) রেলওয়ে স্টেশনে।
এবি/৭	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনভি-এমএক্স-৩৮-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে।
এবি/৮	পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-এমএক্স-২২-২৩-৪ (পার্কিং-মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার জংশনে।

উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Ex. Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-V/G.R.U., KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

1. NIT No. : KMC/LTG/AA/34/24-25/133
Name of work : **Improvement of lighting works at Bhanga Khal, Kanchantalla, Birjun Nallah and other surrounding areas in Ward No.-141**. Estimated Amount : **Rs. 4,23,009.21**. Earnest Money: **Rs. 8,500.00**. Period of Completion: **10 Days**.

2. NIT No. : KMC/LTG/AA/33/24-25/132
Name of work : **Installation of light with poles infront of Meghna Market, Lal Bari and Bada Shaheb Hath in Ward No.-138 under the Kolkata Municipal Corporation. Borough-XV**. Estimated Amount : **Rs. 4,01,712.35**. Earnest Money: **Rs. 8,500.00**. Period of Completion: **10 Days**.

3. NIT No. : KMC/LTG/AA/35/24-25/134
Name of work : **Improvement and installation of lights in Nadial Village Road, Kailash Mistry Lane and Nadial Hospital Lane and Bye Lane in Ward No.-141**. Estimated Amount : **Rs. 4,51,044.79**. Earnest Money: **Rs. 9,500.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of submission of bid: **30.01.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **22.01.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 3) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3). For corrigendum/addendum, etc. if any, the same website has to be seen. (for sl. no. 1 to 3).

The **Ex. Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-VI, KMC** invites e-tender online two bid system for following works :

1. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/41/24-25
Name of work : **Improvement of street lighting system by LED fittings from Kanch Masjid to Betheny Asram at D.H. Road and other surrounding areas in Ward No.-124**. Estimated Amount : **Rs. 4,42,418.00**. Earnest Money: **Rs. 8,900.00**. Period of Completion: **15 Days**.

2. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/39/24-25
Name of work : **Supply of electrical items of street lighting system at Banstala, Nabapally, Master Society, Barma Colony and other different areas in Ward No.-143**. Estimated Amount : **Rs. 2,97,066.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

3. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/42/24-25
Name of work : **Supply of electrical items of street lighting system at Barobagan, Purba Barisha, Majhi Para, Sabuj Pally and other different areas in Ward No.-124**. Estimated Amount : **Rs. 2,64,028.00**. Earnest Money: **Rs. 5,300.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of submission of bid: **30.01.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 3). Date of tender opening for technical purpose: **01.02.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 3). The bid forms and other details are available on **21.01.2025 (6 p.m.)** (for sl. no. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Br-I/Zone-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

1. NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD1/21/24-25
Name of work : **Improvement of bustee lighting system at Raja Bagan Bustee in Ward No.-01**. Estimated Amount: **Rs. 1,75,423.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.

2. NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD9/12/24-25
Name of work : **Improvement of park lighting system at Kumartuli Dolna Park, Kumartuli Park and other parks in Ward No.-09 under Borough-1**. Estimated Amount: **Rs. 1,98,352.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Time of Completion: **20 Days**. Last date and time of bid submission: **31.01.2025** at **1.15 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on **21.01.2025** from **5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (E)/LTG-HQ/KMC** invites e-tender online quoted rate in two bid system for following works :

1. NIT No. : KMC/EE(E)/LTG/CMO/118/24-25
Name of work : **Miscellaneous electrical repairing & replacement works at different Deptt. of CMO Building**. Estimate Amount : **Open Quotation**. Earnest Money: **Rs. 6,300.00**. Period of Completion: **15 Days**.

2. NIT No. : KMC/EE(E)/LTG/CMO/110/24-25
Name of work : **Miscellaneous electrical works at inside and outside of CMO Building under KMC**. Estimate Amount : **Open Quotation**. Earnest Money: **Rs. 4,800.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid : **31.01.2025 (2 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **21.01.2025 (2 p.m.)** (for sl. no. 1) and **22.01.2025 (2 p.m.)** (for sl. no. 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 & 2).

1261/24-25

প্রস্তুতির সময় নেই, ৩ দিনের মধ্যেই জোড়া ম্যাচ! মোলিনা

চেন্নাই, ২০ জানুয়ারিঃ চলতি ইন্ডিয়ান সুপার লিগে আপাতত জয়ের সরণীতে ফিরতে মরিয়া হোসে মলিনার মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) চেন্নাইন এফসি-ক বিরুদ্ধে খেলতে নামছে মেরিনার্সরা। গত ম্যাচে জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। এই ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছিল। তবে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে থাকার পাশাপাশি ব্যবধান বাড়াতে চেন্নাইনের বিরুদ্ধে জিততেই হবে মেরিনার্সদের। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ওই ম্যাচের মাত্র দিন তিনেকের মধ্যেই ফের ৯০ মিনিটের লড়াইয়ে নামতে চলেছে মোহনবাগান। সেকারণে ফুটবলাররা পর্যাপ্ত বিশ্রামও পাননি। অপর্যাপ্ত বিশ্রাম আগামী ম্যাচে দলের জন্য অশনিসংকেত বয়ে আনবে? সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে বাগান কোচ হোসে মলিনা বললেন, ''মাত্র ১ দিনের মধ্যে কখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অন্তত ৫-৬ দিন দরকার। কিন্তু, একটা দীর্ঘ প্রতিযোগিতায় অনেক সময়ই এমন কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়। আর সেই সময়ের জন্যই নিজেদের প্রস্তুত রাখা আবশ্যক। এই ম্যাচটা কীভাবে খেলতে হবে, সেটা আমরা খুব ভাল করেই জানি।'' পাশাপাশি তিনি আরও যোগ করলেন, ''এই মুহূর্তে আমরা যথেষ্ট ভাল খেলছি। এই পারফরম্যান্সটাই আমাদের বজায় রাখতে হবে। দলের ফুটবলারদের পারফরম্যান্সের আমি যারপরনাই খুশি। যে

ফুটবলাররা ৬০ মিনিটের বেশি মাঠে ছিলেন, তাঁদের রিকভারির উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল ম্যাচের জন্য দলের প্রত্যেক ফুটবলারই নিজেদের প্রস্তুত করে তুলবে। আমি নিশ্চিত যে এই ম্যাচের জন্য আমরা প্রস্তুত।'' কিন্তু, তা সত্ত্বেও বিপক্ষ দলকে একেবারে হালকাভাবে নিতে চাইছেন না বাগানের হেড স্যার হোসে মলিনা। বিশেষ করে যে দলে প্রীতম কোটালের মতো ফুটবলার রয়েছেন, তাদের নিয়ে কখনই হেলাফেলা করা উচিত নয়। হোসে মলিনা বললেন, ''প্রীতম তো এটিকে-র ফুটবলার ছিল। ও কতটা ভাল ফুটবল খেলে, সেটা আমি জানি। এক্ষেত্রে আমি আলাদা করে মোহনবাগানের কোনও ফুটবলারের কথা উল্লেখ করব না। তবে ও যদি আমাদের বিরুদ্ধে ভাল পারফরম্যান্স করতে পারে, তাহলে একদমই অবাক হব না। প্রীতমের পারফরম্যান্সে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব খুশি। তবে আমি কখনই চাইব না যে আমাদের বিরুদ্ধে ও ভাল খেলুক। যদি ভাল খেলেও, সেক্ষেত্রে যেন ম্যাচটা জিততে না পারে।'' কথাগুলো মলিনা নেহাতই মজার ছলে বললেন। চোটের কারণে এই ম্যাচে অনুপস্থিত থাকতে পারেন সাহাল আবদুল সামাদ এবং অনিরুদ্ধ থাপা। যদিও এই ব্যাপারে আপাতত মাথা ঘামাতে চাইছেন না মলিনা। গত ম্যাচে জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেছিল মেরিনার্সরা। বেশ কয়েকটা গোলের সুযোগ হাতছাড়া করার কারণে সবুজ-মেরুন ব্রিগেডকে কড়া সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। যদিও শেষপর্যন্ত ম্যাচটা ১-১ গোলে ড্র হয়ে যায়। এই মরশুমে মেরিনার্সরা এখনও পর্যন্ত ৩১ গোল করেছে। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে, চেন্নাইয়ের ডিফেন্সের সামনে তাদের কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে। আশা করা হচ্ছে, এই ম্যাচে হোসে মলিনা তাঁর দলকে ৪-৪-২ ছকে খেলাতে পারেন। দলের প্রথম একাদশে রাখা হতে পারে বিশাল কাইথ (গোলকিপার), শুভাশিস বসু (অধিনায়ক), আলবার্তো রডরিগস, টম অলড্রেড, আশিস রাই, লিস্টন কোলাসো, দীপক টাংরি, আপুইয়া, মনবীর সিং, জেসন কামিন্স এবং জেমি ম্যাকলারেন।

ক্রিকেটের নন্দনকাননে কামব্যাক, ইডেন টাঙাল সামির জন্য 'সামিয়ানা'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ জাতীয় দলের জার্সিতে ফের স্বমহিয়াম দেখা যাবে মহম্মদ সামিকে। ইডেনে তার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন ভারতীয় তারকা পেসার। ক্রিকেটের নন্দনকানন সামির জন্য টাঙিয়েছে সামিয়ানা। এ কথা বললে কিছু ভুল বলা হবে না। বোর্ডের পক্ষ থেকে সামির এক ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে। যা দেখে তাঁর অনুরাগীদের মন বেশ ভালো হয়েছে। যার প্রমাণ মিলছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ২০২৩ সালে ওডিআই বিশ্বকাপের পর থেকে জাতীয় দলের জার্সি সামির গায়ে ওঠেনি। এ বার ২২ জানুয়ারি ইডেনে যে ভারত-ইংল্যান্ড টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ হবে, সেখানে অ্যাকশনে দেখা যাবে মহম্মদ সামিকে। ইডেনে তাঁকে ঘিরে বিরাট উন্মাদনা। ক্রিকেটের নন্দনকানন তাঁর কাছে ঘরের মাঠ। সেখানে ভারতীয় টিমের সঙ্গে অনুশীলনে ফুরফুরে মেজাজে দেখা গিয়েছে সামিকে। বোর্ডের শেয়ার করা ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, ইডেনের ২২ গজে প্রবেশ করার পর সামিকে এসে জড়িয়ে ধরেন ভারতের বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল। এরপর দেখা যায় টিম হার্ডলের সময় হাসছেন তিনি। এরপর সামিকে দেখা যায়, ধীরে ধীরে নেটে বোলিংয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বিসিসিআইয়ের ১ মিনিট ৪৩ সেকেন্ডের ওই ভিডিয়োতে সামির অনুশীলনের বিভিন্ন মুহূর্ত তুলে ধরা হয়েছে। এ বার দেখার নীল জার্সিতে ফেরার পর সামি কেমন পারফর্ম করেন, সেদিকে থাকবে সকলের নজর।

এ বারও বিনোদন! ৬০ দিন আগেই প্রস্তুতি শুরু, বিধ্বংসী ব্যাটিং মহেন্দ্র সিং ধোনির

চেন্নাই, ২০ জানুয়ারিঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের মরসুম শুরু হতে দেরি রয়েছে। তার আগেই ব্যাট হাতে নেটে নেমে পড়লেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। সারা বছর মাহিকে ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকতে আর দেখা যায় না। তিনি শুধু খেলেন আইপিএলে। ফলে তাঁর অনুরাগীরা সেই সময় মন প্রাণ ভরে উপভোগ করেন ধোনির খেলা। এ বারের আইপিএল শুরু হবে ২১ মার্চ থেকে। সেই দিক থেকে দেখতে হলে আইপিএলের প্রায় ৬০ দিন আগে অনুশীলন শুরু করে দিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় মহেন্দ্র সিং ধোনির নেটে ব্যাটিংয়ের ছবি ছড়িয়ে পড়েছে। প্রিয় থালাকে ব্যাট হাতে দেখে তাঁর অনুরাগীরা খুব খুশি। মাহিভক্তদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে ঘুরছে সেই ছবি। ৪৩ বছরের ধোনি আজও যখন মাঠে নামেন তাঁর থেকে বিনোদনের অপেক্ষায় থাকেন ক্রিকেট প্রেমীরা। এই প্রথম বার আইপিএলে আনক্যাপড প্লেয়ার হিসেবে আইপিএলে খেলবেন ধোনি। গত বছরের শেষে রিয়াধে হয়েছিল আইপিএলের মেগা নিলাম। তার আগে চেন্নাই সুপার কিংস ৪ কোটি টাকা দিয়ে রিটেন করে রেখেছিল মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। প্রতিবার আইপিএলের মরসুম শেষ হওয়ার সময় রব ওঠে আগামী আইপিএলে হয়তো খেলবেন না মাহি। চব্বিশের আইপিএল শেষ হওয়ার পরও এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল ক্রিকেট মহলে। এরপর ধোনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, যতদিন তিনি ক্রিকেট খেলতে পারবেন, খেলাটা উপভোগ করতে চান। আরও কয়েকটা বছর তিনি ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যেতে চানও বলেছেন।

কেরালা ব্লাস্টার্সে যোগ দিয়ে কী বললেন ইয়ুমন?

কোচি, ২০ জানুয়ারিঃ চলতি আইএসএলের শুরুটা মোটেই ভালো ছিল না কেরালা ব্লাস্টার্সের। প্রথম ম্যাচে পরাজিত হয়েই টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল এই ফুটবল ক্লাব। পরবর্তীতে দল জয়ের সরণিতে ফিরলেও বজায় থাকেনি সেই ধারাবাহিকতা। স্বাভাবিকভাবেই পয়েন্ট টেবিলের অনেকটাই নিচে গিয়ে পৌঁছে ছিল দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। সেই নিয়ে ব্যাপক হতাশা দেখা দিয়েছিল সমর্থকদের মধ্যে। সেখানে থেকে ঘুরে দাঁড়ানোই প্রধান লক্ষ্য ছিল ইন্ডিয়ান সুপার লিগের এই ফুটবল ক্লাবের। পরবর্তীতে অন্তর্বর্তীকালীন কোচের হাত ধরেই ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে নোয়া সাদাউরা। তবে দলের পারফরম্যান্সের কথা মাথায় রেখে এবারের উইন্টার ট্রান্সফার উইন্ডোকে কাজে লাগিয়ে একাধিক বদল আনতে তপর ছিল ম্যানেজমেন্ট। সেইমতো গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই একাধিক ফুটবলারদের দিকে নজর ছিল দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাবের। সপ্তাহ কয়েক আগেই এক বিদেশি ফুটবলারকে দলে টানে কেরালা। যা নিঃসন্দেহে বড়সড় চমক ছিল সকলের কাছেই। তবে শুধু বিদেশি ফুটবলার নয়। রক্ষণভাগকে শক্তিশালী করতে বেশ কয়েকজন ভারতীয় ডিফেন্ডারদের সঙ্গে ও কথাবার্তা শুরু করেছিল এই ফুটবল ক্লাব। অবশেষে গত রবিবার বিকাশ ইয়ুমনকে দলে টেনে নেয় আদ্রিয়ান লুনাদের ফুটবল ক্লাব। বছর কয়েক আগে পাঞ্জাব এফসি থেকে তাঁকে দলে টেনেছিল চেন্নাইয়িন এফসিতে। গত সিজনে সেই দলের জার্সিতে খেললেও এই সিজনে খুব একটা নজর কাড়তে পারছিলেন না ওয়েন কোয়েলের ফুটবল দলে। মোট এগারোটি ম্যাচ খেলে মাত্র একটি অ্যাসিস্ট ছিল মনিপুরের এই ফুটবলারের। এবার বাকি মরসুমের জন্য তাঁকেই দলে টেনেছে কেরালা ব্লাস্টার্স। বিকাশের আগমণে আগের থেকে হয়তো অনেকটাই শক্তিশালী হয়ে উঠবে কেরালার রক্ষণভাগ। দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি বলেন, ''আমি এই দলের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়ে যথেষ্ট আনন্দিত। ক্লাবটির সমর্থন এবং তরুণ প্রতিভাদের সুযোগ দেওয়ার একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে এবং আমি এখানে আমার সময়কালে দলের সাফল্যে অবদান রাখতে চাই। সেইসাথে এই সিজনে দলের হয়ে চূড়ান্ত সাফল্য পেতে চাই।''

জঙ্গিপুর এম পি কাপ ন্যাশনাল ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ -এ অন্যান্য রাজ্যের সাথে খেলায় অংশগ্রহণ করলো বাংলার প্রতিনিধি দল। (টিম ম্যানেজার প্রদ্যুৎ পালের সাথে খেলোয়াড়রা)

৪৯ বছরে প্রয়াত মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ বেশ কিছু দিন অসুস্থ থাকার পর সোমবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার ঋষি কপুর। দিল্লির এক হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বয়স হয়েছিল ৪৯। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া কলকাতা ময়দানে। হোসে ব্যারেটো, অসীম বিশ্বাস, রেনেডি সিংহ, মেহতাব হোসেনের সঙ্গে সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে খেলেছেন ঋষি। মোহনবাগান ছাড়াও হিন্দুস্তান এফসি, দিল্লি ইউনাইটেডের হয়েও খেলেছিলেন। দিল্লির হয়ে সন্তোষ ট্রফিও খেলেন। হাসিখুশি স্বভাবের জন্য সতীর্থদের কাছে প্রিয় ছিলেন। সুব্রত ভট্টাচার্য কোচ থাকার সময় মোহনবাগানের জাতীয় লিগ জয়ী দলের সদস্য ছিলেন। ঋষির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ। প্রাক্তন সতীর্থের প্রয়াণে মর্মাহত এআইএফএফ-এর প্রাক্তন সচিব শাজি প্রভাকরণও।

লখনউয়ের দায়িত্বে ঋষভ পন্থই, ২৭ কোটির ক্যাপ্টেন বললেন 'ধামাকা হবে'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ ইডেনে বুধবার শুরু হচ্ছে ভারত-ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ। স্কোয়াডে নেই ঋষভ পন্থ। তিনি রঞ্জি ট্রফিতে খেলবেন। এরপর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ। লক্ষ্য আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়। রঞ্জি ম্যাচ এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিরই প্রস্তুতি সারবেন পন্থ। ভারতের টি-টোয়েন্টি দল কলকাতায়। এর মাঝেই গত রাতে কলকাতায় পা রাখেন ঋষভ পন্থ। কারণটা পরিষ্কারই ছিল। লখনউ সুপার জায়ান্টসের তরফে একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। ঋষভ পন্থকে ক্যাপ্টেন ঘোষণা করা হবে কলকাতার এই অনুষ্ঠানে, ইঙ্গিত ছিলই। তেমনই হল। মেগা অকশনে ২৭ কোটিতে নেওয়া ঋষভ পন্থকেই ক্যাপ্টেন ঘোষণা করল লখনউ সুপার জায়ান্টস। লখনউ সুপার জায়ান্টসের তরফে কয়েকদিন আগেই জানানো হয়েছিল, টিমের অন্যতম কর্ণধার

সঞ্জীব গোয়েঙ্কা একটি বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলন করবেন। সেখানেই ঘোষণা হল পন্থর নাম। ২০২২ সালে আইপিএলে আত্মপ্রকাশ লখনউয়ের। প্রথম দু-বারই প্লে-অফে জায়গা করে নিয়েছিল। লোকেশ রাহুলের নেতৃত্বে গত মরসুমে হতাশার পারফরম্যান্স। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে লজ্জার হারের পর রাহুলকে প্রকাশ্যেই তুলোধনা করেন কর্ণধার। সম্পর্কের উন্নতি হলেও বিচ্ছেদ নিশ্চিত ছিল। রাহুল অকশন থেকে দিল্লিতে যোগ দিয়েছেন। আইপিএলের মেগা অকশনে উঠেছিলেন ঋষভ পন্থও। তাঁকে নিতে অলআউট ঝাঁপিয়েছিল লখনউ সুপার জায়ান্টস। আরটিএম ব্যবহার করে দিল্লি ক্যাপিটালস। যদিও ২৭ কোটির ফাইনাল দর তোলে লখনউ। এরপর আর এগোয়নি দিল্লি। ঋষভকে নিতে কতটা মরিয়া ছিলেন, পরে এ বিষয়ে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বলেছিলেন, ''ওর জন্য ২৬ কোটি সরিয়ে রাখা ছিল।'' কার্যত তখনই পরিষ্কার হয়ে যায়, টিমে যতই নিকোলাস পুরান থাকুন, ক্যাপ্টেন্সি যাবে পন্থের হাতেই। সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বলেন, ''খুব সহজ। অকশনে নেওয়ার পরই আমরা নিশ্চিত ছিলাম। অপেক্ষা করছিলাম, কবে ঘোষণা করব। এই মুহূর্তটা এল।'' ঋষভ পন্থ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানান। পন্থ আরও বলেন, ''আমি আপনাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, নিজের ২০০ শতাংশ দেব। আমার উপর ভরসা রাখার জন্য ধন্যবাদ। সাধ্যের মধ্যে যা সম্ভব সব করব। নতুন শুরুর জন্য প্রস্তুত। আশা করছি ধামাকা হবে।''

৬ গোলের উৎসব করে শীর্ষ চারে ম্যানচেস্টার সিটি

ইপ্সউইচ, ২০ জানুয়ারিঃ প্রতিপক্ষের মাঠে রবিববার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৬-০ গোলে জিতেছে সিটি। প্রথমার্ধে ফিল ফোডেনের জোড়া গোলের মাঝে জালের দেখা পান মাতেও কোভাসিচ। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ান জেরেমি দোকু, আর্লিং হলান্ড ও জেমস ম্যাকাটি। পেপ গুয়ার্দিওলার কোচিংয়ে এই নিয়ে ১৩ বার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ৬ বা তার বেশি গোল করল সিটি। আর্সেন ভেঙ্গারের কোচিংয়ে আর্সেনাল সমান সংখ্যক ম্যাচে এই কীর্তি গড়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় একমাত্র অ্যালেক্স ফার্গুসনের কোচিংয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (১৪) বেশিবার ম্যাচে ৬ বা তার বেশি গোল করতে পেরেছিল। লিগ শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে অনেক পিছিয়ে পড়া সিটি গত রাউন্ডে ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে শেষ সময়ে দুই গোল খেয়ে পয়েন্ট হারিয়েছিল। জয়ের পথে ফেরার লড়াইয়ে নজরকাড়া পারফরম্যান্স উপহার দিল দলটি। ২২ ম্যাচে ১১ জয় ও ৫ ড্রয়ে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে সিটি। সমান পয়েন্ট পেলেও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে এক ধাপ নিচে নেমে গেছে নিউক্যাসল ইউনাইটেড। চার দিন আগে ব্রেন্টফোর্ডের জালে জোড়া গোল করা ফোডেনের নৈপুণ্যেই এদিন এগিয়ে যায় সিটি। ২৭তম মিনিটে বাঁ থেকে কেভিন ডে ব্রুইনের পাসে প্রতিপক্ষের গা ছুঁয়ে আসা বল প্রথম ছোঁয়ায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে, নিচু শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ইংলিশ মিডফিল্ডার। তিন মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করা গোলেও জড়িয়ে ফোডেনের নাম। তার ছোট পাস ডি-বক্সের মুখে পেয়ে জোরাল শটে বল জালে পাঠান ক্রোয়াট মিডফিল্ডার কোভাসিচ। ৪২তম মিনিটে আবারও অ্যাসিস্টের ভূমিকায় ডে ব্রুইনে এবং গোলদাতা ফোডেন। এবার তার কাটব্যাক ছয় গজ বক্সে পেয়ে প্রথম ছোঁয়ায় নিচু শটে স্কোরলাইন ৩-০ করেন তিনি। গোলরক্ষক ঝাঁপিয়ে বলে হাত ছোঁয়ালেও আটকাতে পারেননি। চাপ ধরে রেখে ৪৯তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে বড় জয়ের পথে এগিয়ে যায় সিটি। বাঁ দিক দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে, দুজনের মধ্যে দিয়ে জায়গা বানিয়ে শট নেন জেরেমি দোকু, সামনে ইপ্সউইচের ডিফেন্ডার দারা ও'শিয়ার পায়ে লেগে বল যায় জালে। গত আগস্টে ইপ্সউইচের বিপক্ষে প্রথম দেখায় ৪-১ ব্যবধানের জয়ে হ্যাটট্রিক করা হলান্ড এবার গোলের দেখা পান ৫৭তম মিনিটে। প্রতিপক্ষের ভুল পাস ধরে ক্ষিপ্র গতিতে ডি-বক্সে ঢুকে দোকু পাস দেন ডান দিকে, আর প্লেসিং শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন নরওয়ের তারকা। এবারের লিগে হলান্ডের মোট গোল হলো ১৭টি, তার চেয়ে একটি বেশি নিয়ে তালিকার শীর্ষে লিভারপুলের মোহমেদ সালাহ। ৬৩তম মিনিটে ডে ব্রুইনেকে বসিয়ে ম্যাকাটিকে নামান কোচ। মাঠে নামার ছয় মিনিটের মধ্যেই স্কোরলাইনে নাম লেখান এই ইংলিশ মিডফিল্ডার। কোভাসিচের উঁচু করে বাড়ানো থ্রু বল হেডে জালে পাঠান তিনি। অবনমন অঞ্চলের দল ইপ্সউইচ বেশ কয়েকবার পাল্টা আক্রমণ শাণায়, গোলের জন্য অনেকগুলো শটও নেয় তারা। কিন্তু যথেষ্ট কার্যকর হতে পারেনি দলটি। আরেক ম্যাচে সাউথ্যাম্পটনকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে নটিংহ্যাম ফরেস্ট। ২২ ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে তারা। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে এগিয়ে দুইয়ে আর্সেনাল। ২১ ম্যাচে ৫০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। এদিকে, দুই প্রতিযোগিতায় টানা দুটি জয়ের পর ফের পথ হারিয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। দলটিকে তাদেরই মাঠে ৩-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে ব্রাইটন। চলতি আসরে ইউনাইটেডের এটা দ্বাদশ পরাজয়। ২২ ম্যাচে সাত জয় ও পাঁচ ড্রয়ে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে ১৩ নম্বরে আছে দলটি। সমান ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে ব্রাইটন।

শিরোপা ভাগ্য নিজেদের হাতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত এমবাপে

মাদ্রিদ, ২০ জানুয়ারিঃ লাস পালমাসকে ৪-১ গোলে হারিয়ে রবিবার লা লিগার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। শুরুতে পিছিয়ে পড়া দলকে সমতায় ফেরানোর পর আরও একটি গোল করেন এমবাপে। আগের ম্যাচেই কোপা দেল'রের লড়াইয়ে সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ের গ্যালারি থেকে কটাক্ষ ভেসে এসেছে রিয়াল মাদ্রিদের ফুটবলারদের দিকে। এই ম্যাচে সেই গ্যালারিতেই ছিল উচ্ছ্বাসের জোয়ার। বিশেষ করে, এমবাপের নাম ধরে গলা ফাটিয়েছেন সমর্থকরা। এমবাপেও তাতে দারুণ খুশি। রিয়াল মাদ্রিদের খেলার ধরনে এখন তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন বলেই জানালেন এ ফরোয়ার্ড। প্রতিশ্রুতি দিলেন সামনে নিজের সেরাটা মেলে ধরার। ''রিয়াল মাদ্রিদে খেলাটাই স্বপ্নের মতো। সমর্থকেরা আমার নাম ধরে চিৎকার করছে, এটা তো আরও বেশি কিছু। আমি খুবই খুশি। দলে এখন আমি মানিয়ে নিয়েছি এবং সতীর্থদের সঙ্গে নিজেকে মেলে ধরে এখন নিজের ইচ্ছেমতো খেলতে পারি। আমরা সবাই এখন উপভোগ করছি।'' পিএসজি থেকে রেয়াল মাদ্রিদে আসার পর পারফরম্যান্সের অধারাবাহিকতায় বেশ সমালোচনা শুনতে হয়েছে এমবাপেকে। তবে ক্রমেই আপন রূপে আবির্ভূত হচ্ছেন তিনি। সবশেষ তিন ম্যাচে চার গোল করলেন তিনি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৮ গোল হয়ে গেল তার। লাস পালমাসের বিপক্ষে রিয়ালের জয়টি প্রত্যাশিতই ছিল। পাশাপাশি ছিল জরুরিও। এই রাউন্ডের আগে শীর্ষে থাকা আতলেতিকো মাদ্রিদ আগের দিন অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে যায় লেগানেসের কাছে। পরে বার্সেলোনা পয়েন্ট হারায় গেতাফের মাঠে। রিয়ালের সামনে হাতছানি ছিল সুযোগটি কাজে লাগানোর। সেটি করতে পারায় স্বস্তি পাচ্ছেন এমবাপে। বিশেষ করে, ম্যাচের প্রথম মিনিটে গোল হজম করে পিছিয়ে পড়ার পরও যেভাবে প্রবল দাপটে দিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ, তাতে তৃপ্ত এই ফরোয়ার্ড। ''আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল এটি। আমরা জানি, গতকাল (শনিবার) কী হয়েছে আতলেতিকো ও বার্সেলোনার ম্যাচে। আমরা তাই জিততে চেয়েছিলাম এবং আমরা পেরেছি। শুরুটা ভালো ছিল না আমাদের। তবে জবাবটা ছিল দুর্দান্ত। আমরা আক্রমণে উঠেছি, দ্রুতগতির ফুটবল খেলেছি, ফাঁকা জায়গায় হানা দিয়েছে দারুণভাবে। বেশ কয়েকটি গোল আদায় করে নিয়েছি। আমরা খুশি, কারণ আমরা এখন সবার ওপরে।'' কদিন আগে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার কাছে ৫-২ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। পরে কোপা দেল'রের শেষ ষোলোতে ২-০ গোলে এগিয়ে থেকেও শেষ দিকে দুই গোল হজম করে ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। সেখানে পরে দারুণ খেলে তারা জিতে যায়। সাম্প্রতিক এমন পারফরম্যান্স দলে অস্বস্তি বয়ে এনেছিল নিশ্চিতভাবেই। কিন্তু দল যেভাবে এসবকে পেছনে ফেলে লা লিগার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠেছে, এটিই নতুন আশার জোগান দিচ্ছে এমবাপেকে। ''দল যেভাবে সাড়া দিয়েছে, তাতে আমি গর্বিত। সুপারকোপার ফাইনালে হারটা ছিল কঠিন। কোপা দেল'রেতে যদিও আমরা ভালো খেলেছি, তার পরও ভুল করেছি এবং ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে গড়িয়েছে। তার পরও জয়ের মানসিকতা দেখিয়েছি সেদিন আমরা। আজকের জয়টি ছিল জরুরি। এখন লিগ জয়ের জন্য আমাদের নির্ভরতা নিজেদের ওপরই।'' ২০ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট এখন রিয়ালের। সমান ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট আতলেতিকো মাদ্রিদের, ৩৯ পয়েন্ট বার্সেলোনা ও আথলেতিক বিলবাওয়ের।

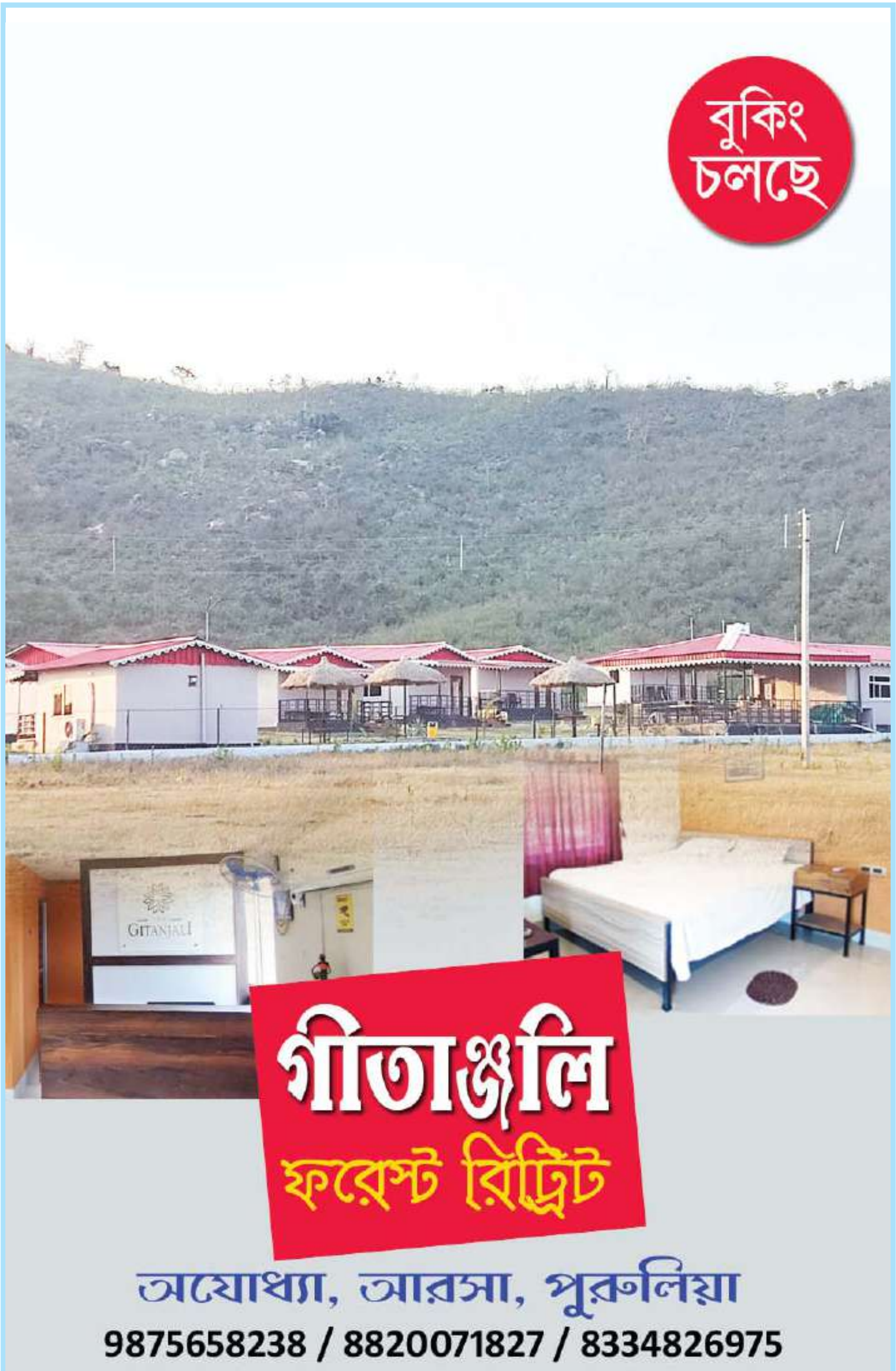

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com